বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে (১৯৯১-২০০১) নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান: একটি বিশ্লেষণ

Socio-economic Status of Women Members of Bangladesh Jatiya Sangsad (1991-2001): An Analysis

গবেষক

ফেরদৌস জামান

রেজিস্ট্রেশন নম্বর:৭৬

শিক্ষাবর্ষ: ২০১২-২০১৩

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জানুয়ারি-২০১৬

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে (১৯৯১-২০০১) নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান: একটি বিশ্লেষণ

Socio-economic Status of Women Members of Bangladesh Jatiya Sangsad (1991-2001): An Analysis

পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত অভিসন্দর্ভ

ফেরদৌস জামান
পিএইচ.ডি গবেষক

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

জানুয়ারি-২০১৬

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে (১৯৯১-২০০১) নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান: একটি বিশ্লেষণ

Socio-economic Status of Women Members of Bangladesh Jatiya Sangsad (1991-2001): An Analysis

গবেষক

ফেরদৌস জামান

রেজিস্ট্রেশন নম্বর:৭৬

শিক্ষাবর্ষ: ২০১২-২০১৩

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বধায়ক

প্রফেসর ড. শওকত আরা হোসেন

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০।

জানুয়ারি-২০১৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, পিএইচ.ডি ডিগ্রি প্রাপ্তির লক্ষ্যে ফেরদৌস জামান কর্তৃক দাখিলকৃত "বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে (১৯৯১-২০০১) নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান: একটি বিশ্লেষণ" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে, এ শিরোনামে অন্য কোনো গবেষণা অভিসন্দর্ভ ইতিপূর্বে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে জমা দেয়া হয়নি। গবেষণার অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি আমি পাঠ করেছি এবং তা পিএইচ.ডিগ্রির জন্য জমা দেয়ার সুপারিশ করছি।

প্রফেসর ড. শওকত আরা হোসেন
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী ঘোষণা করছি যে, "বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে (১৯৯১-২০০১) নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান: একটি বিশ্লেষণ" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে এ শিরোনামে ইতিপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেন নি। পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য দাখিলকৃত এ গবেষণা অভিসন্দর্ভ বা এর অংশবিশেষ অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রি. ডিপ্লোমা বা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

ফেরদৌস জামান
রেজিস্ট্রেশন নম্বর:৭৬
শিক্ষাবর্ষ: ২০১২-২০১৩
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

অনুমোদনপত্র

ফেরদৌস জামান কর্তৃক সম্পাদিত "বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে (১৯৯১-২০০১) নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান: একটি বিশ্লেষণ" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজিক বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করা হল।

প্রফেসর ড. শওকত আরা হোসেন
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

আমার **মা**

মিসেস আনোয়ারা আমিন

কিশোর বয়সে পিতার অকাল মৃত্যুর পর যাঁর সঠিক দিক-নির্দেশনা
অফুরন্ত ভালোবাসা, ত্যাগ এবং অনুপ্রেরণায় আজকের আমি।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

"বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে (১৯৯১-২০০১) নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান: একটি বিশ্লেষণ" শীর্ষক গবেষণাকর্মটি সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য পরম করুণাময় মহান আল্লাহ্‌র প্রতি আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে যাঁরা আমাকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি প্রোগ্রামে অধ্যায়নের সুযোগ দিয়েছেন। আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ড. শওকত আরা হোসেন-এর প্রতি । যিনি আমাকে গভীর মমতায় প্রয়োজনীয় পরামর্শ, দিক-নির্দেশনা ও উৎসাহ প্রদান করে গবেষণাকর্মটি শেষ করতে সহায়তা করেছেন। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাবেক সদস্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মহব্বত খান স্যারের প্রতি। যার মূল্যবান পরামর্শ ও উপদেশ আমার গবেষণাকর্মটি যথাসময়ে শেষ করতে সহায়তা করেছে। সেই সাথে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃপক্ষকে যাঁরা আমাকে পিএইচ.ডি করার প্রয়োজনীয় অনুমতি এবং ছুটি দিয়ে সহায়তা করেছেন।

আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব তারিক হোসেন খান এবং ভ্রাতৃ প্রতিম জনাব কামরুল হাসান-এর প্রতি। যাঁরা প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আমার এ গবেষণার মানচিত্র সম্পাদনা ও টাইপিং এর জন্য জনাব মো: আমিরুল ইসলাম এবং আলো শোভা চাকমাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ৫ম ও ৭ম জাতীয় সংসদের সরাসরি আসনে নির্বাচিত নারী সংসদ সদস্য ও সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত নারী সংসদ সদস্যদের প্রতি। যাঁরা আমাকে প্রয়োজনীয় সাক্ষাৎকার এবং বিভিন্ন বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা করে গবেষণা কর্মটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সহায়তা করেছেন। এছাড়া নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, জাতীয় সংসদ সচিবালয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি, গণউন্নয়ন গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গ্রন্থাগার, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কর্তৃপক্ষের প্রতি। এসব প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন গ্রন্থ, জার্নাল, সরকারি গেজেট, বিভিন্ন সনদ ও দলিল আমার গবেষণাকে সমৃদ্ধ করেছে।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. নুরুল আমিন বেপারী-কে। আমি আরো ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর মো: ফেরদৌস হোসেন, ড. সাব্বীর আহমেদ, ড. শান্তনু মজুমদারসহ সেমিনারে উপস্থিত সম্মানীত শিক্ষকগণকে। যাঁরা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকভাবে মতামত দিয়ে গবেষণাকর্মটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সহায়তা করেছেন।

গবেষণাকর্মটি সুষ্ঠুভাবে শেষ করার জন্য মানসিক শক্তি, উৎসাহ এবং প্রতিটি পদক্ষেপে যিনি আমাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন তিনি আমার স্ত্রী জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারপার্সন ড. আছমা বিনতে ইকবাল। আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। পরিশেষে আমি স্নেহ ও ভালবাসা প্রকাশ করছি আমার দুই সন্তান তানজিম অয়ন অভিক এবং তানহিম চয়ন মেলভিনের প্রতি। অনেক ক্ষেত্রে ওদের সময় না দিয়ে আমি গবেষণার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম । কিন্তু এ নিয়ে আমার প্রতি ওদের কোনো অভিযোগ ছিল না।

ফেরদৌস জামান
পিএইচ.ডি গবেষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের মানচিত্র

Dhaka University Institutional Repository

সারণি তালিকা

সারণি	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
২.১:	বাংলাদেশের ১০টি জাতীয় সংসদে সাধারণ আসন থেকে নির্বাচিত নারী সংসদ-সদস্যদের তালিকা	২০
২.২:	বাংলাদেশের ১০টি জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত নারী সংসদ-সদস্যদের তালিকা	২৬
৩.১:	১৯৭৩ সাল থেকে ২০০১ পর্যন্ত নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহনের হার	৪৯
৩.২:	বিভিন্ন সালে ব্রিটেনের কমন্স সভায় নির্বাচিত নারী সাংসদদের সংখ্যা এবং শতকার হার	৬২
৩.৩:	২০০৮ এবং ২০১১ সালের গ্রেট ব্রিটেনের নির্বাচনে রাজনৈতিক দল থেকে মনোনয়নকৃত নারী সদস্যদের সংখ্যা এবং শতকরা হার	৬২
৩.৪:	মালয়েশিয়ার পার্লামেন্টের ১৯৫৫ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত নারী প্রতিনিধিত্ব	৬৩
৩.৫:	ভারতের ১৫টি লোকসভা নির্বাচনে নারী প্রতিনিধিত্বের হার	৬৫
৪.১:	৫ম জাতীয় সংসদে গঠিত কমিটি ও নারী সদস্য	৭১
৪.২:	৭ম জাতীয় সংসদে গঠিত কমিটি ও নারী সদস্য	৭৫
৪.৩:	পঞ্চম জাতীয় সংসদ কর্তৃক পাসকৃত বিলের প্রকারভেদ	৮৩
৪.৪:	পঞ্চম সংসদের অধিবেশন ও কার্যদিবস	৮৭
৪.৫:	সপ্তম সংসদ অধিবেশন ও কার্যদিবস	৮৮
৪.৬:	পঞ্চম জাতীয় সংসদে উত্থাপিত মূলতবী (বিধি ৬২) প্রস্তাবের খতিয়ান	৮৯
৪.৭:	সপ্তম জাতীয় সংসদে উত্থাপিত মূলতবী (বিধি ৬২) প্রস্তাবের খতিয়ান	৯০

Dhaka University Institutional Repository

৪.৮:	পঞ্চম জাতীয় সংসদে জরুরী জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা (বিধি ৬৮) বিষয়ের খতিয়ান	৯২
৪.৯	সপ্তম জাতীয় সংসদে জরুরী জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা (বিধি ৬৮) বিষয়ের খতিয়ান	৯৪
৪.১০:	পঞ্চম জাতীয় সংসদে জরুরী জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ (বিধি ৭১) প্রস্তাবের খতিয়ান	৯৫
৪.১১:	সপ্তম জাতীয় সংসদে জরুরী জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ (বিধি ৭১) প্রস্তাবের খতিয়ান	১০৯
৪.১২	সপ্তম জাতীয় সংসদের ২৩টি অধিবেশনে জরুরী জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সদস্য কর্তৃক বিবৃতি প্রদান সংক্রান্ত বিধিতে ব্যাপক সংখ্যক নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ	১২৯
৫.১	পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	১৩৭
৫.২	পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের বয়স	১৩৮
৫.৩	পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের পেশাগত অবস্থান	১৪০
৫.৪	পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সাংসদদের ধর্মীয় অবস্থান	১৪১
৫.৫	পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের পরিবার কাঠামো	১৪৩
৫.৬	পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের ব্যক্তিগত জমির পরিমাণ	১৪৪
৫.৭	পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের ছাত্র রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ততা	১৪৫
৫.৮	নারী সদস্যদের পরিবারের জাতীয় বা স্থানীয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ততা	১৪৬
৫.৯	পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের ব্যবসা, শিল্প বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ততা	১৪৮
৫.১০	নারী সংসদ সদস্যদের এলাকার/স্থানীয় রাজনীতিতে পদ	১৪৯
৫.১১	নারী সংসদ সদস্যদের ইউনিয়ন পরিদষদ/ পৌরসভা/উপজেলায় সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ	১৫০
৫.১২	এলাকার স্কুল/মাদ্রাসা/সামাজিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় ভূমিকা	১৫১
৫.১৩	সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পূর্বে নারী সংসদ সদস্যদের কোন প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অভিজ্ঞতা	১৫২

৫.১৪	পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সংসদ সদস্যদের রাজনৈতিক আন্দোলনে সাংগঠনিক ভূমিকা	১৫৩
৫.১৫	অর্থনৈতিক ও অবকাঠামো উন্নয়নে সম্পৃক্ততা	১৫৪
৫.১৬	নারী সংসদ সদস্যদের রাজনীতি করার জন্য পুলিশি নির্যাতন বা রাজনৈতিক হয়রানি	১৫৫
৫.১৭	রাজনীতি করার জন্য স্বামী/সন্তান/পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দুরত্ব বা ভুল বোঝাবুঝি	১৫৭
৫.১৮	নারী সংসদ সদস্যদের স্বামী বা পরিবারের অন্য কোন সদস্যের রাজনীতিতে সহযোগিতা	১৫৮
৫.১৯	নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণে মৌলবাদী সংগঠনের আপত্তি ও বিরোধীতা	১৫৯
৫.২০	এলাকার নারী উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা	১৬০
৬.১:	সপ্তম জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যদের বয়স	১৬৮
৬.২:	সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের স্থানীয় নির্বাচনে সরাসরি অংশগ্রহণ	১৭০
৬.৩:	সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের সরাসরি নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারীদের নাম ও নির্বাচনে প্রকৃতি	১৭০
৬.৪	সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের আঞ্চলিক রাজনৈতিক পদ	১৭১
৬.৫	সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের ব্যবসা/শিল্প মালিকানা	১৭২
৬.৬:	সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের ছাত্র রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ততা	১৭৩
৬.৭	বাৎসরিক আয়ের ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের বিভক্তি	১৭৪
৬.৮	জমির ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের বন্টন	১৭৫
৬.৯	পরিবার কাঠামোর ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের বন্টন	১৭৬
৬.১০	ধর্মের ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের বন্টন	১৭৭
৬.১১	পেশার ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের নেতৃত্ব বন্টন	১৭৮

Dhaka University Institutional Repository

৬.১২:	শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সংসদ সদস্যদের বন্টন	১৭৯
৬.১৩	প্রতিষ্ঠান পরিচালনা/পৃষ্ঠপোষকতার ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের বন্টন	১৮১
৬.১৪	নারী সংসদ সদস্যদের নাম ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনা	১৮২
৬.১৫	রাজনৈতিক আন্দোলনে সাংগঠনিক ভূমিকার ভিত্তিতে নারী সংসদ সদস্যদের বন্টন	১৮২
৬.১৬	অর্থনৈতিক ও অবকাঠামো উন্নয়নে ৭ম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যের সম্পৃক্ততা	১৮৪
৬.১৭	সংসদ সদস্যদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ধরন উপস্থাপন করা হলো	১৮৫
৬.১৮	মামলা মোকাবেলার ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদে নারী সদস্যদের বন্টন	১৮৬
৬.১৯	রাজনীতিতে পারিবারিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সংসদ সদস্যদের বন্টন	১৮৭
৬.২০	মৌলবাদী সংগঠনের আপত্তির অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নারী সংসদ সদস্যদের বন্টন	১৮৮
৬.২১	বৈবাহিক অবস্থার ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সংসদ সদস্যদের বন্টন	১৮৯
৬.২২	নারী উন্নয়নে ভূমিকার ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সংসদ সদস্যদের বন্টন	১৯০
৬.২৩	জাতীয়/স্থানীয় রাজনীতির সাথে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের পারিবারিক সংযুক্ততা	১৯১

Dhaka University Institutional Repository

রেখাচিত্র তালিকা

পৃষ্ঠা

পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ১৩৭

পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের বয়স ১৩৯

পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারীসদস্যদের পেশাগত অবস্থান ১৪০

পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সংসদ সদস্যদের ধর্মীয় অবস্থান ১৪২

পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের ব্যক্তিগত জমির পরিমাণ ১৪৪

সপ্তম জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যদের বয়সের প্যাটার্ন ১৬৮

শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সাংসদদের বন্টন ১৮০

রাজনৈতিক আন্দোলনে সাংগঠনিক ভূমিকার ভিত্তিতে নারী সংসদ সদস্যদের বন্টন ১৮৩

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

প্রত্যয়নপত্র i
ঘোষণাপত্র ii
অনুমোদনপত্র iii
উৎসর্গ iv
কৃতজ্ঞতা স্বীকার v
সারণি তালিকা vii
রেখাচিত্র তালিকা xi

প্রথম অধ্যায় **গবেষণা প্রস্তাব ও কাঠামোগত দিক**
১-১৪

১.১ ভূমিকা

১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

১.৪ গবেষণা পদ্ধতি

১.৫ চলক নির্ধারণ

১.৬ তথ্যসংগ্রহের পদ্ধতি

১.৭ গবেষণায় অনুমিত সিদ্ধান্ত

১.৮ অধ্যায়ভিত্তিক পরিকল্পনা

১.৯ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

১.১০ প্রাসঙ্গিক গ্রন্থের পর্যালোচনা
১.১১ উপসংহার:

দ্বিতীয় অধ্যায় **জাতীয় সংসদ ও নারী প্রতিনিধিত্ব**
১৫-৪০

২.১ ভূমিকা

২.২ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ক্রমবিকাশ

২.৩ জাতীয় সংসদের গঠন

২.৪ বাংলাদেশের বিভিন্ন সংসদে নারী সদস্য: সাধারণ আসন

২.৫ বাংলাদেশের বিভিন্ন সংসদে নারী সদস্য: সংরক্ষিত আসন

২.৬ উপসংহার

তৃতীয় অধ্যায় **নারীর ভোটাধিকার ও আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব অর্জন: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ ও বিশ্বপ্রেক্ষাপট**
৪১-৬৮

৩.১ ভূমিকা

৩.২ নারীর ভোটাধিকার আন্দোলন : বাংলাদেশ

৩.৩ বাংলাদেশের নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও ভোটাধিকার চিত্র

৩.৪ নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে নারী

৩.৫ বৈশ্বিক পর্যায়ে নারীর ভোটাধিকার আন্দোলন

৩.৬ বৈশ্বিক পর্যায়ে নারীর রাজনৈতিক অধিকারের প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ ও পদক্ষেপ
৩.৬(১) মানবাধিকারের সার্বজনিন ঘোষণা

৩.৬(২) নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ

৩.৭ নারীর রাজনৈতিক বিষয়ক আন্তর্জাতিক কনভেনশন

৩.৮ জাতিসংঘ ও বিশ্বনারী সম্মেলন

৩.৯ বিশ্ব পার্লামেন্টে নারী প্রতিনিধি

৩.১০ উপসংহার

চতুর্থ অধ্যায় **সংসদে নারী প্রতিনিধিত্বের কার্যক্রম**
৬৯-১৩৫

৪.১ ভূমিকা

৪.২সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থায় নারী

৪.৩: আইন প্রণয়ন কার্যাবলী

৪.৩(১) বেসরকারী সদস্যদের বিল

৪.৩(২) সরকারী সদস্যদের বিল

৪.৪ : সংসদীয় কার্যক্রমে নারী

৪.৪(১)মূলতবী প্রস্তাব (বিধি ৬২)

৪.৪(২)জরুরী জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা (বিধি ৬৮)

৪.৪(৩)জরুরী জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ (বিধি ৭১)

৪.৪(৪): জরুরী জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সদস্য কর্তৃক বিবৃতি (বিধি ৭১ক)

৪.৪(৫) বিশেষ অধিকার প্রস্তাব(বিধি১৬৪)

৪.৫ উপসংহার:

পঞ্চম অধ্যায় পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান

১৩৬-১৬৫

৫.১ ভূমিকা

৫.২ পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ

৫.৩ পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের বয়সের ভিত্তিতে নেতৃত্বের বিশ্লেষণ

৫.৩: পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের বয়সের ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ

৫.৪ পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের পেশার ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ

৫.৫ পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সংসদ সদস্যদের ধর্মের ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ

৫.৬ পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের পরিবার কাঠামোর ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ

৫.৭ পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের ব্যক্তিগত জমির পরিমাণের উপর ভিত্তি করে আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ

৫.৮ পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের ছাত্র রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ততার ভিত্তিতে আর্থ- সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ

৫.৯ পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের পরিবারিকভাবে জাতীয় বা স্থানীয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ততার ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ

৫.১০ পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের ব্যবসা, শিল্প বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের

Dhaka University Institutional Repository

সাথে সম্পৃক্ততার ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ

৫.১১ নারী সংসদ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণে স্থানীয় রাজনীতিতে তাঁদের দলীয় অবস্থান

৫.১২ নারী সংসদ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণে স্থানীয় সরকার কাঠামোর নির্বাচনে তাঁদের অংশগ্রহণ

৫.১৩ নারী সংসদ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণে স্ব-স্ব নির্বাচনী এলাকার স্কুল,মাদ্রাসা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় ভূমিকা

৫.১৪ নারী সংসদ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার আগে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার পূর্ব অভিজ্ঞতা

৫.১৫ নারী সংসদ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণে রাজনৈতিক আন্দোলনে তাঁদের সাংগঠনিক ভূমিকা

৫.১৬ নারী সংসদ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণে অর্থনৈতিক ও অবকাঠামো উন্নয়নে তাঁদের সম্পৃক্ততা

৫.১৭: পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সংসদ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণে রাজনৈতিক হয়রানি

৫.১৮ পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সংসদ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণে রাজনৈতিক কারণে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দুরত্ব বা ভুল বোঝাবুঝি

৫.১৯ পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সংসদ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণে পরিবারের অন্য সদস্যের কাছ থেকে রাজনীতিতে সহযোগিতা

৫.২০ পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সংসদ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণে নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণে মৌলবাদী সংগঠনের আপত্তি ও বিরোধীতা

৫.২১ পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সংসদ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণে এলাকার নারী উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা:

৫.২২. উপসংহার:

৬ষ্ঠ অধ্যায় **৭ম জাতীয় সংসদঃ নারী সাংসদদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা**

১৬৬-১৯৫

৬.১ ভূমিকা

৬.২: সপ্তম জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্য
বয়সের ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ

৬.৩: সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের স্থানীয় নির্বাচনে সরাসরি
অংশগ্রহণের ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ

৬.৪ সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যগণের স্থানীয় রাজনৈতিক পদ লাভের
ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ:

৬.৫ সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের ব্যবসা/শিল্প মালিকানা
ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ

৬.৬: পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের ছাত্র রাজনীতির সাথে
সম্পৃক্ততার ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ

৬.৭ বাৎসরিক আয়ের ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের
আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ

৬.৮ জমির ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক
অবস্থান বিশ্লেষণ

৬.৯ পরিবার কাঠামোর ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের
আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ

৬.১০ ধর্মের ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের আর্থ- সামাজিক
অবস্থান বিশ্লেষণ

৬.১১ পেশার ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক
অবস্থান বিশ্লেষণ

৬.১২: শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সংসদ সদস্যদের
আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ

৬.১৩ প্রতিষ্ঠান পরিচালনা/পৃষ্ঠপোষকতার ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী
সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ

৬.১৪ রাজনৈতিক আন্দোলনে সাংগঠনিক ভূমিকার ভিত্তিতে নারী সংসদ সদস্যদের
আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ

৬.১৫ অর্থনৈতিক ও অবকাঠামো উন্নয়নে ৭ম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যের সম্পৃক্ততার
ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ

৬.১৬ মামলা মোকাবেলার ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদে নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ

৬.১৭ রাজনীতিতে পারিবারিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সংসদ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ

৬.১৮ মৌলবাদী সংগঠনের আপত্তির অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নারী সংসদ সদস্যদের আর্থ- সামজিক অবস্থান বিশ্লেষণ

৬.১৯ বৈবাহিক অবস্থার ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সংসদ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ

৬.২০ নারী উন্নয়নে ভূমিকার ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সংসদ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ

৬.২১ জাতীয়/স্থানীয় রাজনীতির সাথে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের পারিবারিক সংযুক্ততার ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ

৬.২২ উপসংহার

সপ্তম অধ্যায় **সুপারিশমালা ও উপসংহার**

১৯৬-২০৫

৭.১ ভূমিকা

৭.২ সুপারিশমালা

৭.৩ উপসংহার

পরিশিষ্ট ২০৬-৩৪২

গ্রন্থপঞ্জি ৩৪৩-৩৪৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

গবেষণা প্রস্তাব ও কাঠামোগত দিক

১.১ ভূমিকা

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে পরিচালনার প্রয়াসে সরকার একটি অপরিহার্য উপাদান। তিনটি অঙ্গ বা বিভাগ নিয়ে গড়ে উঠেছে সরকার ব্যবস্থা। যথা: আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। এই তিনটি বিভাগের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হল আইন সভা বা আইন বিভাগ। বাংলাদেশে বর্তমানে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত। এই শাসন ব্যবস্থার রীতি ও ধরন অনুযায়ী জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি আইন সভার সদস্য হন। আর আইন সভার সদস্যদের মধ্যে থেকেই সাধারণত সরকার গঠিত হয়। আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই রীতি আইন সভাকে আলাদা মাত্রা দান করেছে। এই আইন সভায় গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য অনুযায়ী নারী ও পুরুষের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশের আইন সভা 'জাতীয় সংসদে' এই নীতি অনুসৃত হয়। বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্বের প্রকৃতি দুই ধরনের। একটি হচ্ছে প্রত্যক্ষ অন্যটি হচ্ছে পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ হচ্ছে জনগণ কর্তৃক সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে আর পরোক্ষ হচ্ছে সংরক্ষিত আসনে জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলসমূহের সংখ্যানুপাতিক হারে।

সরাসরিভাবে নারী প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার জন্য তাঁদের মনোনয়নের ক্ষেত্রে ব্যক্তি ইমেজ, জনপ্রিয়তা, দক্ষতা ও উত্তরাধিকার বিষয়গুলো প্রাধাণ্য পায়। সংরক্ষিত আসনে মনোনয়নের ক্ষেত্রে নারী প্রতিনিধিদের ক্ষমতা ও যোগ্যতার চেয়ে ব্যক্তি ইমেজ, পারিবারিক ঐতিহ্য, রাজনৈতিক দলের সাথে সখ্যতা, লবিং ইত্যাদি বিষয়গুলো প্রাধান্য পায়। এই লবিং কিংবা তদবিরে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সুদৃঢ় অবস্থানরত নারীরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে জন প্রতিনিধি হওয়ার সুযোগ লাভ করে। তবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি জাতীয় সংসদে তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষমতার মূলধারায় কার্যকরী ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে একটা প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। ক্ষেত্র বা ব্যক্তি বিশেষ এর ব্যতিক্রম উদাহরণ দৃশ্যত পরিলক্ষিত হলেও সংরক্ষিত আসনের নারী প্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে একথাটি প্রযোজ্য। অথচ বাংলাদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ব্রিটিশ শাসন আমল থেকে বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নারী সমাজ নিজেদের তৈরি করে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বিশাল ভুমিকা রেখেছিল। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁদের উন্নয়নমুখী ভুমিকা

অসামান্য। রাজনীতি, নীতিনির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূল উৎসস্থল জাতীয় সংসদে তাঁদের প্রকৃত প্রতিনিধিত্বের স্বার্থে নারীদের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক ও কার্যকরী পরিবর্তন প্রয়োজন।

১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা

বাংলাদেশের নারী জন্মলগ্ন থেকেই বৈষম্য আর অবহেলার শিকার। সামাজিক কুসংস্কার আর নির্যাতন নিপীড়নের বেড়াজালে তাঁকে অবদলিত করে রাখা হচ্ছে যুগ যুগ ধরেই। বাংলাদেশের একজন নারীর শৈশব থেকে পূর্ণতা পর্যন্ত আলোকপাত করলে সব ক্ষেত্রেই প্রকাশ পায় অবহেলা, বৈষম্য আর নির্যাতন। এ সমাজ পুরুষদের প্রতি অধিক মনোযোগী ও যত্নবান। এখানে শিক্ষা, স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার, শ্রমের মূল্য, সিদ্ধান্ত গ্রহণসহ সবক্ষেত্রেই এদেশের নারীরা ভীষণভাবে উপেক্ষিত। নিজ দেশেই মেনে নিতে হয় তাঁদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকত্ব। আধুনিক যুগে বৈশ্বিক ও জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত নানা পদক্ষেপের কারণে নারীর কিছু কিছু ক্ষেত্রে অধিকার প্রাপ্তি ঘটলেও সার্বিক ক্ষেত্রে তাঁদের প্রান্তিক অবস্থানের পরিবর্তন ঘটেনি। নারীর আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সংস্কৃতিক কাঠামোর ক্রিয়াশীল উপাদানই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর প্রতিনিধিত্বের ধরন, মাত্রা ও প্রকৃতিকে নির্ধারণ করে। অথচ আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক কাঠামোয় তাঁদের প্রান্তিক অবস্থান রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন, গণতন্ত্র ও সুশাসনের ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ। তাই নারীর অবস্থান পরিবর্তন কেবল মাত্র নারীর প্রতিনিধিত্বের ইতিবাচক পরিবর্তনের স্বার্থে নয়, দেশের স্বার্থেই এখানে মূল যৌক্তিক অবস্থান। নারী প্রতিনিধিত্বের প্রকৃত ও কার্যকরী ভূমিকা ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট গভীরভাবে বিশ্লেষণের দাবি রাখে। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁদের অবস্থা ও অবস্থান বিশ্লেষণ ছাড়া সার্বিক ক্ষেত্রে ক্ষমতাহীনতার মূল সূত্রগুলো উদঘাটন করা যাবে না এবং নারীদের কার্যকরী ভূমিকায় স্থাপনও সম্ভব নয়। সার্বিক দিক বিবেচনায় এনে ''বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে (১৯৯১-২০০১) নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান: একটি বিশ্লেষণ'' শিরোনামে গবেষণা কর্মটি করার তীব্র তাগিদ অনুভব করছি। জানা মতে, এ ধরনের শিরোনামে এবং এ বিষয়ে ইতোপূর্বে কোনো গবেষণা হয় নি। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের চিত্র সম্বলিত গবেষণা কর্মটি সরকারি ও বেসরকারী পর্যায়ে প্রামাণ্য দলিল হিসেবে সংগৃহিত হতে পারে বলে গবেষক মনে করে। নারীর আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনে সরকার যুগোপযোগী চাহিদা নিরূপণ করে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। জেন্ডার বিষয়ক গবেষণার এটি হতে পারে এক অনন্য দলিল। নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে এই গবেষণা কর্মটি ভূমিকা রাখবে বলে গবেষক মনে করে।

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা। গবেষণায় সুস্পষ্টভাবে উদ্দেশ্যের সংক্ষিপ্ত অথচ সুস্পষ্ট বিবরণ থাকা উচিত। কোনো গবেষণায় একটি মাত্র উদ্দেশ্য থাকতে পারে। আবার একাধিক উদ্দেশ্যও থাকতে পারে। এই গবেষণা কর্মটিতে দুই ধরনের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। একটি বিশেষ উদ্দেশ্য অপরটি সাধারণ উদ্দেশ্য। সাধারণ উদ্দেশ্য একাধিক। গুরুত্ব অনুযায়ী ক্রমানুসারে সাধারণ উদ্দেশ্যসমূহের উল্লেখ করা হয়েছে।

বিশেষ উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে (১৯৯১-২০০১) নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ করা।

সাধারণ উদ্দেশ্য

(ক) বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত ও সাধারণ আসনে নারী প্রতিনিধিত্বের ধরন চিহ্নিতকরণ;

(খ) সংসদের কার্যক্রমে তাঁদের অংশগ্রহণের হার নিরূপণ;

(গ) নারী প্রতিনিধিদের প্রতি পুরুষ সহকর্মীদের মনোভাব বিশ্লেষণ;

(ঘ) জাতীয় সংসদ অথবা সংসদের বাইরে নারী সদস্যদের মতামতের গুরুত্ব চিহ্নিতকরণ;

(ঙ) বিশ্বে ও বাংলাদেশে ভোটাধিকার অর্জনের জন্য নারীদের সংগ্রাম তুলে ধরা;

(চ) ১৯৯১ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত সময়কালে জাতীয় সংসদের নারী প্রতিনিধি কর্তৃক গৃহীত যেসকল পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তার একটি বিবরণ;

(ছ) জাতীয় সংসদে নারী সদস্যদের ভূমিকা;

(জ) নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর উন্নয়ন ও নারী ইস্যুতে তাদের কার্যকলাপের মূল্যায়ন;

(ঝ) জাতীয় সংসদের সাধারণ আসন ও সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যদের ক্ষমতা বা দৈনিন্দিন কার্যক্রমের তুলনামূলক পার্থক্য নির্ণয়।

১.৪ গবেষণা পদ্ধতি

সাধারণত কোনো বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে নিয়ম মাফিক সুশৃংখল পুন অনুসন্ধানই হলো গবেষণা। এটি হলো কাঠামোবদ্ধ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া। গবেষণা এমন একটি বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি যার মাধ্যমে কোনো বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ ও সঠিক তথ্য আহরণ করা যায়। এটি জ্ঞানের ক্ষেত্রেও নতুন দিকের উন্মোচন করে। নতুন নতুন তত্ত্ব ও তথ্যের মাধ্যমে প্রদত্ত জ্ঞানের বিস্তৃতি ঘটায়।

D. Slesinger এবং M. Stephenson এর মতে, ‘‘Research is the manipulation of things. Concepts or Symbols for the purpose of generalizing to extend correct or verify knowledge, Wheather that knowledge aids in construction of theory or in the practice of an art.’’ (Slesinger and Stephenson, 1930, P:330).

গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গবেষণার প্রকৃতি ও ধরন অনুযায়ী গবেষণা পদ্ধতি বিভিন্ন রকমের হতে পারে। কোনো কোনো গবেষণায় একাধিক পদ্ধতি অনুসৃত হয়। অনুসন্ধানের কার্য প্রণালী ও বিষয়বস্তুর আলোকে বর্তমান গবেষণা কর্মটিতে দুই ধরনের গবেষণাপদ্ধতি অনুসরন করা হয়েছে। এগুলো হল- স্বাক্ষাতকার পদ্ধতি এবং বর্ণনামূলক পদ্ধতি।

বর্ণনামূলক পদ্ধতি অনুসন্ধানের বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্য চিহ্নিতকরণে এবং অন্তর্নিহিত তাৎপর্য তুলে ধরার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে। বর্ণনামূলক পদ্ধতি সম্পর্কে একটি সংজ্ঞায় বলা হয়েছে ‘‘ Descriptive method attempts to describe systematically and accurately the facts and characteristics of a given population or area of interest under any faculty’’ (শেখর রায়, ২০১১, পৃষ্ঠা:১১৮)। এ সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে যে, ‘‘The descriptive method deals with a situation that demands the technique of observation as principal means of collecting data. It describes the existing phenomenon’’ (শেখর রায়, ২০১১, পৃষ্ঠা:১১৮)।

প্রাপ্ত তথ্যের গুনগতমান বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশর জাতীয় সংসদে নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। সারণি ও রেখাচিত্রের মাধ্যমে গবেষণা কর্মটিতে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

এই গবেষণা কর্মটিতে নারী প্রতিনিধিদের আর্থ- সামাজিক অবস্থা নির্ণয়ের চলক/সূচক হিসেবে শিক্ষা, বাসস্থান, পারিবারিক ঐতিহ্য, পেশা, বৈবাহিক অবস্থা, ধর্মীয় প্রেক্ষাপট, সংগঠনগত সম্পৃক্ততা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গবেষণায় ব্যবহৃত চলকগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। যেমন শিক্ষার মাত্রা ও পরিধি অনুযায়ী সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যক্তির পেশা ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্ধারিত হয়। তেমনি পেশা এবং অর্থনৈতিক

অবস্থা ব্যক্তিকে সামাজিক ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদায় স্থাপন করে। এ ধরনের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নারী প্রতিনিধিত্বের নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত কাঠামোয় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক।

জালাল ফিরোজ বলেন, ''Social-economic and political background is one the major factors that strongly determine the behavior of political personalities'' (Jalal Firoj, 2007, P:14).

১.৫ চলক নির্ধারণ

ক) **নির্ভরশীল চলক:** এই গবেষণাকর্মটিতে নির্ভরশীল চলক হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে পঞ্চম ও সপ্তম সংসদে নারী প্রতিনিধিদের আর্থ সামাজিক অবস্থা।

খ) **অনির্ভরশীল চলক:** উক্ত গবেষণায় অনির্ভরশীল চলক হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে পঞ্চম ও সপ্তম সংসদে নারী প্রতিনিধিদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, পেশাগত অবস্থান, ধর্মীয় অবস্থান, পারিবারিক কাঠামো, ছাত্র রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ততা এবং পরিবারের জাতীয় রাজনীতি ও স্থানীয় রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ততা।

১.৬ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। গবেষণা কাজে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে জনমত যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে এবং নারী প্রতিনিধিদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার তথ্য অনুসন্ধানে প্রশ্নমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। পুরুষ প্রতিনিধিদের মতামত নেয়া হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে প্রশ্নমালা প্রণয়ন, সাক্ষাতকার গ্রহণ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, জাতীয় সংসদ সচিবালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত সরকারি আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, গেজেট বিবরণী, জাতীয় সংসদের কার্যবিবরণী, নির্বাচনকমিশন কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন গেজেট, নির্বাচনী আইন, নির্বাচনী ফলাফল গেজেট, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে সংরক্ষিত নারী অধিকার ও উন্নয়ন সংক্রান্ত দলিল, জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রে সংরক্ষিত নারী উন্নয়নমুখী বিভিন্ন সনদ ও দলিল থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

মাধ্যমিক পর্যায়ে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি, গণউন্নয়ন গ্রন্থাগার, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গ্রন্থাগার, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, স্টেপস্ টুয়ার্ডস্ ডেভেলপমেন্টসহ বিভিন্ন এনজিও, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা থেকে দেশী বিদেশী লেখক কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ, জার্নাল, পত্রিকা এবং বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে তথ্য সংগৃহিত হয়েছে। তথ্য সংগ্রহে বিভিন্ন সেমিনারে পঠিত পেপার, গবেষণাপত্র ও ওয়েব সাইট- এর সাহায্য নেয়া হয়েছে।

১.৭ গবেষণায় অনুমিত সিদ্ধান্ত

প্রাকানুমান (hypothesis) বলতে এমন এক প্রস্তাবনাকে বুঝায় যা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই অনুমান করা যায় এবং এর উপর ভিত্তি করে ঘটনা পর্যবেক্ষণ ও সমীক্ষণ দ্বারা উক্ত প্রস্তাবনা গ্রহণযোগ্য কিনা তা নির্ধারণ করা হয়। গবেষণায় সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক ও অস্থায়ী ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্তকে প্রাকানুমান বা অনুমান বলা হয়। গবেষণা করার পূর্বেই গবেষক পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়টির সমস্যার প্রকৃতি, পরিধি, কারণ, প্রভাব এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে সাময়িকভাবে অনুমাননির্ভর একটি ধারণায় উপনীত হন বলে প্রাকানুমানকে অনুমিত সিদ্ধান্ত বলা হয়। সন্তোষ গুপ্ত বলেন, ‘‘প্রকল্প হচ্ছে জ্ঞান ও তত্ত্ব থেকে উৎসারিত আপাত স্থিরকৃত ধারণা যা অজানা তথ্য ও তত্ত্ব অনুসন্ধানে গাইড হিসেবে ব্যবহৃত হয়’’ (Santosh Gupta,1993, P:64).

Salahuddin M. Aminuzzaman. এর মতে, ‘‘Hypothesis is a projected statement to empirical test. It is a tentative generalization, the validity of which has got to be tested’’ (Salahuddin M.Aminuzzaman, 1997, P:56)

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জনপ্রতিনিধি, জেন্ডার বিশেষজ্ঞ, সুশীলসমাজ, বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার নারী-পুরুষের সঙ্গে আলাপচারিতা এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকাশনা, গবেষণাকর্ম পর্যালোচনাপূর্বক গবেষণায় কিছু অনুকল্পসমূহ গৃহীত হলো। এগুলো নিম্নরূপ:

(ক) বেশ কিছু সংখ্যক নারী প্রতিনিধির উত্তরাধিকার সূত্রে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আগমন।

(খ) সাধারণ ও সংরক্ষিত আসনে মনোনয়ন দান অনেক ক্ষেত্রেই নারীর উচ্চ আর্থ-সামাজিক অবস্থা, কেন্দ্রীয় নেতাদের সাথে আত্মীয়তা এবং লবিংয়ের উপর নির্ভরশীল।

(গ) জাতীয় সংসদের অধিকাংশ নারী নেতৃত্ব ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত নয়।

(ঘ) নারী নেত্রীদের বেশির ভাগই ধনীক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

(ঙ) জাতীয় সংসদের নারী নেতৃত্বের তৃণমূলে গ্রহণযোগ্যতা বা প্রভাব কম।

(চ) জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের পেশাগত সফলতা নেই।

(ছ) সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সাধারণ আসনে নির্বাচিত নারী সদস্যদের চেয়ে কম।

১.৮ অধ্যায়ভিত্তিক পরিকল্পনা

''বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে (১৯৯১-২০০১) নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান: একটি বিশ্লেষণ''- শীর্ষক গবেষণাকর্মটিকে মোট সাতটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। অধ্যায়গুলো স্বতন্ত্র কিন্তু পারস্পারিক সম্পর্কযুক্ত। নিম্নে অধ্যায়সমূহ সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়া হ'ল:

গবেষণা প্রস্তাব ও কাঠামোগত দিক

এ অধ্যায়ে গবেষণার উদ্দেশ্য চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণার যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়েছে। গবেষণা পদ্ধতি, তথ্য সংগ্রহের কৌশল ও পদ্ধতি, প্রাসঙ্গিক গ্রন্থের পর্যালোচনা করা হয়েছে এ অধ্যায়ে। এছাড়া এ অধ্যায়ে গবেষণার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতারও উল্লেখ করা হয়েছে ।

জাতীয় সংসদ ও নারী প্রতিনিধিত্ব

এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ঐতিহাসিক বিবর্তন আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান জাতীয় সংসদের গঠন, সদস্যদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা ও তাঁদের কার্যক্রম তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া এ অধ্যায়ে সাধারণ ও সংরক্ষিত আসনে নারী সদস্যদের নির্বাচন পদ্ধতি ও বিভিন্ন সংসদে নারী সদস্যদের অবস্থান উল্লেখ করা হয়েছে।

নারীর ভোটাধিকার ও আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব অর্জন: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ ও বিশ্ব প্রেক্ষাপট

এ অধ্যায়ে বিশ্ব প্রেক্ষাপটে নারী আন্দোলন, পার্লামেন্টে তাঁদের অন্তর্ভুক্তি, বৈশ্বিক পর্যায়ে নারীদের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ এবং তাঁদের প্রতিনিধিত্বের ধরন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ভোটাধিকার আন্দোলন, ভোটাধিকার অর্জন এবং আইনসভায় প্রতিনিধি হিসেবে তাঁদের অন্তর্ভুক্তির ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত নারীদের ভোটাধিকারের চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে এ অধ্যায়ে।

সংসদে নারী প্রতিনিধিত্বের কার্যক্রম

এ অধ্যায়ে সংসদ ও নির্বাচনী এলাকায় সাধারণ ও সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারীদের কার্যক্রমের বিবরণ থাকবে । কার্যক্ষেত্রে তাঁদের সীমাবদ্ধতাও আলোচিত হয়েছে। নারী ও পুরুষ প্রতিনিধিদের বৈষম্যের বিষয়টি তুলা ধরা হয়েছে এ অধ্যায়ে।

পঞ্চম জাতীয় সংসদে (১৯৯১) নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ

এই অধ্যায়ে ১৯৯১ এর পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সপ্তম জাতীয় সংসদে (১৯৯৬) নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ

এই অধ্যায়ে ১৯৯৬ এর সপ্তম সংসদের নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা তুলে ধরা হবে। উল্লেখ্য যে, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ এর স্বল্পকালীন সংসদে (৬ষ্ঠ) নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। শুধুমাত্র ১৯৯৬ এর সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ করা হয়েছে ।

সুপারিশমালা ও উপসংহার

এ অধ্যায়ে গবেষণার সামগ্রিক বিষয় পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে গবেষক কর্তৃক প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা তুলে ধরা হয়েছে এবং সবশেষে একটি উপসংহার রয়েছে।

১.৯ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

প্রত্যেক গবেষণাতেই কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। এ গবেষণাতেও বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। বাংলাদেশের পঞ্চম জাতীয় সংসদ থেকে সপ্তম জাতীয় সংসদ পর্যন্ত (১৯৯১ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত) স্বল্পসংখ্যক নারী প্রতিনিধি থাকা সত্ত্বেও তাঁদের সকলের সাথে যোগাযোগ করে নারী প্রতিনিধিদের নিজস্ব বক্তব্য গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম জাতীয় সংসদের সংসদ নেতা ও বিরোধী দলীয় নেতা উভয়েই নারী। এর মধ্যে একজন নবম ও দশম জাতীয় সংসদ নেতা এবং অন্যজন নবম সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা ছিলেন। এই উভয় নেতারই রাজনৈতিক ব্যস্ততা এবং বিভিন্ন সংকটের কারণে এ গবেষণার জন্য তাঁদের মতামত/বক্তব্য অপরিহার্য হওয়া সত্ত্বেও অনেক চেষ্টা করেও তাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। অনেক নারী প্রতিনিধির নিজ রাজনৈতিক দলের বাইরে বক্তব্য দেয়ার প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। ফলে প্রকৃত সত্য উদঘাটন করা দুরূহ ছিল । এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে নারী প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার প্রদানেও অনীহা দেখা যায়। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিদের ধারাবাহিক প্রতিবেদন সংগ্রহ করাও ছিল কষ্টকর । উল্লিখিত বিষয়গুলোই বর্তমান গবেষণার সীমাবদ্ধতা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ।

১.১০ প্রাসঙ্গিক গ্রন্থের পর্যালোচনা

গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রাসঙ্গিক গ্রন্থের পর্যালোচনা। নিম্নে এ ধরনের কয়েকটি প্রাসঙ্গিক গ্রন্থের পর্যালোচনা করা হল:

Jalal Firoj রচিত 'Women in Bangladesh Parliament' (Firoj,2007) নামক গবেষণামূলক গ্রন্থটিতে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের নারী প্রতিনিধিদের সামাগ্রিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে ৫ম এবং ৭ম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া গ্রন্থটিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণের অপরিহার্যতা, বিভিন্ন তাত্ত্বিক মতামত, সাধারণ ও সংরক্ষিত আসনে নারী প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের ধরন ও প্রকৃতিসহ সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে। উক্ত গ্রন্থটিতে নারী প্রতিনিধিদের কার্য পরিবেশ, তিক্ত অভিজ্ঞতা, কমিটি ব্যবস্থা, নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় তাঁদের সীমিত ও অলংকারিক ভূমিকার আলোকে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিদের প্রান্তিক অবস্থান এবং সীমিত কার্যক্রমের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও গ্রন্থটিতে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুসংহতকরণের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত

গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী ও পুরুষের ভারসাম্যমূলক অবস্থান ও নারী প্রতিনিধিদের যথার্থ ও প্রকৃত প্রতিনিধিত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

Jahanara Huq, Ishrat Shamim, Najma Chowdhury এবং Hamida Akhtar সম্পাদিত 'Women in Politics and Bureaucracy' (Huq et.al 1995) গ্রন্থটিতে রাজনৈতিক অঙ্গন ও সিভিল সার্ভিসে নারীর সংখ্যাগত ও গুণগত অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। গ্রন্থটির প্রথম অংশে জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকারে নারীর অংশগ্রহণ, প্রতিনিধিত্বের ধরন, জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিদের ভূমিকা, রাজনৈতিক দলে নারীর অবস্থান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতি নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় নারী প্রতিনিধিদের অবস্থান, তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণের প্রতিবন্ধকতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধির বিভিন্ন সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে। গ্রন্থটির দ্বিতীয় অধ্যায়ে সিভিল সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ক্যাডারে নারীদের অবস্থান, তাঁদের প্রশাসনিক দক্ষতা, প্রাপ্ত ও প্রাপ্য সুবিধাদির উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়াও গ্রন্থটিতে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা কাঠামোতে নারীর স্বল্প উপস্থিতি ও দুর্বল অবস্থানের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

মালেকা বেগম রচিত **'নারী মুক্তি আন্দোলন'** (বেগম, ১৯৮৯) নামক গ্রন্থে বিভিন্ন সময়ে আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় কাঠামোয় নারী বৈষম্য এবং অবদমনের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। স্বল্প পরিসরে নারী সম্পর্কে বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নারী সমাজের ভোটাধিকারের জন্য আন্দোলন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে শোষণ-বঞ্চনার ইতিহাস, ধীরে ধীরে অধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নারী মুক্তি আন্দোলনের সূচনা এবং এর বিভিন্ন স্তরসমূহ গ্রন্থটিতে আলোচিত হয়েছে। বিভিন্ন অধিকারের প্লাটফর্ম হিসেবে বিশ্বপ্রেক্ষাপটে নারীর প্রথম ভোটাধিকারের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। ভোটাধিকারের জন্য নারীদের সংগ্রাম এই গ্রন্থটিতে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কিভাবে নারী প্রতিনিধিরা আইন সভায় নির্বাচিত হলেন তার বিবরণও রয়েছে। এছাড়া গ্রন্থটিতে বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে নারী শ্রমিকের ইতিহাস সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

জালাল ফিরোজ রচিত**, 'পার্লামেন্ট কিভাবে কাজ করেঃ বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা'** (ফিরোজ, ২০০৩) শীর্ষক গ্রন্থটি বাংলাদেশের পার্লামেন্টের উপর রচিত। প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের সংসদীয়

শাসনব্যবস্থার রীতিনীতির উৎস হিসেবে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কীভাবে গভর্নরের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান থেকে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের রূপ পরিগ্রহ করেছে তা এ গ্রন্থে বিশ্লেষিত হয়েছে। গ্রন্থটির শেষ অধ্যায়ে বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টে নারীর অবস্থান, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিদের ভূমিকা, সফলতা, সংরক্ষিত আসনের সীমাবদ্ধতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

মো:আব্দুল হালিম রচিত, **'সংবিধান, সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি: বাংলাদেশ প্রসঙ্গ'** (হালিম, ১৯৯৫) গ্রন্থে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের যাবতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ আলোচনার ফলে জাতীয় সংসদের (আইনসভা) নারী প্রতিনিধিদের ভূমিকা চিহ্নিত করা সহজ হয়েছে। এই গ্রন্থটি নারী প্রতিনিধিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আল মাসুদ হাসানুজ্জামান সম্পাদিত, **'বাংলাদেশের নারী: বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ'** (হাসানুজ্জামান,২০০২) শীর্ষক গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে জেন্ডার থেকে শুরু করে নারী অধিকার, রাজনীতি, মৌলবাদ, গণতন্ত্র, লিঙ্গ বৈষম্য, নারীর প্রতি সহিংসতা থেকে শুরু করে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতিতে নারীর অবস্থান বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বহু মাত্রায় বর্ণিত গ্রন্থটি গবেষণাকে ত্বরান্বিত করবে।

Ranjana Kumari এবং Anju Dubey রচিত 'Women Parliamentarians: A Study in the Indian Context' (Kumari and Dubey, 1994) গ্রন্থে ভারতীয় জাতীয় সংসদের নারী প্রতিনিধিদের শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে।

মালেকা বেগম রচিত **'সংরক্ষিত মহিলা আসন: সরাসরি নির্বাচন'** (বেগম, ২০০০) নামক গ্রন্থটি বাংলাদেশের আইনসভা হিসেবে জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের উপর রচিত। গ্রন্থটিতে বাংলাদেশের নারীর রাজনৈতিক অধিকার ও অবস্থান অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও গ্রন্থটিতে বাংলাদেশের নারীর ভোটাধিকার আন্দোলন, নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অধিকার অর্জনের ইতিহাস, জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় পর্যায়ে সংরক্ষিত আসনে পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে নারীর প্রান্তিক অবস্থান, বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন দেশে কোটা পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

ফরিদা আক্তার সম্পাদিত **'সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন'** (আক্তার, ১৯৯৯) গ্রন্থটির দু'টি অধ্যায় যথাক্রমে জাতীয় সংসদ ও ইউনিয়ন পরিষদে নারী প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কিত। প্রথম অধ্যায়ে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন প্রশ্নে বিভিন্ন নারী সংগঠনগুলোর দাবি এবং সুশীল সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের অভিজ্ঞতা বিষয়ে নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধি এবং প্রার্থীদের মত বিনিময়ের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

ড. আব্দুল কুদ্দুস ও জহিরুল হক শাকিল রচিত **'বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর ক্ষমতায়ন: সমস্যা ও সম্ভাবনা'** (কুদ্দুস ও শাকিল, ২০০৩) শীর্ষক গ্রন্থটি একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ। তৃণমূল পর্যায়ে হতে সংগৃহিত তথ্যের আলোকেই বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এছাড়া গ্রন্থটিতে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর ক্ষমতায়নের সুপারিশমালাও পেশ করা হয়েছে।

সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান সম্পাদিত **'নারীর ক্ষমতায়ন: রাজনীতি ও আন্দোলন'** (হোসেন ও মাসুদুজ্জামান, ২০০৩) গ্রন্থটিতে রাজনীতি ও বিভিন্ন আন্দোলনে নারীর সম্পৃক্ততার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। এই গ্রন্থে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক তথা নারীর ক্ষমতায়নের বহুমাত্রিক দিক আলোচিত হয়েছে। এই গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে নারীর সঙ্গে সমাজ ও ক্ষমতায়নের পাশাপাশি ভারতীয় উপমহাদেশে ও পাকিস্তান আমলে সংগঠিত বিভিন্ন আন্দোলনে নারীর সাহসী ভূমিকার কথা আলোচিত হয়েছে।

নাজমা চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত **'নারী ও রাজনীতি'** (চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত, ১৯৯৪) গ্রন্থে রাজনীতিতে পুরুষ কেন্দ্রীকতা এবং নারীর সীমিত পরিসরে অংশগ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থের কয়েকটি প্রবন্ধে নারীর প্রান্তিক অবস্থান এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের সম্ভাবনা সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।

Rehman Sobhan রচিত *Planning and Public Action for Asian Women* (Sobhan, 1992) গ্রন্থে নারীর ব্যাপকহারে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং ক্ষমতার পরিমন্ডলে অবস্থানের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে।

আলতাফ পারভেজ রচিত **'বাংলাদেশের নারীঃ একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ'** (পারভেজ, ২০০০) গ্রন্থে নারী ও রাজনীতির কোটা ব্যবস্থা থেকে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রশাসনে নারী, নারী আন্দোলন, নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১.১১ উপসংহারঃ

দীর্ঘদিনের ঐতিহাসিক পরিক্রমায় বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। ঘটনাবহুল এ জাতীয় সংসদের কার্যধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এখানে নারী ও পুরুষ সংসদ সদস্যদের অবস্থান কখনই ভারসাম্যমূলক ছিল না। যদিও সংবিধানে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রসহ সকল স্তরে নারী পুরুষের সমতা স্থাপনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। জাতীয় সংসদে নারীদের অংশগ্রহণের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, অনেক ক্ষেত্রেই উত্তরাধিকার সূত্রে রাজনীতিতে তাদের আগমন ঘটেছে। তাদের অর্থ-সামাজিক অবস্থা রাজনীতিতে কিংবা জাতীয় সংসদে সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে একটি অন্যতম প্রধান উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। কখনও বা ব্যক্তি ইমেজ ও সামাজিক ক্ষেত্রে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান জাতীয় সংসদে সদস্য হওয়ার একটি নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে নারী সংসদ সদস্যগণ প্রত্যাশিত ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেনি। স্বাধীনতার ৪০ বছর পার হলেও বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারী সদস্যদের সংখ্যাগত অবস্থান খুবই নগণ্য ও প্রান্তিক। সংরক্ষিত আসনে এই সংখ্যা পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন সংশোধনীর মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে ১৫,৩০,৪৫ সংখ্যা থেকে বর্তমানে ৫০ টিতে উন্নীত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনয়নের মাধ্যমে সরাসরি নির্বাচনে খুব কম সংখ্যক নারী প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়ার ফলে স্বল্প সংখ্যক নারী সংসদ সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছেন। এক্ষেত্রে নবম জাতীয় সংসদের ইতিহাস অনেকটা সমৃদ্ধ। এ সংসদে সরকার প্রধান, বিরোধীদলীয় নেত্রী, সংসদ উপনেতা এবং ছয়জন নারীর মন্ত্রিসভায় প্রতিনিধিত্ব নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক দিক। কিন্তু এটি রাজনীতি কিংবা সংসদে নারীদের অবস্থানকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করেনি। নারী প্রতিনিধিদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও কার্যকর ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন এবং রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রত্যাশিত সংখ্যায় নারীদের সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন না দিলে জাতীয় সংসদ কখনই প্রতিনিধিত্বমূলক এবং কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে না। প্রকৃত সংসদীয় গণতন্ত্রে আইনসভায় নারীদের যথার্থ ও কার্যকারিতার স্বার্থে প্রতিনিধিত্বের দ্বার উন্মুক্ত করে দিতে হবে।

Reference:

Aminuzzaman, S. M, *Introduction to Social Research,* Dhaka: Bangladesh Publishers,1997.

Firoj, J. *Women in Bangladesh Parliament*, Dhaka: A.H. Development Publishing House, 2007.

Gupta, S. *Research Methodology and Statistical Technique,* New Delhi: Deep and Deep Publications, 1993.

Huq, J. et, al, (eds.), *Women in Politics and Bureaucracy,* Dhaka: Women for Women, 1995.

Kumari, R. and Dubey, A. *Women Parliamentarians: A Study in the Indian context*, New Delhi: HAR-Ananda Publications,1994.

Sobhan, R**.** *Planning and Public Action for Asian Women,* Dhaka: UPL,1992.

Slesinger, D. and Stephenson,M. *Encyclopedia of Social Science*, 1930.

আক্তার, ফরিদা সম্পাদিত, *সংরক্ষিত আসন: সরাসরি নির্বাচন*, ঢাকা: নারীগ্রন্থ প্রবর্তণা, , ১৯৯৯।

কুদ্দুস, আব্দুল ও শাকিল জহিরুল হক, *বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর ক্ষমতায়ন: সমস্যা ও সম্ভাবনা*, ঢাকা: বাতায়ন প্রকাশনা, ২০০৩।

চৌধুরী, নাজমা ও অন্যান্য সম্পাদিত, *নারী ও রাজনীতি*, ঢাকা: উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৪।

পারভেজ, আলতাফ, *বাংলাদেশের নারী: একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ*, ঢাকা: জন অধিকার,২০০০।

ফিরোজ, জালাল, *পার্লামেন্ট কিভাবে কাজ করে: বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা*, ঢাকা: নিউ এন্ড পাবলিকেশন্স, ২০০৩।

বেগম, মালেকা, *সংরক্ষিত মহিলা আসন: সরাসরি নির্বাচন*, ঢাকা: অন্য প্রকাশ, ২০০০।

হাসানুজ্জামান, আল মাসুদ, *বাংলাদেশের নারী: বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ* ঢাকা: ইউপিএল, ২০০২।

হালিম, আব্দুল, *সংবিধান, সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি: বাংলাদেশ প্রসঙ্গ*, ঢাকা:১৯৯৫।

হোসেন, সেলিনা ও মাসুদুজ্জামান সম্পাদিত, *নারীর ক্ষমতায়ন: রাজনীতি ও আন্দোলন*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৩।

রায়, সুধাংশু শেখর, *বাংলাদেশের মফস্বল (স্থানীয়) সংবাদপত্রের সমস্যা ও বিকাশ: একটি সমীক্ষা*, সামাজিক বিজ্ঞান পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ, পার্ট-ডি, খন্ড ৫, সংখ্যা ৫, ২০১১।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

জাতীয় সংসদ ও নারী প্রতিনিধিত্ব

২.১ ভূমিকা

জনপ্রতিনিধিত্বশীল সংস্থা হিসেবে আইনসভার উত্থানের ইতিহাস বেশ পুরাতন। মূলত বিশ্বে স্বৈরাচারী রাজাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও আন্দোলনের প্রাপ্ত ফলাফল হলো জনগণের অধিকার প্রাপ্তি ও গণসংগঠনের উৎপত্তি। এই গণসংগঠনের অবয়বটি বিভিন্নভাবে গণদাবিগুলো ধারন করে, রূপান্তরশীল সমাজের চাহিদা পূরণ করে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সংস্থায় পরিণত হয়। এই জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থাটি 'আইনসভা' হিসেবে আখ্যায়িত। জননির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা এই সংস্থাটি গঠিত হয় বলে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সংস্থা হিসেবে পরিগণিত হয়। ব্রিটিশ আইনসভা হলো জনপ্রতিনিধিত্বশীল আইনসভার প্রথম ও প্রধান সূতিকাগার। পরবর্তীতে বিভিন্ন দেশে এর অনুসরণ হয়েছে।

২.২ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ক্রমবিকাশ

প্রাচীন বাংলার স্বশাসিত স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের বিবর্তিত রূপ হচ্ছে জাতীয় সংসদ। প্রাচীন ভারতে রাজকার্যে সহায়তকারী ও পরামর্শসভা হিসেবে এসব সংগঠনের কাজ করার নজির রয়েছে। তৎকালীন সময়ে রাজার কার্যে সহায়তা, পরামর্শদান এবং রাজকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হওয়ায় এটি প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থায় পরিণত হতে পারেনি। ব্রিটিশ শাসনামলের অনেকটা সময়ও এটি ব্রিটিশরাজের প্রভাবাধীন ও সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের রূপে আর্বিভুত হয়। ১৮৬১ সালের ভারতশাসন আইনের অধীনে প্রথমবারের মত সর্বভারতীয় পর্যায়ে কেন্দ্রীয়ভাবে এবং প্রাদেশিক পর্যায়ে ছোট আকারের আইন পরিষদ গঠিত হয়। (হারুন-অর-রশিদ,ফেব্রুয়ারি, ২০১২, পৃ: ৭)।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভায় সকল সদস্যই ছিলো ব্রিটিশ রাজকর্তৃক মনোনীত। এককভাবে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভুত ছিলো গভর্নর জেনারেল ও গভর্নরের হাতে। এসময় কেবল আইনসভার অবকাঠামোটি গড়ে উঠেছিলো মাত্র। এর একত্রিশ বছর পর ১৮৯২ সালে প্রণীত ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে আইনসভার কাঠামোগত ও পদ্ধতিগত পরিবর্তন সাধিত হয় যার মধ্যে ছিলো আইনসভায় সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি, মনোনয়ন ব্যবস্থা প্রবর্তন ইত্যাদি। ১৮৯২ সালের আইনে গঠিত এই

আইনসভার সদস্যরা বিভিন্ন প্রশাসনিক ও বাজেট বিষয়ক আলোচনার সুযোগ পায়। তবে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ, সরকারের বিরোধীতা কিংবা সমালোচনার সুযোগ ছিলনা। এর সাতাশ বছর পর ১৯০৯ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত মর্লি–মিন্টু সংস্কার আইনে এটিকে প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থায় পরিণত করার অবয়ব দেয়ার চেষ্টা করা হয়। মুসলমানদের পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা, ভারতীয়দের আইনসভায় অন্তর্ভুক্তি, জনস্বার্থ বিষয়ের উপর প্রস্তাব পেশ এবং বাজেটের উপর সমালোচনা করার অধিকার প্রদানের মাধ্যমে।

বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ, জনদাবি এবং সাংবিধানিক সংস্কারের তাগিদের প্রয়াসে ১৯১৯ সালে প্রণীত হয় আর একটি ভারত শাসন আইন যা মন্টেগু চেমস্‌ফোর্ড আইন নামে আখ্যায়িত এবং যার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিলো কেন্দ্রে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট এবং প্রদেশে এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার প্রবর্তন। অন্যান্য যে বিষয়গুলো প্রাধ্যান্য পেয়েছে এই আইনে তা হলো: সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন, কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতাবন্টন ইত্যাদি। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় চারটি নির্বাচন (১৯২০-২১, ১৯২৩, ১৯২৬ এবং ১৯২৯) যা আইনসভাকে জনপ্রতিনিধিত্বশীল কাঠামোতে রূপান্তরিত করে। তবে কার্যকারিতার ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিত্বশীল হয়ে উঠতে পারেনি ব্রিটিশরাজের কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বমূলক ভুমিকার কারণে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে আইনসভায় কাঠামোতে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার জন্য প্রযোজ্য উপাদানগুলো সংযোজিত হয়েছিলো। এগুলো হলো, প্রদেশসমূহে রাজনৈতিক দলব্যবস্থা, প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন, সংসদীয় নেতা, সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা, মন্ত্রিসভা, স্পিকার, প্রশ্ন-উত্তর পর্ব, কার্যকর বিতর্ক ইত্যাদি।

তবে এইসব গণতান্ত্রিক রাজনীতি চর্চার সুযোগ ছিলনা। আইনসভার উপর বৃটিশ কর্তৃত্বের প্রভাব তখনও বিরাজমান। সর্বজনীন ভোটাধিকার তখনও স্বীকৃত হয়নি। ১৯০৯ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত আইনসভার সদস্যরা সীমিত সংখ্যক ভোটার (আর্থিক অবস্থা, সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তির ভিত্তিতে ভোটার হওয়ার যোগ্যতা নির্ধারিত হতো) দ্বারা নির্বাচিত হতেন (ফিরোজ, ২০০৩, পৃ:২০)। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে প্রণীত ভারত শাসন আইনে ভারতীয়দের অন্তর্ভুক্তি ঘটলেও নারীদের প্রবেশাধিকার আইনসভায় ছিলনা, ছিলনা ভোটাধিকারও। বিভিন্ন দাবি ও আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ১৯২১ সালে নারীর ভোটাধিকার মঞ্জুর হয় । এই ভোটাধিকার ছিলো শর্তসাপেক্ষে, যার মধ্য অন্তর্ভুক্ত ছিল ২১

বৎসর বয়স এবং বিবাহিত হওয়ার বিধান। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন দ্বারা সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রথমবারের মত নারীরা প্রাদেশিক আইন পরিষদে সদস্য হওয়ার সুযোগ পায়। পাকিস্তানের শাসনামল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মুসলিম লীগের একচেটিয়া স্বৈরাচারী কর্তৃত্ববাদী শাসন প্রক্রিয়া, বিরোধী দলের উপর দমন-পীড়ন, সামরিক শাসন, পূর্ব-পশ্চিম বৈষম্যমূলক নীতি, আইনসভায় কার্যকারিতা বাধাগ্রস্থ করে। পাকিস্তানি শাসনামলে নারীদের রাজনীতিতে প্রবেশাধিকার ছিল সীমিত। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম সরকার গঠন পরবর্তী বিভিন্ন বামপন্থী উগ্রগোষ্ঠীর চোরাগুপ্তা হামলা, সহিংসতা, সামরিক শাসন, বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়ার নামে প্রহসনমূলক নির্বাচন, এরশাদের স্বৈরাচারী শাসন ইত্যাদি বিষয়গুলো পার্লামেন্টকে রাবার স্টাম্পে পরিণত করে । ১৯৯০ এর গণঅভ্যুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত এ ধারা বজায় থাকে। ১৯৯০' পরবর্তী অর্থাৎ পঞ্চম সংসদ থেকে নবম সংসদ পর্যন্ত বাংলাদেশের আইনসভার ইতিহাসে নতুন মাত্রা যোগ হয়। এ সময়ে সংসদীয় সরকার গঠিত হয় এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীতে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে অন্তবর্তীকালীন সরকার ব্যবস্থা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সংসদকে কার্যকর রাখার ক্ষেত্রে কমিটি ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা, কমিটিতে নারী সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি, স্বাধীন সংসদ সচিবালয় গঠন, বিরোধী দলীয় সদস্যকে কমিটির সভাপতি করা, মন্ত্রীদের কমিটির সভাপতি না করা, সংসদ অধিবেশন সরাসরি সম্প্রচার, প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব ইত্যাদি বিষয়গুলো বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। তবে নবপ্রেক্ষাপটে সংসদীয় গণতন্ত্র তার সংগঠিত মাত্রায় বিকাশিত হতে পারেনি। বড় দল দুটোর মধ্যকার আস্থার ও পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধের অভাব, দলীয় রাজনীতির প্রতি অন্ধআনুগত্য। দল দুটোর পরস্পরের প্রতি অসংসদীয় বাক্য প্রয়োগ, সরকারের অযাচিত সমালোচনা, বিরোধী দলের উপর দমন-পীড়ন, সংসদ বর্জন ও সংসদে দীর্ঘকালীন অনুপস্থিতি ইত্যাদি বিষয়গুলো বাংলাদেশের সংসদীয় শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষময় বিকাশধারাকে ক্ষুণ্ন করেছে।

২.৩ জাতীয় সংসদের গঠন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চম ভাগে আইন সভার গঠন সম্পর্কে বলা হয়েছে। সংসদ সম্পর্কিত পরিচ্ছেদের অনুচ্ছেদ ৬৫ এর (১) নম্বর ধারায় বর্ণিত আছে যে, "জাতীয় সংসদ" নামে বাংলাদেশের একটি সংসদ থাকিবে এবং এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা সংসদের উপর ন্যস্ত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সংসদের আইন দ্বারা যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে আদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন বা আইনগত কার্যকারিতাসম্পন্ন অন্যান্য চুক্তিপত্র
প্রণয়নের ক্ষমতার্পণ হইতে এই দফার কোন কিছুই সংসদকে নিবৃত্ত করিবে না।

(২) একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাসমূহ হইতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনানুয়ায়ী নির্বাচিত তিনশত সদস্য লইয়া এবং অনুচ্ছেদের (৩) দফার কার্যকারীতাকালে উক্ত দফায় বর্ণিত সদস্যদিগকে লইয়া সংসদ গঠিত হইবে; সদস্যগণ সংসদ-সদস্য বলিয়া অভিহিত হইবেন। (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ২০০৮)।

২.৩ (১) সংসদ সদস্যদের নির্বাচিত হবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চম ভাগে সংসদ সদস্যদের নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা সম্পর্কে বলা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ৬৬ এর (১) নম্বর ধারায় বর্ণিত আছে যে, কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হইলে এবং তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইলে এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে তিনি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ-সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ-সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন না,যদি

(ক) কোন উপযুক্ত আদালত তাঁহাকে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা করেন;

(খ) তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন;

(গ) তিনি কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেন কিংবা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা বা স্বীকার করেন;

(ঘ) তিনি নৈতিকস্খলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অনূন্য দুই বৎসরের কারাদন্ডে দন্ডিত হন এবং তাঁহার মুক্তিলাভের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ২০০৮)।

২.৩ (২) নারী সংসদ-সদস্য সম্পর্কিত সাংবিধানিক বিধান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চম ভাগে নারী সংসদ-সদস্য সম্পর্কিত সাংবিধানিক বিধান সম্পর্কে বলা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ৬৫ এর (৩) ধারায় বর্ণিত আছে যে, "সংবিধান (চর্তুদশ সংশোধন) আইন, ২০০৪ প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে শুরু করিয়া দশ বৎসরকাল অতিবাহিত হইবার অব্যবহিত পরবর্তীকালে সংসদ ভাঙ্গিয়া না যাওয়া পর্যন্ত পঁয়তাল্লিশটি আসন কেবল মহিলা সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাহারা আইনানুয়ায়ী পূর্বোক্ত সদস্যদের দ্বারা সংসদে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হইবেন:
তবে শর্ত থাকে যে, এ দফায় কোন কিছুই এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন কোন আসনে কোন মহিলার নির্বাচন নিবৃত্ত করিবে না" (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ২০০৮)।

২.৪ বাংলাদেশের বিভিন্ন সংসদে নারী সদস্য: সাধারণ আসন

স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো ১৯৭৩ সালে। প্রথম জাতীয় সংসদে সাধারণ আসনে কোনো নারী সদস্য ছিলেন না।

জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৯ সালে। এ নির্বাচনে বিএনপি থেকে ১জন নারী সদস্য সাধারণ আসনে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

জাতীয় সংসদের তৃতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৬ সালে। এ নির্বাচনে মোট ৫জন নারী সদস্য সাধারণ আসনে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এদের মধ্যে জাতীয় পার্টি থেকে ৪জন এবং আওয়ামী লীগ থেকে ১জন সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

জাতীয় সংসদের চতুর্থ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৮ সালে। এ নির্বাচনে মোট ৪জন নারী সদস্য সাধারণ আসনে নির্বাচিত হয়েছিলেন । ৪জন সদস্যই জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

জাতীয় সংসদের পঞ্চম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯১ সালে। এ নির্বাচনে মোট ৫জন নারী সদস্য সাধারণ আসনে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ৪জন সদস্য আওয়ামী লীগ থেকে এবং ১জন সদস্য বিএনপি থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

জাতীয় সংসদের ষষ্ঠ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৬ সালে। এ সংসদের মেয়াদ ছিল মাত্র কয়েকটি দিন। এ নির্বাচনে মোট ৩জন নারী সদস্য সাধারণ আসনে নির্বাচিত হয়েছিলেন। সাধারণ আসনে নির্বাচিত ৩জন সদস্যই ছিলেন বিএনপি দলীয়।

জাতীয় সংসদের সপ্তম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৬ সালে। এ নির্বাচনে মোট ৮জন নারী সদস্য সাধারণ আসনে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ৩জন সদস্য আওয়ামী লীগ, ৩জন সদস্য বিএনপি এবং ২জন সদস্য জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

জাতীয় সংসদের অষ্টম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০০১ সালে। এ নির্বাচনে মোট ৬ জন নারী সদস্য সাধারণ আসনে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ৩জন সদস্য বিএনপি, ২জন সদস্য আওয়ামী লীগ এবং ১জন সদস্য জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

জাতীয় সংসদের নবম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০০৮ সালে। এ নির্বাচনে বাংলাদেশ সৃষ্টির পরে রেকর্ড সংখ্যক নারী সদস্য সাধারণ আসনে নির্বাচিত হন। সাধারণ আসনে নির্বাচিত নারী সদস্য সংখ্যা ছিল মোট ১৯জন। এর মধ্যে ১৫জন আওয়ামী লীগ, ৩জন বিএনপি এবং ১জন সদস্য জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

সারণিঃ ২.১ নিম্নে বাংলাদেশের ১০টি জাতীয় সংসদে সাধারণ আসন থেকে নির্বাচিত নারী সংসদ-সদস্যদের

তালিকা তুলে ধরা হলঃ (নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থেকে গবেষক কর্তৃক সংগৃহিত)।

সংসদ	সন	সদস্যদের নাম	দল
প্রথম	১৯৭৩	কোনো নারী সদস্য ছিলেন না	
দ্বিতীয়	১৯৭৯	সৈয়দা রাজিয়া ফয়েজ	বিএনপি
তৃতীয়	১৯৮৬	মনসুরা মহিউদ্দিন	জাতীয় পার্টি
		হাসিনা বানু শিরিন	ঐ
		লায়লা সিদ্দিকী	ঐ
		হাসনা জসীমউদদ্বীন মওদুদ	ঐ

		শেখ হাসিনা	আওয়ামী লীগ
চতুর্থ	১৯৮৮	মনসুরা মহিউদ্দিন	জাতীয় পার্টি
		মমতা ওয়াহাব	ঐ
		হাসনা জসীমউদদ্দীন মওদুদ	ঐ
		কামরুন নাহার জাফর	ঐ
পঞ্চম	১৯৯১	খালেদা জিয়া	বিএনপি
		শেখ হাসিনা	আওয়ামী লীগ
		সাজেদা চৌধুরী	ঐ
		মতিয়া চৌধুরী	ঐ
		রওশন আরা	ঐ
ষষ্ঠ	১৯৯৬	খালেদা জিয়া	বিএনপি
		খুরশিদ জাহান হক	ঐ
		জাহানারা বেগম	ঐ
সপ্তম	১৯৯৬	শেখ হাসিনা	আওয়ামী লীগ
		মতিয়া চৌধুরী	ঐ
		সালেহা বেগম	ঐ
		খালেদা জিয়া	বিএনপি
		খুরশিদ জাহান হক	ঐ
		মমতাজ বেগম	ঐ
		রওশন এরশাদ	জাতীয় পাটি
		তাসমিমা হোসেন	ঐ
অষ্টম	২০০১	খালেদা জিয়া	বিএনপি
		খুরশিদ জাহান হক	ঐ
		ইলেন ভুট্টো	ঐ
		শেখ হাসিনা	আওয়ামী লীগ

		হামিদা বানু শোভা	ঐ
		রওশন এরশাদ	জাতীয় পাটি
নবম	২০০৮	শেখ হাসিনা	আওয়ামী লীগ
		মতিয়া চৌধুরী	ঐ
		সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী	ঐ
		ডা. দীপু মনি	ঐ
		নিলুফার জাফর উল্যাহ	ঐ
		সারাহ্ বেগম কবরী	ঐ
		সাগুফতা ইয়াসমিন এমিলি	ঐ
		মেহের আফরোজ	ঐ
		সানজিদা খানম	ঐ
		সাহারা খাতুন	ঐ
		রেবেকা মমিন	ঐ
		মন্নুজান সুফিয়ান	ঐ
		হাবিবুন নাহার	ঐ
		মাহাবুব আরা গিনি	ঐ
		সুলতানা তরুণ	ঐ
		খালেদা জিয়া	বিএনপি
		হাসিনা আহমদ	ঐ
		রুমানা মাহমুদ	ঐ
		বেগম মমতাজ ইকবাল	জাতীয় পার্টি
দশম	২০১৪	শেখ হাসিনা	আওয়ামী লীগ
		শিরীন শারমিন চৌধুরী	ঐ
		মাহবুব আরা বেগম গিনি	ঐ
		ইসমাত আরা সাদেক	ঐ
		মন্নুজান সুফিয়ান	ঐ

		জেবুন্নেসা আফরোজ	ঐ
		মতিয়া চৌধুরী	ঐ
		রেবেকা মোমিন	ঐ
		মমতাজ বেগম	ঐ
		সাগুফতা ইয়াসমিন	ঐ
		সাহারা খাতুন	ঐ
		সিমিন হোসেন (রিমি)	ঐ
		মেহের আফরোজ	ঐ
		সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী	ঐ
		ডা: দীপু মনি	ঐ
		আয়েশা ফেরদাউস	ঐ
		রওশন এরশাদ	জাতীয় পাটি
		নাসরিন জাহান রতনা	ঐ
		সালমা ইসলাম	ঐ
		শিরীন আখতার	জাসদ

২.৫ বাংলাদেশের বিভিন্ন সংসদে নারী সদস্য: সংরক্ষিত আসন

প্রথম জাতীয় সংসদ (১৯৭৩-১৯৭৫): ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৬৫(ক) অনুচ্ছেদ বলা হয়েছে- "এই সংবিধান প্রবর্তন হইতে দশ বৎসরকাল অতিবাহিত হইবার অব্যবহিত পরবর্তীকালে সংসদ ভাঙ্গিয়া না যাওয়া পর্যন্ত পনেরটি আসন কেবল মহিলা সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাহারা আইন অনুযায়ী পূর্বোক্ত সদস্যদের (অর্থ্যাৎ সাধারণ আসন থেকে নির্বাচিত সদস্যদের) দ্বারা নির্বাচিত হইবেন" (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান)। এই আইনের দ্বারা প্রথম জাতীয় সংসদে (১৯৭৩-৭৫) ১৫জন মহিলা সদস্য সাধারণ আসনে নির্বাচিত সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হন। এই সদস্যগণ প্রত্যেকেই আওয়ামী লীগ মনোনীত সদস্য ছিলেন। উল্লেখ্য যে, প্রথম জাতীয় সংসদে সাধারণ আসন থেকে কোনো নারী সদস্য নির্বাচিত হন নি।

দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ (১৯৭৯-৮১): ১৯৭৮ সালে সংবিধানের ৬৫(৩) অনুচ্ছেদে পরিবর্তন আনা হয়। এ পরিবর্তনের ফলে জাতীয় সংসদে মহিলা সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ১৫ থেকে ৩০টিতে উন্নীত করা হয় এবং এর মেয়াদকাল ১০ থেকে ১৫ বছরে উন্নীত করা হয়। ফলে দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে (১৯৭৯-৮২) ৩০জন মহিলা সংরক্ষিত আসন থেকে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁদের সকলেই ছিলেন বিএনপি দলীয় সদস্য। দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে ১জন মহিলা সাধারণ আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে ২জন মহিলা সাধারণ আসন থেকে উপনির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

তৃতীয় জাতীয় সংসদ (১৯৮৬-৮৭): ৩০জন মহিলা সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এসব সদস্যগণ জাতীয় পার্টি মনোনীত ছিলেন। তৃতীয় জাতীয় সংসদে ১জন আওয়ামী লীগ এবং ৪জন জাতীয় পার্টির মহিলা সদস্য সাধারণ আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

চতুর্থ জাতীয় সংসদ (১৯৮৮-৯০): মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের বিধান না থাকায় কোনো মহিলা সদস্য নির্বাচিত হতে পারেন নি। কারণ ১৯৭৮ সালে গৃহীত মহিলা সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত আসনের মেয়াদকাল ১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৭ সালে শেষ হলে এর মেয়াদ নতুন করে বৃদ্ধি করা হয়নি। তবে চতুর্থ জাতীয় সংসদে জাতীয় পার্টির ৪জন মহিলা সদস্য সাধারণ আসনে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

পঞ্চম জাতীয় সংসদ (১৯৯১-৯৫): ৩০জন মহিলা সদস্য সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এরপূর্বে ১৯৯০ সালে সংবিধানের দশম সংশোধনীর মাধ্যমে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের মেয়াদ আরো ১০ বছর বাড়ানো হয়েছিল। এদের মধ্যে ২৮ জন বিএনপি মনোনীত এবং ২জন জামায়াতে ইসলামী মনোনীত সদস্য ছিলেন। পঞ্চম জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগের ৫জন এবং বিএনপির ১জন মহিলা সদস্য সাধারণ আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। বাংলাদেশে প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯১ সালে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ নির্বাচনে বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং জামায়াতে ইসলামীর সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করে।

ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ (১৯৯৬): ৩০জন মহিলা সদস্য সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এর সবাই বিএনপি দলীয় সদস্য ছিলেন। এই সংসদে বিএনপি থেকে ৩জন মহিলা সদস্য সাধারণ আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের মেয়াদ ছিল মাত্র কয়েক দিন। ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত এ নির্বাচনে বিএনপি ছাড়া অন্য কোন প্রধান রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করেনি।

সপ্তম জাতীয় সংসদ (১৯৯৬-২০০১): ৩০জন মহিলা সদস্য সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এদের মধ্যে ২৭ জন আওয়ামী লীগ এবং ৩জন জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। সপ্তম জাতীয় সংসদে মোট ৮জন মহিলা সাধারণ আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এদের মধ্যে ৩জন আওয়ামী লীগ, ৩জন বিএনপি এবং ২জন জাতীয় পার্টির সদস্য ছিলেন। উল্লেখ্য যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১২ জুন ১৯৯৬ সালের এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সরকার গঠন করে।

অষ্টম জাতীয় সংসদ (২০০১-২০০৬): সেপ্টেম্বর ২০০৫ সালে সংরক্ষিত নারী আসনে ৪৫জন নারী সদস্য নির্বাচিত হন। এখানে উল্লেখ্য যে, সংবিধানের দশম সংশোধনীর মাধ্যমে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের সময়কাল এপ্রিল ২০০১ সালে শেষ হয়ে যায়। ফলে দীর্ঘদিন সংরক্ষিত মহিলা আসনে মহিলা প্রতিনিধি ছিল না। ২০০৪ সালে সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সময়সীমা আরো ১০ বছরের জন্য বৃদ্ধি করা হয় এবং সংরক্ষিত আসনের সদস্য সংখ্যা ৪৫-এ উন্নীত করা হয়। এদের মধ্যে বিএনপির ৩৯জন, জামায়াতে ইসলামীর ৩জন, জাতীয় পার্টির ২জন এবং ইসলামী ঐক্য জোটের ১জন ছিলেন। অষ্টম জাতীয় সংসদে সাধারণ আসন থেকে ৬জন নারী সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। এদের মধ্যে ২জন আওয়ামী লীগ, ৩জন বিএনপি এবং ১জন জাতীয় পার্টির সদস্য ছিলেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত এই ৪৫টি আসনের সংসদ-সদস্যদের কোন নির্দিষ্ট নির্বাচনী এলাকা দেয়া হয়নি।

নবম জাতীয় সংসদ (২০০৯-২০১৪): অক্টোবর ২০০৬ সালে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের মেয়াদ শেষ হলে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহমেদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হন। পরবর্তীতে রাজনৈতিক সংকট এবং এক/এগার পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সামরিক বাহিনী সমর্থিত নতুন তত্ত্বাবধায়ক

সরকার গঠিত হয়। দীর্ঘ দুই বছর পর এই সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংরক্ষিত আসনের সদস্য সংখ্যা ৪৫ থেকে বাড়িয়ে ৫০-এ উন্নীত করা হয়। এদের মধ্যে আওয়ামী লীগের ৪১জন, বিএনপির ৫জন এবং জাতীয় পার্টির ৪জন ছিলেন। নবম জাতীয় সংসদে সাধারণ আসন থেকে ১৯জন নারী সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। এদের মধ্যে আওয়ামী লীগের ১৫জন, বিএনপির ৩জন এবং জাতীয় পার্টির ১জন সদস্য। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ফলে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব মহাজোট সরকার গঠিত হয়।

দশম জাতীয় সংসদ (২০১৪-২০১৯): অক্টোবর ২০১৩ সালে বাংলাদেশের নবম জাতীয় সংসদের মেয়াদ শেষ হলে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর আলোকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অন্তবর্তীকালীন সরকার প্রধান হন এবং ৫ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে বিএনপি, জামায়াতসহ বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করেনি। তবে, জাতীয় পার্টি, জাসদ এবং ওয়ার্কার্স পার্টিসহ কয়েকটি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। দশম জাতীয় সংসদে সাধারণ আসন থেকে ২০জন নারী সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। এদের মধ্যে আছেন আওয়ামী লীগের ১৬জন, জাতীয় পার্টির ৩জন এবং জাসদের ১জন সদস্য। একই জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত ৫০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগের ৩৯জন, জাতীয় পার্টির ৬জন, ওয়ার্কার্স পার্টির ১জন, জাসদের ১জন এবং স্বতন্ত্র ৩জন রয়েছেন। এ নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং দলটির নেতৃত্বে মহাজোট সরকার গঠিত হয়।

সারণিঃ ২.২ঃ নিম্নে বাংলাদেশের ১০টি জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত নারী সংসদ-সদস্যদের তালিকা উপস্থাপিত হলঃ (ইকবাল ২০১১, পৃঃ ৭২-৯০ এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থেকে গবেষক কর্তৃক সংগৃহিত)

সংসদ	সন	সদস্যগণের নাম	রাজনৈতিক দল
		তসলিমা আবেদ	আওয়ামী লীগ
		নাজমা শামীম লাইজু	ঐ

প্রথম	১৯৭৩- ১৯৭৫	জাহানারা রব	ঐ
		রাজিয়া বানু	ঐ
		ফরিদা রহমান	ঐ
		আজরা আলী	ঐ
		রাফিয়া আখতার	ঐ
		খুরশীদা ময়েজউদ্দিন	ঐ
		সাজেদা চৌধুরী	ঐ
		নূরজাহান মুরশিদ	ঐ
		কনিকা বিশ্বাস	ঐ
		আবেদা চৌধুরী	ঐ
		মমতাজ বেগম	ঐ
		আর্জুমান্দ বানু	ঐ
		সুদীপ্তা দেওয়ান	ঐ
দ্বিতীয়	১৯৭৯- ১৯৮২	হাসিনা রহমান	বিএনপি
		তসলিমা আবেদ	ঐ
		দৌলতুননেছা খাতুন	ঐ
		আয়েশা আশরাফ	ঐ
		বেগম রওশন ইলাহী	ঐ
		রহমতন্নেছা	ঐ
		কামরুন নাহার	ঐ
		রফিকা খানম	ঐ
		আয়েশা সরদার	ঐ
		স্নিগ্ধা হক	ঐ
		সুলতানা জামান চৌধুরী	ঐ
		ফজিলাতুন নেছা বেগম	ঐ

		সৈয়দা সাকিনা ইসলাম	ঐ
		ফেরদৌসী বেগম	ঐ
		মাহমুদা খাতুন	ঐ
		রহিমা খন্দকার	ঐ
		হোসনে আরা খান	ঐ
		রওশন আজাদ	ঐ
		ড. আমিনা রহমান	ঐ
		শাহিনা খান	ঐ
		গুলবদন বেগম	ঐ
		সামসুন নাহার	ঐ
		ফরিদা রহমান	ঐ
		ফাতেমা চৌধুরী পারু	ঐ
		খালেদা রব্বানী	ঐ
		রাবেয়া চৌধুরী	ঐ
		মাবুদ ফাতেমা কবীর	ঐ
		খাদিজা সুফিয়ান	ঐ
		কামরুনাহার জাফর	ঐ
		সালেহা খানম	ঐ
তৃতীয়	১৯৮৬-১৯৮৭	সুলতানা রেজওয়ান	জাতীয় পার্টি
		হোসনে আরা আহসান	ঐ
		নূরই-হাছনা-চৌধুরী	ঐ
		আনোয়ারা জামান	ঐ
		নুরুন নাহার পারভীন	ঐ
		ফিরোজা জামান	ঐ
		সুলতানা দৌলা	ঐ

		ফরিদা বানু	ঐ
		উল্‌ফ্‌ত আরা আয়েশা খানম	ঐ
		সেতারা তালুকদার	ঐ
		সুলতানা জামান চৌধুরী	ঐ
		শামসুন নাহার শেলী	ঐ
		সৈয়দা সাকিনা ইসলাম	ঐ
		মাহমুদা খাতুন	ঐ
		পারভীন সুলতানা	ঐ
		মমতা ওহাব	ঐ
		সবিতা মাহমুদ	ঐ
		আমিনা বারী	ঐ
		উম্মে কাওসার সালসাবীল হেনা	ঐ
		আনোয়ারা বেগম	ঐ
		ব্যারিষ্টার রাবেয়া ভূইয়া	ঐ
		সৈয়দা বেগম নূরে মাকছুদ	ঐ
		কামরুন নেসা হাফিজ	ঐ
		মীনা জামান	ঐ
		সৈয়দা হাসনা বেগম	ঐ
		এ. জে. এনায়েত নূর	ঐ
		রওশন আরা মান্নান	ঐ
		খাদিজা সুফিয়ান	ঐ
		কামরুন্নাহার জাফর	ঐ
		শ্রীমতি মালতী রানী	ঐ
চতুর্থ	১৯৮৮-	১৯৮৭ সালের প্রথম দিকে অর্থাৎ সংবিধান প্রবর্তনের ১৫ বছর পূর্তির সময় রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে চতুর্থ জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়া হয়। ফলে সংবিধানের বিধানুযায়ী ১৯৮৮ সালের জাতীয়	

	১৯৯০	সংসদের সংরক্ষিত আসন ছিল নারীশূন্য।	
পঞ্চম	১৯৯১- ১৯৯৫	খুরশীদ জাহান হক	বিএনপি
		সাহেদা সরকার রেবা	ঐ
		রেবেকা মাহমুদ	ঐ
		শাহিন আরা হক	ঐ
		রওশন এলাহী	ঐ
		লুৎফুন্নেছা হোসেন	ঐ
		সেলিনা শহীদ	ঐ
		শামসুন্নাহার আহমেদ	ঐ
		ফরিদা রহমান	ঐ
		সৈয়দা নার্গিস আলী	ঐ
		রওশন আরা হেনা	ঐ
		সেলিনা রহমান	ঐ
		আনোয়ারা হাবিব	ঐ
		রহিমা খন্দকার	ঐ
		নূরজাহান ইয়াসমীন	ঐ
		বানী আশরাফ	ঐ
		ফরিদা হাসান	ঐ
		সারওয়ারী রহমান	ঐ
		কে,জে, হামিদা খানম	ঐ
		শামসুন্নাহার খাজা আহসান উল্লাহ	ঐ
		অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম	ঐ
		ফাতেমা চৌধুরী পারু	ঐ
		খালেদা রব্বানী	ঐ
		আছিয়া রহমান	ঐ
		রাবেয়া চৌধুরী	ঐ

		হালিমা খাতুন	ঐ
		রোজী কবির	ঐ
		মিসেস মাম্যাচিং	ঐ
		রাশিদা খাতুন	জামায়াতে ইসলামী
		আসমা খাতুন	ঐ
ষষ্ঠ	১৯৯৬	শামসুন নাহার	বিএনপি
		রেবেকা মাহমুদ	ঐ
		সাহিদা রহমান জোৎস্না	ঐ
		মমতাজ বেগম	ঐ
		রওশন এলাহী	ঐ
		লুৎফুন নেছা হোসেন	ঐ
		সুফিয়া বেগম	ঐ
		রোজী কবির	ঐ
		মমতাজ কবির	ঐ
		ফরিদা রহমান	ঐ
		সৈয়দা নার্গিস আলী	ঐ
		রওশন আরা হেনা	ঐ
		সেলিনা রহমান	ঐ
		খালেদা পান্না	ঐ
		রহিমা খন্দকার	ঐ
		নূরজাহান ইয়াসমিন	ঐ
		লায়লা বেগম	ঐ
		শিরিন সুলতানা	ঐ
		সারওয়ারী রহমান	ঐ
		কে.জে. হামিদা খানম	ঐ
		সামসুন্নাহার খাজা আহসান উল্লাহ	ঐ

		ইয়াসমিন হক	ঐ
		সেলিনা রউফ চৌধুরী	ঐ
		ফাতেমা চৌধুরী পারু	ঐ
		খালেদা রব্বানী	ঐ
		ফেরদৌসী আক্তার ওয়াহিদ	ঐ
		রাবেয়া চৌধুরী	ঐ
		হালিমা খাতুন	ঐ
		নুরী আরা সাফা	ঐ
		মিসেস মাম্যাচিং	ঐ
সপ্তম	১৯৯৬-২০০১	শ্রীমতি ভারতী নন্দী	আওয়ামী লীগ
		ফরিদা রউফ	ঐ
		শাহনাজ সরদার	ঐ
		কামরুন নাহার পুতুল	ঐ
		জান্নাতুল ফেরদৌস	ঐ
		শাহিন মনোয়ারা হক	ঐ
		আন্‌জুমান আরা জামিল	ঐ
		রেহানা আক্তার	ঐ
		আলেয়া আফরোজ	ঐ
		মন্নুজান সুফিয়ান	ঐ
		নার্গিস আরা হক	ঐ
		মাহমুদা সওগাত	ঐ
		চিত্রা ভট্টাচার্য	ঐ
		তহুরা আলী	ঐ
		জাহানারা খান	ঐ
		মরিয়ম বেগম	ঐ

		মেহের আফরোজ	ঐ
		সাগুফ্‌তা ইয়াসমিন এমিলি	ঐ
		সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী	ঐ
		খালেদা খানম	ঐ
		সৈয়দা জেবুন্নেছা হক	ঐ
		হুসনে আরা ওয়াহিদ	ঐ
		দিলারা হারুন	ঐ
		পান্না কায়সার	ঐ
		রাজিয়া মতিন চৌধুরী	ঐ
		এথিন রাখাইন	ঐ
		সবিতা বেগম	জাতীয় পার্টি
		ব্যারিষ্টার রাবেয়া ভূইয়া	জাতীয় পার্টি
		জিনাত হোসেন	জাতীয় পার্টি
অষ্টম	২০০১-	অধ্যক্ষ নূর আফরোজা বেগম	বিএনপি
	২০০৬	আবেদা চৌধুরী	ঐ
		ইয়াসমিন আরা হক	ঐ
		খালেদা পান্না	ঐ
		ফেরদাউস আক্তার ওয়াহিদা	ঐ
		বিলকিস আক্তার জাহান শিরিন	ঐ
		রিনা পারভীন	ঐ
		কাজী সাহেরা আনোয়ারা শাম্মি শের	ঐ
		খন্দকার নূরজাহান ইয়াসমিন বুলবুল	ঐ
		খালেদা রব্বানী	ঐ
		চেমন আরা	ঐ
		জাহান পান্না	ঐ
		তাসমিন রানা	ঐ

		নুরী আরা সাফা	ঐ
		বিলকিস ইসলাম	ঐ
		রোজী কবির	ঐ
		সামসুন্নাহার খাজা আহসান উল্লাহ	ঐ
		রওশন আরা ফরিদ	ঐ
		রাবেয়া চৌধুরী	ঐ
		রায়হান আখতার বানু	ঐ
		রেহানা আক্তার রানু	ঐ
		রোকেয়া আহমেদ লাকী	ঐ
		শাহ্‌রিয়া আখতার হোসেন	ঐ
		শাহানা রহমান	ঐ
		সারওয়ারী রহমান	ঐ
		সুলতানা আহম্মেদ	ঐ
		সেলিনা রহমান	ঐ
		সৈয়দা নার্গিস আলী	ঐ
		হাসনে আরা গিয়াস	ঐ
		হেলেন জেরীন খান	ঐ
		খোদেজা ইমদাদ লতা	ঐ
		নেওয়াজ হালিমা আরলী	ঐ
		ফাহিমা হুসাইন জুবলী	ঐ
		রাশেদা বেগম হীরা	ঐ
		রেজিনা ইসলাম	ঐ
		সাইমুন বেগম	ঐ
		ডা. আমেনা বেগম	জামায়াতে ইসলামী
		শাহানারা বেগম	ঐ
		সুলতানা রাজিয়া	ঐ

		রোকেয়া বেগম	ঐ
		মেরিনা রহমান	জাতীয় পার্টি
		সৈয়দা রাজিয়া ফয়েজ	ঐ
		নূর-ই-হাসনা লিলি চৌধুরী	ঐ
		নাভীলা চৌধুরী	জাতীয় পাটি ও ইসলামী ঐক্যজোটের ১২৯ সংসদ সদস্যের সমন্বয়ে গটিত
		নাইমা সুলতানা	ইসলামী ঐক্য জোট
নবম	২০০৯-২০১৪	অধ্যক্ষ খাদিজা খাতুন শেফালী	আওয়ামী লীগ
		অপু উকিল	ঐ
		আলহাজ মমতাজ বেগম	ঐ
		আসমা জেরীন ঝুমু	ঐ
		আশরাফুন নেছা মোশারফ	ঐ
		আহমেদ নাজমীন সুলতানা	ঐ
		এথিন রাখাইন	ঐ
		তারানা হালিম	ঐ
		চেমন আরা বেগম	ঐ
		জাহানারা বেগম	ঐ
		জিনাতুন নেসা তালুকদার	ঐ
		জোবেদা খাতুন	ঐ
		নাজমা আক্তার	ঐ
		নূর আফরোজ আলী	ঐ
		নূরজাহান বেগম	ঐ
		পারভীন তালুকদার	ঐ
		ফরিদা রহমান	ঐ
		ফরিদুন্নাহার লাইলী	ঐ

		তহুরা আলী	ঐ
		সালেহা মোশাররফ	ঐ
		মমতাজ বেগম	ঐ
		মাহফুজা মন্ডল	ঐ
		মিসেস আমিনা আহমেদ	ঐ
		শেফালী মমতাজ	ঐ
		ফরিদা আখতার	ঐ
		রওশন জাহান সাথী	ঐ
		রুবী রহমান	ঐ
		শওকত আরা বেগম	ঐ
		শাহিদা তারেখ দীপ্তি	ঐ
		শাহিন মনোয়ারা হক	ঐ
		শিরীন শারমিন চৌধুরী	ঐ
		সাধনা হালদার	ঐ
		সাফিয়া খাতুন	ঐ
		সুলতানা বুলবুল	ঐ
		সৈয়দা জেবুন্নেছা হক	ঐ
		হামিদা বানু শোভা	ঐ
		এএন মাহ্ফুজা খাতুন (বেবী মওদুদ)	ঐ
		ফজিলাতুননেছা	ঐ
		পিনু খান	ঐ
		হাসিনা মান্নান	ঐ
		ফজিলাতুন্নেছা বাপ্পি	ঐ
		নিলোফার চৌধুরী মনি	বিএনপি
		মোসাম্মৎ শাম্মী আক্তার	ঐ
		রাশেদা বেগম হীরা	ঐ

		রেহানা আক্তার রানু	ঐ
		সৈয়দা আশিফা আশরাফী পাপিয়া	ঐ
		নাসরিন জাহান রতনা	জাতীয় পার্টি
		নূর-ই-হাসনা লিলি চৌধুরী	ঐ
		মাহজাবীন মোরশেদ	ঐ
		সালমা ইসলাম	ঐ
দশম	২০১৪-২০১৯	সেলিনা জাহান লিটা	আওয়ামী লীগ
		সফুরা বেগম	ঐ
		হোসনে আরা লুৎফা ডালিয়া	ঐ
		উম্মে কুলসুম স্মৃতি	ঐ
		আখতার জাহান	ঐ
		সেলিনা বেগম	ঐ
		সেলিনা আখতার বানু	ঐ
		লায়লা আরজুমান বানু	ঐ
		শিরিন নাঈম	ঐ
		কামরুল লায়লা জলি	ঐ
		হেপী বড়াল	ঐ
		রিফাত আমিন	ঐ
		নাসিমা ফেরদৌসী	ঐ
		লুৎফুন নেছা	ঐ
		মমতাজ বেগম	ঐ
		তারানা হালিম	ঐ
		মনোয়ারা বেগম	ঐ
		মাহজাবিন খালেদ	ঐ
		ফাতেমা জোহরা রাণী	ঐ
		দিলারা বেগম	ঐ

		ফাতেমা তুজ্জহুরা	ঐ
		ফজিলাতুন নেসা	ঐ
		পিনু খান	ঐ
		সানজিদা খানম	ঐ
		নিলুফার জাফর উল্লাহ	ঐ
		রোকসানা ইয়াসমিন ছুটি	ঐ
		নাভানা আক্তার	ঐ
		আমাতুল কিবরিয়া কেয়া চৌধুরী	ঐ
		শামছুন নাহার বেগম	ঐ
		ফজিলাতুন নেসা বাপ্পি	ঐ
		ওয়াসিকা আয়শা খান	ঐ
		জাহান আরা বেগম সুরমা	ঐ
		ফিরোজা বেগম (চিনু)	ঐ
		আমিনা আহমেদ	ঐ
		সাবিনা আক্তার তুহিন	ঐ
		রহিমা আখতার	ঐ
		হোসনে আরা বেগম	ঐ
		কামরুন নাহার চৌধুরী	ঐ
		হাজেরা খাতুন	ওয়ার্কাস পার্টি
		লুৎফা তাহের	জাসদ
		কাজী রোজী	স্বতন্ত্র
		নূরজাহান বেগম	স্বতন্ত্র
		উম্মে রাজিয়া কাজল	স্বতন্ত্র
		নূর-ই-হাসনা লিলি চৌধুরী	জাতীয় পার্টি
		মাহজাবীন মোরশেদ	জাতীয় পার্টি
		মেরিনা রহমান	জাতীয় পার্টি

		রওশন আরা মান্নান	জাতীয় পার্টি
		শাহানারা বেগম	জাতীয় পার্টি
		সাবিহা নাহার বেগম	আওয়ামী লীগ
		খোরশেদ আরা হক	জাতীয় পার্টি

২.৬ উপসংহার

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের নারী প্রতিনিধিত্বের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সাধারণ আসনে কোন নারী সদস্য নির্বাচিত হননি। তবে এসময় সংরক্ষিত আসনে নারী প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা ছিল পনের জন। দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচনে সাধারণ আসনে একজন নারী সদস্য নির্বাচিত হন এবং সংরক্ষিত আসন সংখ্যা পনের থেকে বৃদ্ধি করে ত্রিশজনে উন্নিত করা হয়। এছাড়া সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ দশ বছর থেকে বৃদ্ধি করে পনের বছর নির্ধারণ করা হয়। তৃতীয় সংসদ নির্বাচনে সাধারণ আসনে পাঁচজন নারী সদস্য নির্বাচিত হন এবং সংরক্ষিত আসনে নারী প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা ছিল ত্রিশজন। চতুর্থ সংসদ নির্বাচনে সাধারণ আসনে চারজন নারী সদস্য নির্বাচিত হন। পক্ষান্তরে, সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ শেষ হলে এর মেয়াদ নতুন করে বৃদ্ধি না করার কারণে এ সংসদে সংরক্ষিত আসনে নারী প্রতিনিধিত্ব ছিল না। পঞ্চম সংসদ নির্বাচনে সাধারণ আসনে পাঁচজন নারী সদস্য নির্বাচিত হন এবং সংরক্ষিত আসনে নারী প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা ছিল ত্রিশ জন। ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের মেয়াদকাল সংক্ষিপ্ত হওয়ায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো না। সপ্তম সংসদ নির্বাচনে সাধারণ আসনে আটজন নারী সদস্য নির্বাচিত হন এবং সংরক্ষিত আসনে নারী প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা ছিল ত্রিশ জন। অষ্ঠম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সাধারণ আসনে ছয় জন নারী সদস্য নির্বাচিত হন। উল্লেখ্য যে এই সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের মেয়াদ এপ্রিল ২০০১ সালে শেষ হয়ে যায়। ২০০৪ সালে সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সময়সীমা আরো দশ বছরের জন্য বৃদ্ধি করা হয় এবং সংরক্ষিত আসনের সদস্য সংখ্যা পয়তাল্লিশ-এ উন্নীত করা হয়। নবম সংসদ নির্বাচনে সাধারণ আসনে রেকর্ড সংখ্যক উনিশ জন নারী সদস্য নির্বাচিত হন এবং সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ থেকে বাড়িয়ে পঞ্চাশ-এ উন্নীত করা হয়। স্বাধীনতাত্তোরকালে সকল সংসদেই নির্বাচিত মহিলা সংসদ সদস্য

সংখ্যা ছিল অত্যন্ত নগণ্য । সংরক্ষিত আসনে পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিও যুগোপযোগী নয়। পরোক্ষ আসনে সরাসরি নির্বাচন পদ্ধতি এখন সময়ের দাবী। নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন মহল থেকে প্রস্তাবিত তেত্রিশ শতাংশ আসন রাজনৈতিক দল কর্তৃক নির্ধারণ হওয়া উচিত।

তথ্য নির্দেশ

ইকবাল,আছমা বিন্‌তে, *বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসন ও নারীর ক্ষমতায়ন: একটি মূল্যায়ন*, পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, এপ্রিল ২০১১।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, এপ্রিল ২০০৮।

ফিরোজ, জালাল,*পার্লামেন্ট কীভাবে কাজ করে:বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা*, ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, জুলাই ২০০৩।

নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থেকে গবেষক কর্তৃক সংগৃহিত।

রশিদ,হারুন-অর, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন: বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা*, ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ফেব্রুয়ারী ২০১২।

তৃতীয় অধ্যায়

নারীর ভোটাধিকার ও আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব অর্জন: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ ও বিশ্বপ্রেক্ষাপট

৩.১ ভূমিকা

ভারতীয় উপমহাদেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের চেতনা নারীদের নিজস্ব রাজনৈতিক অধিকার প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষার চেতনাকে উজ্জীবিত করে। সমাজ সচেতনতা ও রাজনৈতিক সচেতনতা এই দুই ধারার সমন্বয়ে বাংলার নারী আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল (মালেকা বেগম, ১৯৮৯, পৃ: ৬৯)। তৎকালিন সময়ে নারীর সামাগ্রিক মুক্তির জন্যই জাতীয় আন্দোলনের চেতনা মুক্তিকামী নারীদের রাজনৈতিক অধিকারের প্রত্যাশাকে শাণিত করে। তাই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও নারীমুক্তি আন্দোলন একই সূত্রে গাঁথা। শৃঙ্খলিত দেশমাতৃকায় নারীমুক্তির প্রত্যাশা অবান্তর। ভারতীয় উপমহাদেশে বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নারী এবং নারীর রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রাথমিক ভিত্তি, অনুপ্রেরক ও গতি সঞ্চায়ক। তাই নারীমুক্তি আন্দোলন তথা নারীর রাজনৈতিক আন্দোলনকে দেখতে হবে সমাজ সংস্কার ও ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। নারীর অবরোধপ্রথা দূর করা, নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারসহ এ সংক্রান্ত আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি এবং ধারাবাহিক রূপ একটি প্যাটার্নের মধ্য দিয়ে নারীর রাজনৈতিক আন্দোলনের দাবিকে স্থাপন করে। শিল্পবিপ্লব, নুতন ধরনের সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবিতে গড়ে উঠা রাজনৈতিক বিপ্লব, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং তারই প্রত্যক্ষ ফলাফলে সৃষ্ট সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এসবের মধ্যদিয়ে উনিশ শতকে প্রাশ্চাত্যে নারী আন্দোলন প্রথম দানা বেঁধেছিলো (বেগম, ১৯৮৯ পৃ: ৬৯)।

৩.২ নারীর ভোটাধিকার আন্দোলন : বাংলাদেশ

১৮৫৭ সাল ছিলো ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কবল থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনাকাল। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় নারী প্রগতির নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা না হলেও স্বদেশী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়া তখন থেকেই (প্রথম আলো, ৮ মার্চ ২০১০,পৃ:৬)। সিপাহী

বিদ্রোহে ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈকে দেখা গেছে অংশগ্রহণ করতে।

১৯২০ এর দশকে ভারতের সমাজ সংস্কারের আন্দোলনের মধ্যদিয়ে নারী আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়। মূলত স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারায় রাজনৈতিক আন্দোলনের বহুবিধ অর্জনগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে তাৎর্পযপূর্ণ হলো স্বাধীন ভারতের সর্বজনীন ভোটাধিকার এবং নারী পুরুষের সমঅধিকারের সাংবিধানিক গ্যারান্টি (ইত্তেফাক, ৬ মার্চ ২০১০,পৃ: ১১) ।

ভারতীয় উপমহাদেশে নারীদের রাজনৈতিক চেতনা এবং নারীমুক্তির ধারা এগিয়ে নিয়ে যায় তৎকালিন সময়ে গঠিত নারীকেন্দ্রিক বিভিন্ন সংগঠন ও সমিতি। বিভিন্ন দাবিতে এসব সংগঠনের আত্মপ্রকাশ। ১৮৬৩ সালে বাংলায় নারীদের প্রথম সমিতি 'ভাগলপুর মহিলা সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি মহিলা সমিতি হলেও তৎকালিন সময়ে সমাজের প্রগতিশীল পুরুষদের সহযোগিতায় এই সমিতি গড়ে উঠেছিল। এর নেতৃত্বে ছিলেন অধ্যাপক রামতনু লাহড়ী। অন্যদের মধ্যে ছিলো দূর্গামোহন দাস, রাখালচন্দ্র রায়, ব্রজকিশোর বসু ও অভয়চরন মল্লিক। সামাজিক নিপীড়ন থেকে নারী সমাজকে মুক্ত করা ছিলো এই সমিতির প্রধান লক্ষ্য। ১৮৬৫ সালের ১৫ জুলাই কেশবচন্দ্র সেন মেয়েদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা, প্রবন্ধ পাঠ ও তর্ক-বিতর্কের জন্য 'ব্রাক্ষণ সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন (বেগম ১৯৮৯,পৃ:৫৮)। এটি নারীদের জ্ঞান ও মেধা বিকাশে ভূমিকা রাখে। তবে নারীদের সাংগঠনিক সভায় প্রকাশ্যে যোগদানের সূচনা হয় ১৮৬৬ সালে। রাধারানী লাহিড়ী, কাদম্বিনী বসু, কৈলাস কামিনী দত্ত, কামিনী সেন প্রমুখ ব্রাক্ষ মহিলাদের উদ্যোগে ১৮৭৯ সালের ৮ আগস্ট প্রতিষ্ঠিত হয় 'বঙ্গ মহিলা সমাজ' বা 'বেঙ্গল লেডিস এসোসিয়েশন'। সূচনালগ্নে এর সদস্য সংখ্যা ৪১ হলেও পরে এই সংখ্যা ১০০ অতিক্রম করে। আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের ঘটনাসমূহের খবর পাঠ ও আলোচনা এবং সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা হত এই সমিতিতে (বেগম ১৯৮৯, পৃ:৬২)। এই সংগঠন থেকে নারীদের লেখা বইও প্রকাশিত হত। এসব সংগঠনভিত্তিক সামাজিক কার্যক্রম নারীদের নানামুখী অধিকার আদায়ের ক্ষেত্র তৈরি করে। এসবের মধ্য দিয়েই তৎকালীন সময়ের নারীসমাজ রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের পথে ধাবিত হয়।

আনুষ্ঠানিকভাবে নারী ভোটাধিকারের দাবি কর্তৃপক্ষের কাছে উত্থাপনের পূর্বে রাজনৈতিক দলে সদস্য হিসেবে নারীর আগমন ঘটে। ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হয়। এই দলের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই

নারী সদস্য হবার সুযোগ পায়। তবে সদস্য করা হলেও কংগ্রেসের মহিলা প্রতিনিধি নির্বাচন করা হতোনা। কংগ্রেসের পঞ্চম সম্মেলনে দশজন মহিলা প্রতিনিধি প্রথমে যোগ দিলেও তাঁরা কিছু বলার সুযোগ পাননি। ১৮৯০ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ অধিবেশনে মহিলা প্রতিনিধিদের প্রস্তাব উত্থাপন ও আলোচনা করার অধিকার স্বীকৃত হয়। এই অধিবেশনে বাঙালি নারী কাদম্বিনী গাঙ্গুলী কর্তৃক ধন্যবাদ জ্ঞাপন প্রস্তাবটি উত্থাপনের মধ্যদিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে নারী প্রতিনিধিদের প্রথম যাত্রা শুরু হয়। নারীর রাজনৈতিক অধিকারের বিষয়টি একধাপ এগিয়ে নেয় সরলা দেবী। সর্বভারতীয় ও বাঙালি নারীদের মধ্যে প্রথম নারীবাদী হিসেবে তাকে গণ্য করা হয় (যুগান্তর, ৮ মার্চ ২০১০, পৃ:৫)। তিনি ১৯১০ সালে সর্বভারতীয় সংগঠন 'ভারত নারী মহামন্ডল' গড়ে তোলেন। উল্লেখ্য, তিনি ছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্রজা স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা। তার তেজস্বিতা, প্রতিভা ভারতবর্ষের নারীকে মর্যাদা প্রতিষ্ঠার চেতনায় উদ্ভাসিত করে। 'ভারত স্ত্রী মহামন্ডল' প্রতিষ্ঠানটি পর্দানশীল ও অন্ত:পুরের নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থার প্রয়াসেই গড়ে উঠেছিলো। এই প্রতিষ্ঠানটি তৎকালিন সময়ে নারীর অন্তঃপুরের শিক্ষা ব্যবস্থায় কার্যকর ফলাফল দেখিয়েছে। রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রে সরলা দেবী পুরুষতান্ত্রিক নারীসমাজকে আকৃষ্ট করে বাংলায় স্বদেশী ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন। চরকা কাটা, কাপড় বুনা, বিলেতি পোশাক বর্জন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তিনি নারীদের স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত করে রাজনৈতিক চেতনাকে জাগ্রত করেন। উল্লেখ্য যে, সরলা দেবীর মা স্বর্ণকুমারীও ছিলেন একজন প্রগতিশীল নারী। কুমারী ও বিধবা মেয়েদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, নারীদের অন্তঃপুরে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্তকরণ, ধর্ষিতা নারীদের জন্য আইনজীবী নিয়োগ, শৈল্পিক কাজে নারীদের সম্পৃক্তকরণ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে স্বর্ণকুমারী দেবী নারী জাগরণী সমাজ সংস্কারে ভূমিকা রেখেছিলেন। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াতসহ আরো অনেক বিদূষী নারীর লেখা ও কর্মপ্রয়াস বাংলার নারীদের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক অধিকার আদায়ে ভূমিকা রেখেছিলো। বস্তুত তিনি ছিলেন মুসলিম নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রথম অগ্রনেত্রী (মো: আব্দুল্লাহ আল-মামুন,জুন ২০০৮,পৃ: ৪০) ।

ভারতবর্ষে বিশ শতকের প্রথম দিকে যখন স্বাধীনতা আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠে তখন নারীর ভোটাধিকার আন্দোলন সচেতন রাজনৈতিক দাবি হিসেবে নারী সমাজের মধ্য থেকেই উত্থাপিত হয়। এক্ষেত্রে ১৯১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত সর্বভারতীয় প্রথম মহিলা সংস্থা 'ইন্ডিয়ান উইমেন এসোসিয়েশন'-এর ভূমিকা একটি মাইলফলক হিসেবে স্বীকৃত। কেননা এই সংগঠন থেকেই ১৯১৭

সালে তৎকালিন বড়লাট মন্টেগু চেম্বসফোর্ড-র কাছে ভোটাধিকার দাবি করা হয়। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সরোজনী নাইডুর নেতৃত্ব ১৪জন মহিলা আবেদন জানায়, women may be recognised as people and may be allowed the same opportunities of representations like our men (যুগান্তর, ৮ মার্চ ২০১০, পৃ:৫)। এই সংগঠনের পক্ষ থেকে নারী সমাজের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মাতৃমঙ্গলের উন্নত ব্যবস্থাসহ পুরুষের সমান ভোটাধিকার দাবি করা হয়। ভোটাধিকারের দাবি তখন ভারত সরকার কর্তৃক অগ্রাহ্য হয়। কিন্তু ভোটাধিকার আন্দোলন চলতে থাকে। এ্যানি বেসান্ত ১৯১৭ সালে কংগ্রেসের প্রথম নারী সভানেত্রী হন। তিনি জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে এই বছরই মহিলাদের ভোটাধিকারের দাবিসহ স্মারকলিপির পক্ষে দাবি জানায়। এই অধিবেশনে নারীর প্রতি বৈষম্য না করার জন্য এবং পুরুষের মত একইভাবে নারীর ভোটাধিকারের দাবি জানানো হয়। ১৯১৮ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ও জাতীয় কংগ্রেস নারী ভোটাধিকারের দাবি সমর্থন করে। পরবর্তীতে নারী সমাজের তীব্র আন্দোলনের চাপে ভোটাধিকারের বিষয়টি প্রদেশের বিবেচনার উপর ছেড়ে দেয় হয়। এর ফলশ্রুতিতে ১৯২১ সালে মাদ্রাজের আইনসভার প্রথম মাদ্রাজের মেয়েদের ভোটাধিকার দেয়া হয়। ১৯২৫ সালের মধ্যে উড়িষ্যা ও বিহার ছাড়া ভারতের সকল প্রদেশের আইনসভায় ভিন্ন ভিন্ন নারীদের ভোটের অধিকার দেয়া হয়। ১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ সরকার ভারতের ৬০ লাখ নারীর ভোটাধিকারের পাশাপাশি আইনসভায় নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের আইন পাশ করে। রাজ্যসভায় ১৫০টি আসনে ৬টি ও কেন্দ্রীয় সংসদে ২৫০টি আসনে ৯টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষণের বিধান গৃহীত হয়।

ভারতের আইনসভায় সংরক্ষিত আসনের নীতিমালার বিরোধিতা করেছিলো তৎকালিন সময়ের প্রতিনিধিত্বশীল নারী সংগঠনগুলো। ১৯৩৫ সালের পর ভারতে ৩৫ মিলিয়ন ভোটারের মধ্যে প্রতি পাঁচজন পুরুষের বিপরীতে একজন মহিলা ভোটার ছিলো। এই ভোটাধিকার সর্বজনীন ছিলনা। ভোটের অধিকার পেয়েছিলো শিক্ষিত ও নূন্যতম একুশ বছর বয়সের বিবাহিত নারী। ভারতবর্ষের নারীরা সর্বপ্রথম ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে প্রথম অংশ নিয়োছিলো। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে ৫৬জন নারী প্রাদেশিক আইন পরিষদে যোগদান করেছিলেন। এরমধ্যে ৪১জন সংরক্ষিত নারী আসনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং ১০জন নারী অসংরক্ষিত আসনে জয়লাভ করেন। তবে ১০জনের মধ্যে ৫জনই আইন পরিষদের মনোনয়ন প্রাপ্ত। মহিলা আইনপ্রণেতার মধ্যে ৩৬জন কংগ্রেস সদস্য, ১২জন স্বতন্ত্র সদস্য,

৩জন মুসলিম লীগের এবং ১জন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য (মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, ২০০১,পৃ :৯৭)।

১৯৪৭-৪৮ সালে পাকিস্তানে গঠিত প্রথম আইনসভায় মুসলীম লীগ কর্তৃক দলীয় মনোনয়নে দুজন মহিলা প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলো। ১৯৫৩ সালের গণপরিষদে কোনো সংরক্ষিত আসন ছিলনা। ১৯৫৪ সালের পূর্ব পাকিস্তান গণপরিষদ নির্বাচনে সংরক্ষিত নারী আসনে ৫জন সদস্য মহিলা ভোটারদের ভোটে নির্বাচিত হয়েছিলো। ১৯৫৬ সালে প্রণীত পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষিত করা হয়। সংবিধান প্রবর্তনের দিন হতে পরবর্তী ১০ বছরের জন্য এ বিধান করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান কর্তৃক সামরিক শাসন জারি হলে সংবিধান কার্যকারিতা হারায়। পরবর্তীতে ১৯৬২ সালে প্রণীত সংবিধানে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকে। সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় পরিষদের ১৫৬জন সদস্যের মধ্যে ৬টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় যার মধ্যে তিনটি পূর্ব ও তিনটি পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত। এই আসনগুলো রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হবার বিধান রাখা হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের 'মেম্বার অব দি ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি'তে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ৭জন মহিলা সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন। তৎকালিন সময়ে প্রাদেশিক পরিষদে ১০টি সংরক্ষিত নারী আসনে নারী প্রতিনিধিরা আওয়ামী লীগ কর্তৃক মনোনীত হয়েছিলেন।

৩.৩ বাংলাদেশের নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও ভোটাধিকার চিত্র

মানব সমাজের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সভ্যতার প্রতিটি স্তরে নারীদের অংশগ্রহণ থাকলেও তাদের অবস্থান সন্তোষজনক নয়। আদিম সাম্যবাদী সমাজে সম্পত্তির উদ্ভব ও ব্যক্তি মালিকানা ধারণার পূর্ব পর্যন্ত নারীরা সমাজে পূর্ণ অধিকার পেয়েছে। তাদের স্বাধীন কর্মীসত্তার প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু পরবর্তীতে দাসসমাজ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ, পুঁজিবাদী সমাজ, সমাজতান্ত্রিক সমাজে তারা হয়ে পড়ে অধিকার বঞ্চিত, অবহেলিত। স্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন, গর্ভধারণ, গৃহস্থালির কার্যসম্পাদন, পরনির্ভরশীলতা, অশিক্ষা, বৈষম্য, পশ্চাদপদ অবস্থান ইত্যাদি বিষয়গুলো রাষ্ট্রীক কাঠামো থেকে উৎসারিত। দাসসমাজে নারীরা দাস মালিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত ও ব্যবহৃত হয়েছে। দাস মালিকদের কায়িকশ্রম ও মনোরঞ্জনের উপকরণ ছিলো নারীরা। দাসযুগে নারী

উৎপাদনের জড়িত থাকা সত্ত্বে পরাধীন ও আত্মর্যাদাহীন ছিলো। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে নারী আরও কঠোর বিধি-বিধান ও প্রথার অধীন ছিলো। পুঁজিবাদী সমাজে শিল্পবিপ্লবের ফলে নারীরা গৃহাঙ্গন থেকে কর্মক্ষেত্রে সম্পৃক্ত হয় কিন্তু আর্থ-সামাজিক অবস্থা বদলায়নি। পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও লিঙ্গবৈষম্য পুর্ণাঙ্গ অধিকার ভোগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা শ্রেণীহীন ও বৈষম্যহীন দর্শনে উদ্বুদ্ধ হলেও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পর বিরোধী শক্তির অপতৎপরতা ও উদ্ভূত পরিস্থিতির বাস্তবতা নারী অধিকারের পূর্ণ ক্ষেত্র তৈরি করতে পারেনি। বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোতে নারীর অবস্থা ও অবস্থান উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য থেকে ভিন্ন কিছু নয়। বাংলাদেশের নারীরাও ঐতিহাসিকভাবে একই উপাদানের আলোকে বঞ্চিত, শোষিত, অবহেলিত ও নির্যাতিত। ভারতবর্ষে অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় ভাষাভাষিদের বসবাসকালিন সময়ে, বৈদিক যুগের প্রথমাবস্থায় জাতিভেদ প্রথার অনুপস্থিতি নারীদের বিভিন্ন অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে তেমন কোনো বাধা সৃষ্টি করেনি। আর্যদের ভারতবর্ষে আগমন ও তাদের পেশাগত বৈশিষ্ট্য ও উৎপানের উপকরণের পরিবর্তন নারীদের সম্পদহীন ও বৈষম্যময় জীবন ধারায় স্থাপন করে। পরবর্তীতে ধর্মের বিস্তার, সামন্ততান্ত্রিক শোষণের যাতাকলে নির্মিত হয় নারীজাতীর ইতিহাস। রেনেসাঁ পরবর্তী অবস্থায় সমাজের পরিবর্তন ও গতিশীলতায় প্রবাহিত আধুনিক সমাজও নারীদের প্রাপ্য ও যুগোপযোগী অধিকার দিতে ব্যর্থ হয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো ও সংস্কৃতির কারণে। বৈশ্বিক সমাজ ও বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থা এখনও লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যকে বহন করছে। পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, সংস্কৃতি, সমাজ কাঠামো নারীর রাজনৈতিক অধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছে। নারীদের অধিকার প্রাপ্তিতে আজও লড়াই করতে হচ্ছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, বাংলাদেশের নারীদের স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত। এক্ষেত্রে গ্রামীণ সমাজের নারীরা অনেক বেশি অসচেতন ও নিয়ন্ত্রণের আওতায়। গণতন্ত্রের সাথে নির্বাচন ও ভোটের সম্পর্ক তারা বোঝে না। ভোটপ্রদান যে নাগরিকদের কর্তব্য ও নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র – এ ধারণা ও মূল্যবোধে তারা উদ্বুদ্ধ নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, ভোটদানের ক্ষেত্রে তারা স্বামী ও সন্তানদের দ্বারা প্রভাবিত। নিজের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের

মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমতা নারীদের থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে রক্ষণশীলতা ও উগ্রধর্মান্ধতা, সহিংসতা, প্রভাবশালী মহল কর্তৃক চাপপ্রয়োগ নারীর ভোটাধিকার প্রয়োগকে নিরুৎসাহিত করে। পুরুষের উপর নির্ভরশীলতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অভাব, গৃহকোণে আবদ্ধতা, পর্দাপ্রথা, সচেতনতার অভাব, শিক্ষার অভাব প্রভৃতি বিষয়গুলো নারীর ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। দরিদ্রতা ও অবৈধ অর্থপ্রাপ্তি নারীর স্বাধীন ভোটাধিকারকে প্রভাবিত করে। টেনিস ক্লাফিন তার Constitutional Equality: A Right of Women গ্রন্থে বিশদ পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে,

" যদি ভোটাধিকার প্রাপ্ত নারীকে বাধ্য, বিনম্র, অত্মাবিসর্জপ্রবই ও আতোৎসর্গ অনুপ্রাণিত চরিত্র গ্রহণ করতে বাধ্য করা যায় তাহলে নারীর ভোটদান সমস্যা নয়। বস্তুত ব্যালট বাক্স; সমস্যা নয়, সমস্যা গৃহে, যেখানে স্বামী একচ্ছত্র শাসক এবং নির্দেশ প্রদানকারী। স্বামীকে যদি বাধ্য করা না হয়, তাহলে স্বামী স্ত্রীর উপর তার ঐতিত্যবাহী নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ছেড়ে দেবে না " ।

(সেলিনা ও মাসুদুজ্জামান সম্পাদিত, ২০০৩, পৃ-৪৪)[1]

ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বর্তমানে বাংলাদেশে নারীর ভোট প্রদানের হার বাড়ছে। এনজিওভিত্তিক বিভিন্ন প্রচারণা, গণমাধ্যমের প্রসারসহ, নারীশিক্ষার প্রসার, বিভিন্ন কারণে আগের চেয়ে নারী ভোটারের সংখ্যা বেড়েছে। তথ্যানুযায়ী (আছমা বিনতে ইকবাল, ২০১১ পৃ:৬) ১৯৭৯ সালের ভোটার তালিকায় নারী ভোটার ছিলো ১ কোটি ৮৩ লক্ষ ২৯ হাজার ১৪১ জন। ১৯৮৬ সালের তালিকায় নারী ভোটার ছিলো মোট ২ কোটি ২৬ লক্ষ ৫২ হাজার ৫৯৪ জন। ১৯৮৮ সালের তালিকায় নারী ভোটারের সংখ্যা দাঁড়ায় ২ কোটি ৩৪ লক্ষ ৮৩ হাজার ৮৮৫ জন। ১৯৯১ সালে হাল নাগাদ ভোটার তালিকানুযায়ী নারী ভোটারের সংখ্যা ছিলো ২ কোটি ৯১ লক্ষ ৪০ হাজার ৯৮৬ জন। ২০০১ সালের হালনাগাদ করা ভোটার তালিকা অনুযায়ী নারী ভোটারের সংখ্যা মোট ৩ কোটি ৬৩ লক্ষ ১৫ হাজার ৬৮৪ জন। নবম সংসদ নির্বাচনে নারী ভোটারের সংখ্যা ৪ কোটি ১২ লক্ষ ৩৬ হাজার ১৪৯ জন। নবম সংসদ নির্বাচনে পুরুষের চেয়ে নারী ভোটারের সংখ্যা বেশি ছিলো। তবে বাংলাদেশের কিছু অঞ্চলের নারীরা দীর্ঘদিন ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলো। মাস লাইন মিডিয়া সেন্টার নামক বেসরকারী সংগঠন এসব অঞ্চলগুলোকে চিহ্নিত করেছেন। চিহ্নিত অঞ্চলগুলো হলো:(ইকবাল, পৃ:১৩০)

- মাদারীপুর জেলার কালিকাপুর
- পটুয়াখালী জেলার পাঙ্গাশিয়া

- ঝালকাঠি জেলার মগর ইউনিয়ন
- গোপালগঞ্জ জেলার চন্দ্রদীঘালিয়া
- ঝিনাইদহ জেলার সুরাট
- নোয়াখালী জেলার দুয়ানী ও দূর্গাপুর
- কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বর
- ফেনী জেলার মহামায়া
- লক্ষীপুর জেলার বামনি ইউনিয়ন
- চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলার রূপসা ইউনিয়ন

তবে ২০০৭ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মাদারীপুরের কালিকাপুর ইউনিয়ন, চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার রূপসা ইউনিয়ন এবং আশেপাশের কয়েকটি গ্রামের ১০ হাজার নারী তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে।

৩.৪ নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে নারী

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো নারীদের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেয়ার ক্ষেত্রে উদারনৈতিক মনোভাব পোষণ করেন না। রাজনৈতিক দলের সকল পর্যায়ে তাদের উপস্থিতি খুবই কম। রাজনৈতিক দলের কমিটি, মনোনয়ন সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণী কমিটিসহ সকল স্তরে তাঁদের নগণ্য উপস্থিতি। নির্বাচনে প্রার্থী হবার ক্ষেত্রে দলের সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া এ অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে দেখা যায় যে, অধিকাংশ নারী প্রার্থী উত্তরাধিকার সূত্রে রাজনীতিতে আগমন করে।

উত্তরাধিকার পূর্বসূত্র রাজনীতিতে নারীদের আলাদা আবেদন তৈরি করে। এ ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার ছাড়াও ব্যতিক্রম উদাহরণও দু'একটি আছে। তবে নারী প্রার্থীদের গণসংযোগ ও প্রচারণা পুরুষের মত শক্তিশালী নয়। সমাজ কাঠামো একজন পুরুষ প্রার্থীকে আলাদা মর্যাদা দেয়। একজন নারীকে কঠোর পরিশ্রম এবং সামাজিক বিধি–নিষেধের আওতায় প্রার্থী হিসেবে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হয়। সন্ত্রাসমুক্ত রাজনীতি, পেশীশক্তি, কালো টাকা, নির্বাচনী সহিংসতা, পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, অর্থাভাব,

কালোটাকা প্রভৃতি বিষয়গুলো নারীর প্রার্থী হওয়াকে নিরুৎসাহিত করে। সামাজিক সুদৃঢ় অবস্থান, পারিবারিক রাজনৈতিক ঐতিহ্য এবং রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া কোনো নারীর পক্ষে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া কিংবা নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমান বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থা, কোনো নারী প্রার্থীকে প্রার্থী হিসেবে না ভেবে নারী হিসেবে ভাবতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। এটি বাংলাদেশের পুরুষতান্ত্রিক রাজনৈতিক দৃষ্টির প্রকাশ। নারীর ক্ষেত্রে প্রার্থীর যোগ্যতার বিচারে তাই বিভিন্ন দিকগুলো কম গুরুত্ব পায়।

সারণি ৩.১: ১৯৭৩ সাল থেকে ২০০১ পর্যন্ত নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণের হার-

নির্বাচনের বছর	সংসদ	মোট প্রার্থী	নারী প্রার্থী	অর্জিত আসন
১৯৭৩	প্রথম	১০৯১	০২	০০
১৯৭৯	দ্বিতীয়	২১২৫	১৭	০১
১৯৮৬	তৃতীয়	১১২৪	২০	০৫
১৯৮৮	চতুর্থ	৯১৯	০৭	০৪
১৯৯১	পঞ্চম	২৭৮৭	৩৯	০৫
*১৯৯৬	ষষ্ঠ	----	---	--
১৯৯৬	সপ্তম	২৫৭৪	৩৬	০৮
২০০১	অষ্টম	১৯৩৯	৩৭	০৬

উৎস: গবেষক কর্তৃক বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে সংগৃহিত

* ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির ষষ্ঠ সংসদ স্বপ্নকালীন ছিল বিধায় বর্তমান গবেষণায় আলোচিত হয়নি।

উপরোক্ত সারণি থেকে দেখা যায় যে, বিভিন্ন সংসদ নির্বাচনে পুরুষ প্রার্থীর চেয়ে নারী প্রার্থীদের সংখ্যা অতি নগণ্য। নবম জাতীয় সংসদে নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে পূর্বের চেয়ে বেশী নারী মনোনয়ন পেয়েছে।

৩.৫ বৈশ্বিক পর্যায়ে নারীর ভোটাধিকার আন্দোলন

পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকার রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ, ব্যক্তিস্বাধীনতা, গণতন্ত্র ইত্যাদি উদারনৈতিক ভাবধারার মধ্য দিয়ে নারীবাদী চিন্তা-চেতনা, তত্ত্ব ও নারী আন্দোলনের উদ্ভব ঘটেছে।

আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা এবং ফরাসি বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার শ্লোগানে তাৎক্ষণিকভাবে মানুষ হিসেবে নারীদের অধিকার উপেক্ষিত হয়েছে, কিন্তু এসব শ্লোগান ও ঘোষণাই উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বার উন্মুক্ত করে নারীবাদী চিন্তা ও নারীমুক্তি আন্দোলনের খোরাক যুগিয়েছে। তাই নারীর রাজনৈতিক অধিকারবোধ উদারনৈতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার ফলাফল। আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণার পর তৎকালীন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট John Adam নারীর ভোটাধিকারের দাবি তুলেছিলেন। উল্লেখ্য যে, আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা ও ফরাসি বিপ্লবের উদারনীতি কৃষাঙ্গ ও নারীদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিলো। ভোটাধিকার কেবল মানুষের রাজনৈতিক অধিকার নয়, এটি নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র, মানবসত্ত্বা ও ব্যক্তিত্বের স্বচ্ছতা। তাই নারীবাদী বিভিন্ন চিন্তায় ও নারী আন্দোলনে ভোটাধিকার দাবিটির আলাদা মাত্রা রয়েছে রাষ্ট্রীয় বলয়ে।

১৮৪৮ সালে Elizabeth Cady Stanton এর নেতৃত্বে প্রণীত Seneca Falls Declaration -এ যে Resolution প্রণীত হয়, সেখানে বিভিন্ন বিষয়ের পাশাপাশি পুরুষের মত নারীদের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতিদান ও ভোটাধিকারের দাবি করা হয়। নিউইয়র্কের Seneca Falls এ অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে আমেরিকার শ্রমজীবী নারীদের সচেতনতায় নারীবাদী চিন্তা-চেতনার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটেছিল। এই সম্মেলনের নেতৃবৃন্দ শ্রমজীবী নারীদের পেশাগত চাহিদার সঙ্গে ভোটাধিকারের দাবিকে যুক্ত করেছিলেন। ১৮৫৭ সালের ৮ মার্চ সূঁচ কারখানায় নারী শ্রমিকের অমানবিক কাজের পরিবেশ, মজুরি বৈষম্য এবং অতিরিক্ত শ্রমঘন্টার দাবিতে যে আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিলো এবং নারী শ্রমিকদের উপর পুলিশী যে দমন-নির্যাতন চালানো হয়েছিলো তার প্রতিক্রিয়ায় পরবর্তীতে অর্থাৎ ১৮৬০ সালে নারী শ্রমিকরা নিজস্ব ইউনিয়ন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলো। পেশাগত নারী শ্রমিকদের মধ্যে এই ইউনিয়ন ভোটাধিকারের দাবীকে অন্তর্ভুক্ত করে। ১৯০৮ সালে সূঁচ কারখানাসহ পোশাক শিল্প কারখানার নারী শ্রমিকরা প্রতিবাদ মিছিলে পেশাগত দাবির মধ্যে ভোটাধিকারের দাবিটি উত্থাপন করেছিলো। তবে এর পূর্বে ১৯০৭ সালে জার্মানীর স্টুটগাট শহরে সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেটকিন সমগ্র ইউরোপে শ্রমজীবী নারীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি নির্বিশেষে নারী ও পুরুষের ভোটের অধিকারের দাবি তোলেন।

১৯১০ সালে কোপেনহেগেনে বিশ্ব নারী সম্মেলনে নারী অধিকার ও উন্নয়নে ভোটাধিকারের দাবীটি

প্রাধান্য পায়। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নারীর ভোটাধিকারের দাবি উত্থাপনের ক্ষেত্রে জন স্টুয়ার্ট মিলের অবদানও এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য। কেননা তিনি ১৮৬৬ সালে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে নারীর ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে অকাট্য যুক্তিই শুধু উত্থাপন করেননি, একই সালে তিনি তাঁর 'The Subjection of Women' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে নারীর মানবীয় সত্ত্বা ও স্বতন্ত্রতা প্রমাণে নারীর ভোটাধিকারের পক্ষে যুক্তিগুলো তুলে ধরেন। উনিশ শতকের দিকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশসহ আমেরিকায় গড়ে উঠা বিভিন্ন নারীবাদী সংগঠনগুলো নারীর ভোটাধিকারের পক্ষে কাজ করেছিলো। বিভিন্ন নারীবাদী তত্ত্ব, শ্রমজীবী নারী আন্দোলন, বিশ্বনারী সম্মেলন সাংগঠনিক কর্ম তৎপরতার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে নারীর ভোটাধিকার অর্জিত হয়।

৩.৬ বৈশ্বিক পর্যায়ে নারীর রাজনৈতিক অধিকারের প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ ও পদক্ষেপ

নারীবাদী বিভিন্ন তত্ত্ব, নারীবাদী আন্দোলন, উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উদ্ভব, বিভিন্ন এনজিওর কর্মকান্ড, জাতিসংঘের বিভিন্ন উদ্যোগ ও কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নারী আন্দোলন একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে এবং যার ফলশ্রুতিতে বৈশ্বিক পর্যায়ে নারীর রাজনৈতিক অধিকারসহ বিভিন্ন অধিকারের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি স্থাপিত হয়। নারীর রাজনৈতিক অধিকার প্রাপ্তি নারীর রাজনৈতিক অস্তিত্বের ও নাগরিকত্বের স্বীকৃতি প্রদান করে। নারীকে পুরুষের মতো রাষ্ট্রীয় পরিসরে স্থান করে দেয়।

৩.৬(১) মানবাধিকারের সর্বজনিন ঘোষণা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা এবং ধ্বংসযজ্ঞের চিত্র অনুধাবনপূর্বক বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার ধারাবাহিক উদ্যোগের মধ্য দিয়ে 'জাতিসংঘ' নামক সংস্থাটি গড়ে উঠে। এই সংস্থাটি বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে। জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত হয় 'মানবাধিকারের সর্বজনিন ঘোষণা'র সনদ। ১৯৪০ সালের ১০ ডিসেম্বর সাধারণ পরিষদ কর্তৃক এই ঘোষণাপত্র প্রণীত হয়। এই ঘোষণাপত্রের এক থেকে ত্রিশ ধারায় মানবাধিকার ঘোষিত হয়েছে। এই ঘোষণাপত্রের ২ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে: "Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this declaaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political and other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Futhermore, no distinction shall be made on the basis of the political. jurisdictional or international status of the

country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-selt-governing or under any other limitation of sovereignty" (www.un.org)

এই ঘোষণা পত্রের ২১ ধারার তিনটি উপধারায় বর্ণিত রাজনৈতিক অধিকার নারী-পুরুষ সকলের জন্য প্রযোজ্য। এই উপধারায় বলা হয়েছে-

1. Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.
2. Everyone has the right of equal access to public service in his country.
3. The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will be expressed in periodic and genuine elections which shall be universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures (www.un.org).

৩.৬(২) নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ

নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য বিলোপ করে সকল ক্ষেত্রে সমতা অর্জনের লক্ষ্যে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ১৯৭৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর প্রণীত হয় 'নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ' (The Convention on the Elimination of all form of Discrimination Against Women)। বৈশ্বিক পর্যায়ে গৃহীত নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে এটি সবচেয়ে বড় দলিল বা সনদ। এটিকে নারীর 'আন্তর্জাতিক বিল অব রাইটস্' হিসেবে অভিহিত করা হয়। এই সনদটি 'নারীর মানবাধিকার' হিসেবেও বিবেচিত। এই সনদে নারীর আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক আইনগতসহ সকল প্রকারের অধিকারের প্রাপ্যতার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যে সমস্ত বৈষম্য নারী অধিকারের পক্ষে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে সেগুলোকে অপসারণের কথা বলা হয়েছে। এই সনদে সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা বিধানের মধ্য দিয়ে বৈষম্য দূর করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। এই সনদে নারী-পুরুষের মধ্যে যেকোনো ধরনের পার্থক্য, নারীর উপর নানারকম বিধিনিষেধ, বঞ্চনা, নারীর সকল অধিকারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা, মানবাধিকার হরণসহ নারীর জন্য অবমাননাকর, ক্ষতিকর ইত্যাদি বিষয়কে বৈষম্য হিসেবে চিহ্নিত করে তার সমালোচনা করা হয়েছে এবং রাষ্ট্রের

সংবিধান আইন এবং প্রাসঙ্গিক উপায়ে সমতা নীতির বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে।

সিডও সনদের ৭নং ধারায় বর্ণিত আছে যে:

রাষ্ট্রপক্ষসমূহ দেশের রাজনৈতিক ও জনজীবনে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং বিশেষ করে পুরুষের সঙ্গে সমান শর্তে যেসব ক্ষেত্র নিশ্চিত করবে সেগুলো হচ্ছে:

(ক) সকল নির্বাচন ও গণভোটে ভোটদান এবং জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সংস্থাসমূহে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উপযুক্ত বিবেচিত হওয়া;

(খ) সরকারি নীতি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ এবং সরকারি পদে অধিষ্ঠিত হওয়া ও সরকারের সকল পর্যায়ে সরকারি কার্য সম্পাদন;

(গ) দেশের জনজীবন ও রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বেসরকারী সংস্থা ও সমিতিসমূহের কাজে অংশগ্রহণ (www.un.org/women watch/ daw/ cedaw)।

ধারা ৮-এ বর্ণিত আছে যে:

রাষ্ট্রপক্ষসমূহ পুরুষের সঙ্গে সমান শর্তে-এর কোনো রকম বৈষম্য ছাড়াই নারীর জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিজ নিজ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (www.un.org/women watch/ daw/ cedaw)।

৩.৭ নারীর রাজনৈতিক বিষয়ক আন্তর্জাতিক কনভেনশন

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ১৯৫২ সালের ২০ ডিসেম্বর নারীর রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক সনদ গৃহীত হয়। ১৯৫৪ সালের ৭ জুলাই থেকে এটি কার্যকর হয়। এই সনদে মোট ১১টি ধারা রয়েছে। ১ থেকে ৩ ধারায় বিভিন্ন রাজনৈতিক অধিকারের উল্লেখ করা হয়েছে। ৪ থেকে ১১ ধারা পর্যন্ত নারীর রাজনৈতিক সনদ বাস্তবায়ন সময়, প্রক্রিয়া ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। এই সনদে কোনো রকম বৈষম্য ছাড়া পুরুষের সাথে সমভাবে নারীদের নির্বাচনে ভোট দেয়া, পুরুষের সাথে

সমভাবে জাতীয় আইনের বলে প্রতিষ্ঠিত জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থাসমূহে যোগ্য বিবেচিত হওয়া, পুরুষের সাথে সমভাবে জাতীয় আইনের বলে প্রতিষ্ঠিত সরকারি পদে অধিষ্ঠিত হওয়া এবং সকল সরকারি কার্যাদি সম্পাদনের জন্য নারীদের অধিকার ঘোষিত হয়েছে।

৩.৮ জাতিসংঘ ও বিশ্বনারী সম্মেলন

জাতিসংঘের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় নারীর অধিকারের বিষয়টি বৈশ্বিক রূপ লাভ করে। ১৯৪৬ সালে নারীর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রাপ্তি ও উন্নয়নে নারীর মর্যাদা বিষয়ক কমিশন গঠিত হয়। নারীর মর্যাদা বিষয়ক কমিশন সমগ্র বিশ্বে নারীর সমতায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে এবং নারীর আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকার বিকাশে সহায়তা করে। এই কমিশন নারী বিষয়ক চারটি বিশ্ব নারী সম্মেলনের আয়োজন করে।

মেক্সিকো সম্মেলন (১৯৭৫): সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি এই শ্লোগানে প্রথম বিশ্বনারী সম্মেলন মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। এই সম্মেলনে নারীর অনুন্নয়ন, নারী নির্যাতন, অসমতা ও নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আহবান জানানো হয়। মেক্সিকোতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এগুলো হল:

(ক) আন্তর্জাতিক নারীবর্ষের (১৯৭৫) উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বিশ্ব কর্ম পরিকল্পনা (world plan of Action) অনুমোদন করা।

(খ) ১৯৭৬-৮৬ সময়কে জাতিসংঘের নারী দশক ঘোষণা করা।

(গ) নারী বিষয়ক বিভিন্ন ইস্যু আলোচনা ও গবেষণা করার জন্য একটি বিশেষ সংস্থা গঠন করা। যার নাম দেয়া হয়- United Nation International Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW) (ফারাহ দীবা, আল মাসুদ হাসানুজ্জামান সম্পাদিত, 2002, pp:262-263)|

কোপেনহেগেন সম্মেলন (১৯৮০) : এই সম্মেলনে মূলত: মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্বনারী সম্মেলনে গৃহীত বিশ্ব কর্মপরিকল্পনা অগ্রগতি যাচাই ও মূল্যায়ন করে এবং সমতা উন্নয়ন ও শান্তি শীর্ষক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। কোপেনহেগেন সম্মেলনে উপবিষয় হিসেবে নারী স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং

কর্মসংস্থানের বিষয়গুলো গুরুত্ব পায়। কোপেনহেগেন সম্মেলনে মূল প্রস্তাবসমূহ ছিল নিম্নরূপ:

১. জাতিসংঘের নারীদশকের লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন করা।

২. পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে সকল উন্নয়ন কর্মসূচি ও প্রকল্পের নারীর স্বার্থ নিশ্চিত করা।

৩. উন্নয়নে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যথার্থ প্রশাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা।

৪. নারীদের স্বার্থরক্ষার জন্য দাতা এবং গ্রহীতা দেশগুলো যেন সতর্ক দৃষ্টি রাখে তা নিশ্চিত করণের ব্যবস্থা করা।

৫. জাতীয় বাজেটের মাধ্যমে অর্থ সাহায্য বৃদ্ধি ও অন্যান্য ইনপুট দিয়ে শিল্প ও প্রশিক্ষণে সমতা বিধান করা।

৬. তথ্য, শিক্ষা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয় উপায় যোগানের মাধ্যমে পারিবারিক আয়তন নির্ধারণ করার অধিকার দেয়া ।

৭. নারীদের বিরুদ্ধে সবধরনের বৈষম্য দূর করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া (হাসানুজ্জামান সম্পাদিত, ২০০২, পৃ: ২৬৪)

নাইরোবী বিশ্বনারী সম্মেলন (১৯৮৫): এই সম্মেলনে ২০০০ সাল নাগাদ নারী সমাজের উন্নয়নের জন্য কতগুলো অগ্রমুখী কৌশল গৃহীত হয়। গৃহীত কৌশলসমূহ হচ্ছে:

- নারী-পুরুষের সমতা বিধান
- নারীর স্বাতন্ত্র্যতা বজায় এবং বিভিন্ন বিষয়ে ক্ষমতা প্রয়োগ
- নারীর অবৈতনিক কর্মের স্বীকৃতি
- নারীর বৈতনিক কর্মের উৎকর্ষতা সাধন
- পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সুবিধা প্রাপ্তির সুযোগ
- উচ্চতর শিক্ষার ও প্রশিক্ষণের সুযোগ
- শান্তির প্রসারতা ও নিরস্ত্রীকরণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ

এই সম্মেলনে নারীদের ১৪টি অবহেলিত গ্রুপ চিহ্নিত করা হয়। এগুলো নিম্নরূপ:

১) খরায় আক্রান্ত নারী

২) শহরের দরিদ্র নারী

৩) বৃদ্ধ নারী

৪) যুবতী নারী

৫) অপমানিত নারী

৬) দুঃস্থ নারী

৭) পাচার এবং অনিচ্ছাকৃত পতিতাবৃত্তির শিকার নারী

৮) জীবিকা অর্জনের সনাতন উপায় থেকে বঞ্চিত নারী

৯) পরিবারের একক উর্পাজনশীল নারী

১০) শারীরিক এবং মানসিকভাবে অক্ষম নারী

১১) বিনা বিচারে আটক নারী

১২) শরণার্থী এবং স্থানচ্যুত নারী ও শিশু

১৩) অভিবাসী নারী

১৪) সংখ্যালঘু ও আদিবাসী নারী (আলেয়া পারভীন, ২০০৮, পৃ-২৩৫)

বেইজিং বিশ্বনারী সম্মেলন (১৯৯৫): চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলন ১৯৯৫ সালে চীনের রাজধানী বেইজিংএ অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনটি বৃহৎ পরিসরে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় ১৮৯ দেশের ৩০ হাজার প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। 'নারীর চোখে বিশ্ব দেখুন' এই শ্লোগানে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলনে নারীর উন্নয়নের ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে একটি কার্যপরিকল্পনা গৃহীত হয় যা সংক্ষেপে পিএফএ (Platform for Action) নামে অভিহিত হয়। জাতিসংঘের ৫০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২৪৬টি অনুচ্ছেদ সম্বলিত এই কর্মপরিকল্পনায় নারীর ক্ষমতায়নকে অন্যতম এজেন্ডা হিসেবে ধরা হয়েছে।

৩.৯ বিশ্ব পার্লামেন্টে নারী প্রতিনিধি

ভোটাধিকার প্রয়োগের মধ্য দিয়ে বিশ্বে নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ইতিহাস শুরু হয়। ১৮৯৩ সালে নিউজিল্যান্ড কর্তৃক এই ইতিহাসের সূচনা। পার্লামেন্টে ১৯২৮ সালে প্রথম নারী প্রতিনিধিত্বের

সূচনা ঘটে ইংল্যান্ডে। রাষ্ট্রের শীর্ষ পর্যায়ে নারীর আগমন ঘটে শ্রীলংকায় ১৯৬০ সালে শ্রীমাভো বন্দর নায়েকের প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে। আর্জেন্টিনার ইসাবেলা পেরন হন বিশ্বের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট। রাজনীতির সকল ক্ষেত্রে এ সময় নারীর পদচারণা ছিল খুবই সীমিত। ১৯৭৫ সালে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্বনারী সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের বিষয়টি আলোচনার অগ্রভাগে উঠে আসে। বৈশ্বিক পর্যায়ে পার্লামেন্টে নারী প্রতিনিধিত্বের হার তখন ছিল ১০.৯ শতাংশ। পরবর্তীতে নাইরোবীতে তৃতীয় বিশ্বনারী সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের বিষয়ে একটি কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষেত্রে সচেতনতার সৃষ্টি হয়। তখন থেকেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার এবং পার্লামেন্ট রাজনৈতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতায়নের ক্ষেত্রে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়।

বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্রের প্রসারে এবং বৈশ্বিক পর্যায়ে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে বিশ শতাব্দীর শেষ দশকে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে একটা নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। পশ্চিমাদেশে বিশেষত স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ও পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহে অষ্টম দশকের পর থেকে নারীরা ব্যাপকহারে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছে (সালমা খান,২০০৬ পৃ:৪২)। পার্লামেন্টে প্রতিনিধি হিসেবে নারীর অংশগ্রহণের হার স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশসমূহে সবচেয়ে বেশি। তবে বর্তমান শতকের শুরুতেও কোনো কোন দেশে নারী প্রতিনিধিত্ব ছিল না। যেমন: কুয়েতে ২০০৫ সালের মে মাসে নারীরা ভোটাধিকার প্রাপ্ত হয়।

সাধারণত দুটি পদ্ধতিতে নারী পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পায়। একটি হলো, রাজনৈতিক দলগুলোকে আইনের মাধ্যমে নারী আসনে নির্দিষ্টসংখ্যক আসন বরাদ্দ দেয়ার জন্য বাধ্য করা। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের গঠনতন্ত্রে নির্দিষ্টসংখ্যক আসন নারীদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয় যেন নারী প্রার্থীরা প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে পার্লামেন্টে আসতে পারে। অধিকাংশ ইউরোপীয় দেশে সংসদের মোট আসনের নির্দিষ্টসংখ্যক আসন নারীদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে যেন তাঁরা (মহিলা সদস্যগণ) প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন। নেপাল, তাঞ্জানিয়া, আর্জেন্টিনা, রুয়ান্ডা প্রভৃতি দেশে রাজনৈতিক দলগুলো আইনের মাধ্যমে নির্দিষ্টসংখ্যক আসনে নারী প্রার্থী মনোনয়নে বাধ্য করা হয়েছে। তবে অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, দুটি পদ্ধতির সংমিশ্রণে অর্থাৎ স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন প্রচলন ও প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে

আনুপাতিক হারে নারীর জন্য মনোনয়ন নির্দিষ্টকরণের মাধ্যমেই রাজনীতিতে নারীর ন্যূনতম কাম্য পর্যায়ের প্রতিনিধিত্ব যাকে 'ক্রিটিক্যাল মাস' বলা হয়ে থাকে (৩০ শতাংশ), তা সম্ভব (সালমা খান ২০০৬, পৃ:৪৯)। নারী সদস্যের সংখ্যা ৩০ শতাংশ বা তদুর্ধে থাকলে সমগ্র মন্ত্রীসভা, আইনসভায় রাজনৈতিক দলের সমর্থন, রাজনৈতিক অঙ্গিকারসহ নারী ইস্যুতে অগ্রগতি সাধন সম্ভব। এর মাধ্যমে নারী উন্নয়নমুখী আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক পরিবেশও গড়ে তোলা সম্ভব। অধিক সংখ্যক নারী সদস্যদের কারণে নরওয়ে, আইসল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড ইত্যাদি দেশগুলোতে রাজনৈতিক অঙ্গীকার পূরণের পৃষ্ঠপোষকতা করার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

১৯৯২ সালে জাতিসংঘের একটি সংগঠন UN Division for Advancement of Women (UNDAW) কর্তৃক সম্পাদিত একটি সমীক্ষার প্রতিবেদন অনুযায়ী সরকার, রাজনৈতিক ও পার্লামেন্টে নারীর অংশগ্রহণ ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ হলে নারীর সমস্যা ও অগ্রগণ্যতা রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যথাযথ গুরুত্ব, বিবেচনা ও গ্রহণযোগ্যতা পেতে পারে; অর্থাৎ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য সকল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে তাদের ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ প্রতিনিধি আবশ্যক (হোসেন ও মাসুদুজ্জামান সম্পাদিত,২০০৩ পৃ: ৪৬)। সিডও সনদে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কার্যকর ক্ষমতা অর্জনের জন্য সংসদে নারীর আসন ন্যূনতম ৩৩ শতাংশে উন্নীত করার কথা বলা হয়েছে।

জাতিসংঘ মনে করে, নির্বাচনে এক-তৃতীয়াংশ নারী নেতৃত্ব না থাকলে সে দেশের নারীরা কোনো ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে না। জাতিসংঘের চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলনে রাজনীতিতে নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির বিষয়ে অনেক দেশ একমত পোষণ করেন। Southern African Development Community (SADC) দেশসমূহ পার্লামেন্টে নারী প্রতিনিধিদের সংখ্যা কমপক্ষে ৩০ শতাংশ করার লক্ষ্য স্থির করেছে ২০০৫ সালে। ইতিবাচক পদক্ষেপের কারণে দক্ষিণ আফ্রিকা, মোজাম্বিক, নামিবিয়া, উগান্ডা ও ইরিত্রিয়ার পার্লামেন্টে নারী প্রতিনিধিত্বের হার ২২ থেকে ৩৩ শতাংশ। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং মোজাম্বিকে রাজনৈতিক দলগুলোই সাধারণ নির্বাচনে নির্দিষ্টসংখক নারী প্রার্থী মনোনয়নের ব্যবস্থা করে থাকে।

পার্লামেন্টে নারী প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বহন করে ইউরোপের দেশগুলো।

নিউজিল্যান্ডের নারীরা ১৯১৯ সালে পার্লামেন্টে অংশগ্রহণের অধিকার পায় এবং ১৯৩৩ সালে প্রথম

নারী সদস্য পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব অর্জন করে। ১৯৪৭ সালে নারী প্রথমবার ক্যাবিনেটের সদস্য হন। নিউজিল্যান্ডে ১৯৯৭ সালে প্রথমবারের মত নারী প্রধানমন্ত্রীত্ব অর্জন করে।

নিউজিল্যান্ডে নারীর রাজনৈতিক অধিকার ও প্রতিনিধিত্ব

সময়কাল	ঘটনা প্রবাহ
১৮৯৩	নারীর ভোটাধিকার অর্জন
১৯১৯	আইন সভায় নারীর প্রতিনিধিত্বের অধিকার অর্জন
১৯৩৩	আইন সভায় প্রথম নারী প্রতিনিধিত্ব
১৯৪৭	কেবিনেটে প্রথম নারী প্রতিনিধিত্ব
১৯৯৩	রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে প্রথম নারী
১৯৯৭	প্রধানমন্ত্রীত্বে প্রথম নারী

Source: www.campaignformmp.org.nz/sites/.../fact-sheet-women-and-mmp.pdf

অস্ট্রেলিয়ান লেবার পার্টি (ALP) ১৯৮১ সালে অভ্যন্তরীণ দল ব্যবস্থায় ২৫ শতাংশ নারী সদস্য মনোনয়ন দিতে সম্মত হয়েছে। ১৯৯৪ সালে ALP সকল নির্বাচনে ৩৫% কোটা নারীদের জন্য বাধ্যতামূলক করে। এই কোটা সুবিধায় ১৯৯৪ সালের নির্বাচনে অস্ট্রেলিয়ান পার্লামেন্টে নারী প্রতিনিধিত্বের হার ছিলো ১৪.৫ শতাংশ এবং ২০১০ এর নির্বাচনে এ হার দাড়াঁয় ৩৫.৬ শতাংশে। ২০১২ সালের জানুয়ারিতে ALP প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে যেখানে ৪০ শতাংশ নারী এবং ৪০ শতাংশ পুরুষ এবং বাকি ২০ শতাংশ যে কোন লিংগ (পুরুষ বা নারী) দ্বারা পূরণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়। এখানে পার্টিগুলোর মধ্যে ৫০ শতাংশ কোটা নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটা নৈতিক চাপ অব্যাহত রয়েছে।

অস্ট্রেলিয় কমনওয়েলথ-এ নারী প্রতিনিধি

পার্লামেন্ট	ভোটাধিকার	প্রতিনিধিত্বের অধিকার	নিম্নকক্ষে প্রথম প্রতিনিধিত্ব	উচ্চকক্ষে প্রথম প্রতিনিধিত্ব
কমনওয়েলথ	১৯০২ (বি)	১৯০২	১৯৪৩	১৯৪৩

স্টেট

স্টেট	ভোটাধিকার	প্রতিনিধিত্বের অধিকার	নিম্নকক্ষে প্রথম প্রতিনিধিত্ব	উচ্চকক্ষে প্রথম প্রতিনিধিত্ব
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া	১৮৯৪	১৮৯৪	১৯৫৯	১৯৫৯
পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া	১৮৯৯	১৯২০	১৯২১	১৯৫৪
নিউ সাউথ ওয়েলস	১৯০২	১৯১৮	১৯২৫	১৯৫২
তাসমানিয়া	১৯০৩	১৯২১	১৯৫৫	১৯৪৮
কুইন্সল্যান্ড	১৯০৫	১৯১৫	১৯২৯	-
ভিক্টোরিয়া	১৯০৮	১৯২৩	১৯৩৩	১৯৭৯

***Source:*http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1415/WomanAustParl**

সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারীকে সম্পৃক্ত করার জন্য **নরওয়ে** সরকারি ও বেসরকারী সকর প্রকার পরিচালনা পর্ষদ ও বোর্ড কমিটি ইত্যাদিতে ন্যুনতম ৪০ শতাংশ নারীর প্রতিনিধিত্ব আবশ্যকীয় করে এবং তা ২০০৫ এর মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য লক্ষ্য স্থির করে। এ ধরনের বিভিন্ন বৈপ্লবিক নীতির কারণে নরওয়েকে নারী-পুরুষের সমতার স্বর্গ বলা হয়ে থাকে। ২০০৬ সালের দিকে নরওয়েতে মন্ত্রীদের মধ্যে ৪৭ শতাংশ এবং সংসদ সদস্যদের ১৪ শতাংশ ছিলো নারী।

বর্তমানে **ফ্রান্সের** সিনেটে নারী প্রতিনিধিত্বের হার ১৭ শতাংশ। একই সময়ে বেলজিয়ামের হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভ এ নারী প্রতিনিধিত্বের হার ১২.২ থেকে ৩৫.৫ শতাংশ। উভয় দেশেই নির্বাচন সংক্রান্ত আইনের মাধ্যমে রাজনৈতিক দল কর্তৃক নারীকে নির্বাচনে মনোনয়ন দিতে বাধ্য করা হয়েছে।

ফ্রান্সে ২০০০ সালে এবং বেলজিয়ামে ২০০২ এ আইন পাশ হয়। এই নির্বাচনী আইনে নির্বাচনী তালিকায় সমানসংখ্যক নারী-পুরুষের অন্তর্ভুক্তকরণের বিধান রাখা হয়েছে । ফ্রান্সের কিছু রাজনৈতিক দল আইনের এ বিধান সার্থকভাবে কার্যকর করেছে। এই আইন মান্যতার কারণে নারী প্রতিনিধিত্বের হার পরবর্তী নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। অর্থাৎ এ হার ১১ শতাংশ থেকে ১৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

বিশ্বের একটি অন্যতম প্রধান এবং প্রাচীন গণতান্ত্রিক দেশ হচ্ছে **গ্রেট ব্রিটেন**। গণতন্ত্রের সূতিকাগার হিসেবে পরিচিত এই দেশটি।ব্রিটেনের আইনসভা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট। ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত কমন্সসভার নির্বাচনে ৩০৭জন সাংসদদের মধ্যে ৭৭জন (২৪.৬%) নারী সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। যদিও এরপর ২জন নারী সংসদ সদস্য পদত্যাগ করেন। নির্বাচিত ৭৭জনের মধ্যে New Democratic Party (NDP) থেকে ৩৯জন Bloc Quebecois থেকে ১জন Liberal থেকে ৭জন, Conservative থেকে ২৯জন এবং Green Party থেকে ১জন।

সারণি ৩.২: বিভিন্ন সালে ব্রিটেনের কমন্স সভায় নির্বাচিত নারী সংসদ সদস্যদের সংখ্যা এবং শতকার হার

নিম্নে তুলে ধরা হলো:

বছর	মোট আসন সংখ্যা	নির্ধারিত নারীর সংখ্যা	নির্বাচিত নারীর শতকরা হার	মন্তব্য
১৯৮৪	২৮২	২৭	৯.৬ %	
১৯৮৮	২৯৫	৩৯	১৩.৩ %	
১৯৯৩	২৯৫	৫৩	১৮ %	
১৯৯৭	৩০১	৬২	২০.৬ %	
২০০০	৩০১	৬২	২০.৬ %	

২০০৪	৩০৮	৬৫	২০.১ %	
২০০৬	৩০৮	৬৪	২০.৮ %	
২০০৮	৩০৮	৬৮	২২.১ %	
২০১১	৩০৭	৭৭	২৪.৬ %	

Source: http://www.part.gc.ca/information/library/PRBpubs/prob562-e.htm

সারণি ৩.৩: নিম্নে ২০০৮ এবং ২০১১ সালের গ্রেট ব্রিটেন নির্বাচনে রাজনৈতিক দল থেকে মনোনয়নকৃত নারী

সদস্যদের সংখ্যা এবং শতকরা হার তুলে ধরা হলো:

রাজনৈতিক দলের নাম	নারী প্রার্থীর সংখ্যা (২০১১)	নারী প্রার্থীর % (২০১১)	নারী প্রার্থীর সংখ্যা (২০০৮)	নারী প্রার্থীর % (২০০৮)
Quebecois	২৪	৩২%	২০	২৮%
Conservative	৬৮	২২.১%	৬৩	২০%
Likeral	৯০	২৯.২%	১১৩	৩৭%
New Democratic Party	১২৪	৪০.২%	১০৪	৩৪%
Green	৯৯	৩২.৫%	৯০	২৯.৭%

Source: http://www2.part.gc.ca/sites/Lop/HFER/hfer.asp?Language=F&Search=Women Election

আলবেনিয়া ইউরোপের দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম, যার ৬৫ শতাংশ জনগণই মুসলমান। ১৯৯০ সালের আগ পর্যন্ত সংসদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সদস্য ছিলো নারী। বর্তমানে ১৪৪জন সাংসদদের মধ্যে মাত্র ১১জন মহিলা (২০০৬ এর এক হিসাব মতে)।

দক্ষিণ **আমেরিকার** প্রায় ১১টি দেশের আইন সভায় কোটা পদ্ধতি রয়েছে। এর মধ্যে কোনো কোনো দেশে ২০ শতাংশের উপর নারী সংসদ সদস্য রয়েছে (আর্জেন্টিনা, কোস্টারিকা, মেক্সিকো)। কিছু রাজনেতিক দল স্বেচ্ছাধীনভাবে দল ব্যবস্থায় কোটা পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করে। উত্তর আমেরিকার একটি অন্যতম প্রধান দেশ কানাডা। পূর্বে এই দেশটিতে নারী প্রতিনিধিত্বের হার কম ছিল। ১৯৭০ সালের পর নারী প্রতিনিধিত্বের হার কিছুটা বৃদ্ধি পায়, নব্বই পরবর্তীতে এ হার বাড়তে থাকে। ২০১৩ সালের

(মার্চ) হিসেব মতে কানাডার আইনসভার উচ্চকক্ষ সিনেটের মোট ১৪২জন সদস্যের মধ্যে নারী সিনেটরের সংখ্যা ছিলো ৩৮জন (৩৬.১%) এবং ২০১১ সালের মে মাসে নিম্নকক্ষে ৩০৮জন সদস্যের মধ্যে নারী প্রতিনিধির সংখ্যা ছিলো ৭৬জন।

১৩ টি রাজ্য ও ৩টি অঞ্চল নিয়ে **মালয়েশিয়া** ফেডারেশন গঠিত। এর মধ্যে ৯টি সুলতান ও ৪টি রাজ্য গভর্নর কর্তৃক শাসিত। মালয়েশিয়ায় সাংবিধানিক রাজতন্ত্র বিদ্যমান। মালয়েশিয়ায় সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় আইনসভা দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট। এখানে ১৯৫৫ সালে নারী প্রতিনিধিত্বের হার ছিল ২% যা ১৯৯৯ সালে গিয়ে দাড়ায় ১০.৩৬ এ। ২০০২ সালে ৩জন নারী পূর্ণ মন্ত্রিত্ব অর্জন করেন।

সারণি ৩.৪:নিম্নে মালয়েশিয়ার পার্লামেন্টে ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত নারী প্রতিনিধিত্ব তুলে ধরা হলো

নির্বাচনের সাল	১৯৫৫	১৯৫৯	১৯৬৪	১৯৬৯	১৯৭৪	১৯৭৮	১৯৮২	১৯৮৬	১৯৯০	১৯৯৫	১৯৯৯
মোট সংসদীয় আসন	৫২	১০৪	১০৪	১৪৪	১৫৪	১৫৪	১৭৭	১৮০	১৯২	১৯২	১৯৩
মহিলা	১	৩	৩	২	৫	৭	৮	৭	১১	১৫	২০
শতকরা	২.০০	২.৯০	২.৯০	১.৩৮	৩.২৫	৪.৫৪	৫.১৯	৩.৯৫	৬.১১	৭.৮০	১০.৩৬

Source: Women in Politices: Reflection from Malaysia, wan Azizah (translated),International IDED, LOOL, Women in Parliamant, Stockholm(http:/www.idea.int)

পাকিস্তানে ১৯৭৩ সালে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন ছিল ১০টি। পরবর্তীকালে ১৯৮৫ সালে জাতীয় পরিষদে মহিলাদের সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে ২০টিতে উন্নীত করা হয়। ১৯৭৭ সালে সিনেটে ৬৩জন সদস্যের মধ্যে ৩জন ছিলেন নারী। ১৯৮৮ সালের নির্বাচনে ২৪জন নারী জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হলেও মাত্র ১জন নারী সিনেটে নির্বাচিত হতে সক্ষম হন। ১৯৯৭ সালের নির্বাচনে ৬ জন নারী নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত হন। পরে ২জন নারী সিনেট কর্তৃক সংসদ সদস্য পদে মনোনয়ন লাভ করেন।

শ্রীলংকার জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে। ১৯৩১ সাল থেকে শ্রীলংকার পার্লামেন্টে নারী সদস্যদের আগমন ঘটে। ১৯৭১ সালে শ্রীলংকার আইন সভায় মাত্র ৬জন নারী সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

নেপালে ২০০৫ সালে পরিবর্তিত নির্বাচনী আইনে রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধনের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫% আসন নারী প্রার্থীর মনোনয়ন বাধ্যতামূলক করা হয় (ইকবাল, ২০১১, *পৃ:৬৮)*। এই প্রক্রিয়ায় ২০০৮ সালে নেপালে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে ৫৯৪টি আসনে মধ্যে ১৯৭টি আসনের নারী প্রার্থী সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয় (ইকবাল, ২০১১, *পৃ:৬৮)*।

ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। স্বাধীনতা অর্জনের ৫৮ বছরের মধ্যে মোট ১৫টি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এখন পর্যন্ত ভারতের পার্লামেন্টে নারী প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা আশানুরূপ নয়। যদিও ভারতের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত লোকসভা নির্বাচনে মোট ৭১০ মিলিয়ন ভোটারের মধ্যে ৩৪০ মিলিয়ন ভোটার ছিল নারী। কিন্তু এ নির্বাচনে নারী প্রতিনিধিত্বের হার ছিল মাত্র ১০.৮২%।

সারণি ৩.৫: নিম্নে ভারতের ১৫টি লোকসভা নির্বাচনে নারী প্রতিনিধিত্বের হার তুলে ধরা হলো

লোকসভা	মোট আসন সংখ্যা	মোট নারী অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	মোট নির্বাচিত নারীর সংখ্যা	মোট আসনের শতকরা হার (%)	মোট নারী প্রার্থীর অংশগ্রহণের শতকরা হার (%)
১ম-১৯৫২	৪৮৯	-	-	-	-
২য়-১৯৫৭	৪৯৪	৪৫	২২	৪.৪৫	৪৮.৮৯

৩য়-১৯৬২	৪৯৪	৬৬	৩১	৬.২৭	৪৬.৯৭
৪র্থ- ১৯৬৭	৫২০	৬৭	২৯	৫.৫৭	৪৩.২৮
৫ম-১৯৭১	৫১৮	৮৬	২১	৪.০৫	২৪.৪১
৬ষ্ঠ-১৯৭৭	৫৪২	৭০	১৯	৩.৫০	২৭.১৪
৭ম-১৯৮০	৫৪২	১৪৩	২৮	৫.১৬	১৯.৫৮
৮ম-১৯৮৪	৫৪২	১৬২	৪২	৭.৭৪	২৫.৯৩
৯ম-১৯৮৯	৫৪৩	১৯৮	২৯	৫.৩৪	১৪.৬৪
১০ম-১৯৯১	৫৪৩	৩২৬	৩৭	৭.১০	১১.৩৫
১১তম-১৯৯৬	৫৪৩	৫৯৯	৪০	৭.৩৬	৬.৬৮
১২তম-১৯৯৮	৫৪৩	২৭৪	৪৩	৭.৯১	১৫.৬৯
১৩তম-১৯৯৯	৫৪৩	২৮৪	৪৯	৯.০২	১৭.২৫
১৪তম-২০০৪	৫৪৩	৩৫৫	৪৫	৮.২৯	১২.৬৭
১৫তম-২০০৯	৫৪৩	৫৫৬	৫৯	১০.৮২	১০.৬১

Source:http://azgaralimd.blogspot.com/2012/12/women-representation-in-indian.html

৩.১০ উপসংহার

নারীবাদী বিভিন্ন তত্ত্ব, নারীবাদী আন্দোলন, জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত সনদ, উদ্যোগ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের ইতিবাচক পদক্ষেপের কারণে বিশ্বব্যাপী আইনসভায় নারী প্রতিনিধিত্বের হার ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক দল কর্তৃক নির্বাচনে নির্দিষ্টসংখ্যক নারীর অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা এক্ষেত্রে সুফল বয়ে আনছে। বিশ্বব্যাপী মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, সেক্রেটারি অব স্টেট, ডেপুটি সেক্রেটারি অব স্টেট পদে নারীর অংশগ্রহণ ঘটেছে। জাতিসংঘের সচিবালয়ের ঊর্ধ্বতন নীতি নির্ধারণী পদগুলোতে

নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বব্যাপী নীতিনির্ধারণী পদে নারীদের এই সরব পদযাত্রা ক্রমবর্ধমান বাস্তবতা। বিভিন্ন দেশের মধ্যকার আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, আইনগত, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি অবস্থার ভিন্নতায় রাজনৈতিক অঙ্গন ও নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণের মাত্রাগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রের আইনসভা কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্যের ভিত্তিতে আন্তঃপার্লামেন্টারি ইউনিয়ন কর্তৃক সংকলিত জরিপ, ১লা এপ্রিল ২০১৩ অনুযায়ী (women-representation-in-indian.html)- রুয়ান্ডায় নারী প্রতিনিধিত্বের হার সবচেয়ে বেশি। এ হার ৫৬%। নারী প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে পরবর্তী শীর্ষস্থানীয় দেশগুলো হলো সুইডেন ৪৬%, কিউবা ৪৩%, ফিনল্যান্ড ৪২%, আর্জেন্টিনা ৪০%। ইউরোপের কিছু দেশে নারী প্রতিনিধিত্বের হার ৩০% উপর। সমাজতান্ত্রিক দেশে নারী প্রতিনিধিত্বের দিক থেকে শীর্ষে আছে কিউবা। দ্বিতীয় স্থানে ভিয়েতনাম ২৬% এবং চায়না ২১% নিয়ে তৃতীয় স্থানে। অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কর্তৃক কোটা বাধ্যতামূলক করায় সেখানে নারী প্রতিনিধিত্বের হার ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। মুসলিম দেশগুলোর সংবিধানে নারী অধিকার স্বীকৃত হলেও ধর্মীয় কুসংস্কার ও সংস্কৃতির প্রবাহমানতা নারী প্রতিনিধিত্বের মাত্রাকে সীমিত রেখেছে। এশিয়ায় নারী নেত্রীরা সাধারণত পারিবারিক উত্তরাধিকার সূত্রে রাজনীতিতে প্রবেশ করেছেন। কারো ক্ষেত্রে পিতা, কারো ক্ষেত্রে স্বামীর রাজনীতির ঐতিহ্য তাঁদের রাজনীতিমুখী করেছে। এদের কাতারে রয়েছেন পাকিস্তানের বেনজির ভুট্টো, বাংলাদেশের খালেদা জিয়া, শেখ হাসিনা, বার্মার অং সাং সূচি, ইন্দোনেশিয়ার মেঘবতী সুকর্ণপুত্রী, শ্রীলংকার শ্রীমাভো বন্দরনায়েক, ভারতের ইন্দিরা গান্ধী প্রমুখ। এরা সবাই রাজনীতিতে সাফল্য দেখাতে চেষ্টা করেছেন। সামরিক শাসনের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করার ইতিহাস অনেকের রয়েছে। এশিয়াভুক্ত বিভিন্ন দেশ নারী নেতৃত্বের ইতিহাস ধারণ করলেও দেশের আইনসভা ও দলীয় কাঠামোতে নারীর অবস্থা নগণ্য। ফলে লিঙ্গবৈষম্য নিরসন বা লিঙ্গসংবেদনশীল রাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে রাষ্ট্র উচ্চমানের সাংগঠনিক দক্ষতা দেখাতে সক্ষম হয়নি। সার্কভুক্ত দেশসমূহে নেপাল ছাড়া কোথায়ও পার্লামেন্টে নারী প্রতিনিধিত্বের হার ৩০% উপরে উঠেনি। সার্কভুক্ত অঞ্চলের পার্লামেন্টে নারী প্রতিনিধিত্বের হার নেপালে ৩৩%, পাকিস্তানে ২২.৫%, বাংলাদেশে ১২% এবং ভারতে ১০%। যুগের মাপকাঠিতে এ সংখ্যা যথেষ্ট নয়। গণতন্ত্রায়ন এবং ভারসাম্যমূলক প্রতিনিধিত্বের স্বার্থে রাজনৈতিক দল কর্তৃক সন্তোষজনক হারে নারীদের অন্তর্ভুক্তির কোনো বিকল্প নেই। রাজনীতির শীর্ষ পর্যায়ে তথা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অবস্থান নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ করতে এবং আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়নেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

আল-মামুন, মো: আব্দুল্লাহ, *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা: সমস্যা ও প্রসার (১৮৭১-১৯১৪)*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, জুন ২০০৮।

ইকবাল, আছমা বিন্‌তে, *বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসন ও নারীর ক্ষমতায়ন: একটি মূল্যায়ন*, পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, এপ্রিল ২০১১।

ইসলাম, মাহমুদা, *বাংলাদেশের নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন*, সেলিনা ও মাসুদুজ্জামান (সম্পাদিত), রাজনীতি ও আন্দোলন, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা: ২০০৩।

ইত্তেফাক, ৬ মার্চ ২০১০।

খান সালমা, *বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা*, ঢাকা: সূচীপত্র, , আগস্ট ২০০৬।

চৌধুরী, ফারাহ দীবা, বিশ্বনারী সম্মেলন ও বাংলাদেশের নারী, আল মাসুদ হাসানুজ্জামান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০২।

পারভীন, আলেয়া, *নারী ও রাজনীতি*, ঢাকা: মনন পাবলিকেশন্স, নভেম্বর, ২০০৮।

প্রথম আলো, ৮ মার্চ ২০১০।

বেগম, মালেকা, *বাংলার নারী আন্দোলন*, ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৯।

বেগম, মালেকা ও হক, সৈয়দ আজিজুল, *আমি নারী: তিনশ বছরের বাঙালী'র ইতিহাস*,ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০১।

যুগান্তর, ৮ মার্চ ২০১০

http://azgaralimd.blogspot.com/2012/12/women-representation-in-indian.html

Web Address: http://www.un.org/

Web Address: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

সংসদে নারী প্রতিনিধিত্বের কার্যক্রম

৪.১ ভূমিকা

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ একটি অন্যতম নীতিনির্ধারণী প্রতিষ্ঠান। দীর্ঘ আন্দোলনের মাধ্যমে ১৯৯০ সালে স্বৈরাচারের পতনের পর গঠিত পঞ্চম ও সপ্তম সংসদ বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক রাজনীতি বিকাশের পথে বিশেষ দায়িত্ব পালন করে। নানা কারণেই পঞ্চম ও সপ্তম সংসদ রাজনীতি বিশ্লেষকদের দৃষ্টি আর্কষণ করে, যার মধ্যে অন্যতম ছিল দুটি সংসদেই সংসদনেতা ও বিরোধীদলীয় নেতা উভয়েই ছিলেন নারী। সমতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনে প্রয়োজন নারী-পুরুষের যথাযথ ও কার্যকর অংশগ্রহণ। পঞ্চম ও সপ্তম সংসদে সংরক্ষিত আসনের নারী সংসদ সদস্য ও সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত নারী সংসদ সদস্যগণের সংসদের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ পর্যালোচনার মাধ্যমেই নারী প্রতিনিধিদের অবস্থান নিরূপণ সম্ভব। বর্তমান অধ্যায়ে পঞ্চম ও সপ্তম সংসদে নারী সদস্যদের সংসদ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৪.২ সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থায় নারী

আধুনিক সংসদীয় ব্যবস্থার সাথে কমিটি ব্যবস্থা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সরকার পদ্ধতি রাষ্ট্রপতি বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত যাই হোক না কেন কমিটি ছাড়া কোনো সরকার ব্যবস্থাই কাজ করতে পারেনা। সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার শক্তিশালী মাধ্যম হলো সংসদের কমিটিব্যবস্থা। আধুনিক সংসদ কমিটিব্যবস্থা ব্যতীত অকল্পনীয়। বাস্তব প্রয়োজনেই সংসদের কমিটিগুলো কাজ করে। যৌথভাবে বৃহত্তর সংসদের পক্ষে সবকিছু পর্যালোচনা ও নিরীক্ষা করা সম্ভব নয়। একারণেই কমিটি- ব্যবস্থার জন্ম। কমিটিগুলোকে বলা হয় 'মিনি পার্লামেন্ট'। প্রকৃতিগতভাবে কমিটিগুলো দুই ধরনের হয়ে থাকেঃ

ক) স্থায়ী কমিটি

খ)অস্থায়ী বা বিশেষ কমিটি

কমিটিব্যবস্থা পার্লামেন্টের মান ও যোগ্যতার পরিচায়ক। যে দেশের কমিটিব্যবস্থা যত শক্তিশালী ও কার্যকর সে দেশের পার্লামেন্টও ততো বেশি স্বার্থক ও গতিশীল বলে মনে করা হয়। এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Morries Jones এর মতে- A legislature may be known by the committee it keeps। বিভিন্ন কমিটি কত দক্ষতা ও যোগ্যতার সঙ্গে কাজ সম্পন্ন করে তা যাচাই করে পার্লামেন্টের অগ্রগতি ও সাফল্যর উপর নিরূপণ করা সম্ভব।

বাংলাদেশের সকল সংসদে কমিটি ব্যবস্থা সফলভাবে কাজ করতে না পারলেও ৫ম সংসদে ৪৯টি স্থায়ী কমিটি ও ৬৩টি সাবকমিটি কাজ করেছে (Al Masud Hassanuzzaman, Role of Opposition in Bangladesh Politics,1998,p.159)। বিভিন্ন কমিটির সদস্যদের মধ্যে বিশেষ করে সরকারি অনিয়ম ও দুর্বলতা নিয়ে দলমত নির্বিশেষে আগ্রহ ও আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করার ঐতিহ্য রয়েছে। পঞ্চম সংসদের স্থায়ী কমিটিসমূহের ক্ষেত্রে দেখা গেছে বিভিন্ন কমিটির সরকার দলীয় সদস্যরাও সরকারি পদক্ষেপের সমালোচনা করতে কুণ্ঠিত হননি। সকল দলের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ভাল বোঝাপড়া, সহনশীলতা ও সৌজন্যমূলক আবহ তৈরি করেছেন। সদস্যদের প্রতি সরকারি কর্মকর্তাদের অশোভন ও অসৌজন্যমূলক আচরণের প্রতিবাদ ও নিন্দা করেছেন। এসবের ফলে সংসদীয় কমিটিসমূহের মর্যাদা বৃদ্ধি ও সফলভাবে কাজ করা সহজতর হচ্ছে (জালাল ফিরোজ, পার্লামেন্ট কিভাবে কাজ করে)। সংসদীয় কার্যক্রমের এই গুরুত্বপূর্ণ অংশ কমিটিসমূহে নারী প্রতিনিধি স্বল্প থাকায় তারা তেমন কোনো ভূমিকা পালনে সক্ষম হন না। স্থায়ী কমিটি ও সাবকমিটিতে নারীদের প্রতিনিধিত্ব হতাশাব্যঞ্জক। কোনো কোনো গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতে কখনো নারী সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। নিম্নে ৫ম সংসদের অধিবেশন অনুযায়ী গঠিত কমিটি, মোট সদস্য এবং নারী সদস্যদের তালিকা দেয়া হলো-

সারণি ৪.১ : ৫ম জাতীয় সংসদে গঠিত কমিটি ও নারী সদস্য

অধিবেশন	কমিটি	মোট সদস্য	নারী সদস্য	নারী সদস্যের নাম
প্রথম	কার্য উপদেষ্টা কমিটি (বিধি ২১৯)	১৫	০৩	খালেদা জিয়া শেখ হাসিনা বেগম ফরিদা রহমান
	সংসদ কমিটি(বিধি ২৪৯)	১২	০১	রাবেয়া চৌধুরী
	বেসরকারী সদস্যদের বিল এবং বেসরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি(বিধ ২২২)	১০		
দ্বিতীয়	সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি(বিধি ২৩৯)	১০		
	সরকারি হিসাব সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি(বিধি ২৩৪)	১৫	০১	জাহানারা বেগম
	আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি(বিধি২৪৭)	১০		
	কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি(বিধি২৬৪)	১২		
	অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি(বিধি ২৩৬)	১০		
	বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি(বিধি২৪০)	১০	০২	খালেদা জিয়া শেখ হাসিনা
	বিশেষ কমিটি(বিধি ২৬৬)	১৫	০১	শেখ হাসিনা
	বাছাই কমিটি(২২৫)-১	১৫		
	বাছাই কমিটি(২২৫)-২	১১		
তৃতীয়	স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০		
	ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০		
	শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০১	খুরশীদ জাহান হক
	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০		
	যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০		
	শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০১	শামসুন নাহার খাজা আহসান উল্লাহ
	শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী	১০	০১	খালেদা জিয়া

	কমিটি			
	সংস্কৃতি বিষয়াবলী সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০৬	অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম শামসুর নাহার আহমেদ ফাতেমা চৌধুরী পারু রেবেকা মাহমুদ রাশিদা খাতুন মিসেস শাহিন আরা হক
	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০১	ফরিদা হাসান
	সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০২	খালেদা জিয়া সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী
	ডাকও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০		
	সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০		
	খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০		
	মৎস ও পশুপালন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০১	ফরিদা রহমান
	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০১	সেলিনা রহমান
	বস্ত্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০১	রাবেয়া চৌধুরী
	পূর্তমন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০		
	অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০		
	তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০১	কে. জে. হামিদা খানম
	পরিকল্পণা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০		
	বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০২	লুৎফুন নেসা হোসেন বানী আশরাফ
	ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০১	রওশন ইলাহী

	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০৫	মিসেস সারওয়ারী রহমান মতিয়া চৌধুরী রোজী কবীর সেলিনা শহীদ আনোয়ারা হাবীব
	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০১	রওশন আরা হেনা
	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০		
	এনার্জি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০		
	পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০		
	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০১	রহিমা খন্দকার
	কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০১	মিসেস ম্যামচিং
	ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০১	আছিয়া রহমান
	মহিলাবিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০৬	সরওয়ারী রহমান সাহেদা সরকার নূরজাহান ইয়াসমীন হামিদা খাতুন সৈয়দা নার্গিস আলী হাফেজা আসমা খাতুন
	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০		
	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০১	খালেদা জিয়া
	সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি (বিধি ২৪৫)	০৮		
	বিশেষ কমিটি (বিধি২৬৬)-১	১৫	০১	মতিয়া চৌধুরী
	বিশেষ কমিটি (বিধি২৬৬)-২	১৫		
	কার্যউপদেষ্টা কমিটি(বিধি২১৯)	১৪	০৩	খালেদা জিয়া শেখ হাসিনা ফরিদা রহমান
	কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২		
	বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০২	খালেদা জিয়া

				শেখ হাসিনা
চতুর্থ	পিটিশন কমিটি(বিধি২৩১)	১০	০১	ফরিদা হাসান
	লাইব্রেরী কমিটি(বিধি২৫৭)	১০	০১	মতিয়া চৌধুরী
পঞ্চম	কোনো কমিটি গঠিত হয় নি			
ষষ্ঠ	ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০		
	খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০		
সপ্তম	কোনো কমিটি গঠিত হয় নি			
অষ্টম	যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০		
নবম	কোনো কমিটি গঠিত হয় নি			
দশম	বিশেষ কমিটি(বিধি২৬৬) সরকারী সদস্য	৭		
	বিশেষ কমিটি(বিধি২৬৬) বেসরকারী সদস্য	৭	১	সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী
	স্থায়ী কমিটির রদবদল			
একাদশ	কোনো কমিটি গঠিত হয় নি			
দ্বাদশ	বিশেষ কমিটি(বিধি২৬৬)	৭		
ত্রয়োদশ	সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৫		
	বেসরকারী সদস্যদের বিল এবং বেসরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি	১০		
চতুর্দশ	কোনো কমিটি গঠিত হয়নি			
পঞ্চদশ	কোনো কমিটি গঠিত হয়নি			
ষষ্ঠদশ	কোনো কমিটি গঠিত হয়নি			
সপ্তদশ	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০২	ফরিদা হাসান খুরশীদ জাহান হক
	তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কীত স্থায়ী কমিটি	১০	০১	কে.জে. হামিদা খানম
	এনার্জি ও খনিজসম্পদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কীত স্থায়ী কমিটি	১০		
	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কীত স্থায়ী কমিটি	১০		
অষ্টাদশ	কমিটি রদবদল হয়েছে কিন্তু কোনো নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত হয় নি			
উনিশতম	রদবদল হয়েছে ১টি । কোনো নারী সদস্য			

	অন্তর্ভুক্ত হয় নি			
বিশতম	কোনো কমিটি গঠিত হয়নি			
একুশতম	কোন কমিটি গঠিত হয়নি			
বাইশতম	কোন কমিটি গঠিত হয়নি			

সারণি ৪.২: ৭ম জাতীয় সংসদে গঠিত কমিটি ও নারী সদস্য

অধিবেশন	কমিটি	মোট সদস্য	নারী সদস্য	নারী সদস্যদের নাম
প্রথম	কার্য উপদেষ্টা	১৫	০২	শেখ হাসিনা খালেদা জিয়া
	বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০২	শেখ হাসিনা খালেদা জিয়া
	সংসদ কমিটি	১২	০১	মন্নুজান সুফিয়ান
	কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২		
	বেসরকারী সদস্যদের বিল এবং বেসরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি	১০	০২	পান্না কায়সার ব্যারিষ্টার রাবেয়া ভূইয়া
	বিশেষ কমিটি	১৫	০২	মতিয়া চৌধুরী সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী
দ্বিতীয়	পিটিশন কমিটি	১০	০১	ব্যা. রাবেয়া ভূইয়া
	লাইব্রেরি কমিটি	১০	০১	খালেদা খানম
	সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০		
	অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০		
	সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি			
	সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি	১০		
তৃতীয়	সংসদীয় কমিটি	১১	০১	খালেদা খানম
	কমিটি পুনর্গঠন	১১	০১	খালেদা খানম
চতুর্থ	কোন কমিটি গঠিত হয়নি			
পঞ্চম	কোন কমিটি গঠিত হয়নি			
ষষ্ঠ	কোন কমিটি গঠিত হয়নি			
সপ্তম	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৭	০৪	খালেদা খানম মেহের আফরোজ

				এথিন রাখাইন সবিতা বেগম
	ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৬		
	কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৭	০১	মতিয়া চৌধুরী
	পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৭		
	স্থানীয় সরকার, পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৭		
	যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৭		
	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৭		
	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৬		
	আইন বিচার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৭	০১	ব্যা. রাবেয়া ভূইয়া
	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৭	০১	মি.মাহমুদা সওগাত
	খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৭	০২	মতিয়া চৌধুরী শ্রীমতি ভারতী নন্দী
	অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৭	০১	শ্রীমতি চিত্রা ভট্টাচার্য
	তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৭	০১	শাহীন মনোয়ারা হক
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৬	০১	আলেয়া আফরোজ
অষ্টম	মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০৫	খালেদা খানম এথিন রাখাইন সবিতা বেগম মেহের আফরোজ খুরশিদ জাহান হক
	ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	-	-
	কৃষিবিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০১	মতিয়া চৌধুরী

	পাটবিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	-	-
	স্থানীয় সরকার, পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	-	-
	যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	-	-
	যুব ও ক্রীড়াবিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	-	-
	পানি সম্পদবিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	-	-
	আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০১	ব্যা. রাবিয়া ভূইয়া
	নৌপরিবহণ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০১	মি. মাহমুদা সওগাত
	খাদ্যবিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ীকমিটি	১০	০২	মতিয়া চৌধুরী শ্রীমতি ভারতী নন্দী
	অর্থবিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০১	শ্রীমতি চিত্রা ভট্টাচার্য
	স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০১	শাহিন মনোয়ারা হক
	তথ্যবিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০১	আলেয়া আফরোজ
	প্রতিরক্ষাবিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০১	শেখ হাসিনা
	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০১	মরিয়ম বেগম
	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০১	জান্নাতুল ফেরদৌস
	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০১	ফরিদা রউফ আশা
	শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০২	মতিয়া চৌধুরী রওশন এরশাদ
	শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০১	শাহনাজ সরদার
	বিদ্যুৎ,জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	-	-
	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী	১০	০১	হুসনে আরা ওয়াহিদ

	কমিটি			
	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০১	রেহানা আক্তার হিরা
	শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০১	জাহানারা খান
	বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০২	সৈ. সাজেদা চৌধুরী আনজুমান আরা জামিল
	ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	-	-
	মৎস ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০২	দিলারা হারুন কামরুন নাহার পুতুল
	বস্ত্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০১	মন্নুজান সুফিয়ান
	সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০৩	জিন্নাতুন নেসা তালুকদার পান্না কায়সার তাসমিমা হোসেন
	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০৩	নার্গিস আরা হক তহুরা আলী মমতাজ বেগম
	সমাজকল্যাণবিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০২	জাহানারা খান সৈয়দা জেবুন্নেসা হক
	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০১	জিনাত হোসেন
	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	-	-
	সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০১	শেখ হাসিনা
	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০১	সাগুফতা ইয়াসমিন
নবম	পিটিশন কমিটি	১০	০১	ব্যা. রাবিয়া ভূইয়া
	লাইব্রেরি কমিটি	১০	০১	খালেদা জিয়া
	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০১	জান্নাতুল ফেরদৌস
	কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০১	মতিয়া চৌধুরী
	বস্ত্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০১	মন্নুজান সুফিয়ান

	পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	-	-
	ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	-	-
	যুব ও ক্রীড়া	১০	-	-
	শ্রম ও জনশক্তিবিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	-	-
দশম	কোনো কমিটি গঠিত হয়নি	-	-	-
একাদশ	কোনো কমিটি গঠিত হয়নি	-	-	-
দ্বাদশ	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০১	জিনাত হোসেন
	গৃহায়ণ ও গণপূর্তবিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০১	রেহানা আক্তার হীরা
	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০৩	মমতাজ বেগম নার্গিস আরা হক তহুরা আলী
	মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০৫	খালেদা খানম মেহের আফরোজ এথিন রাখাইন
	কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০১	মতিয়া চৌধুরী
	মৎস ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০২	দিলার হারুন কামরুন নাহার পুতুল
	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০১	মাহামুদা সওগাত
	সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০২	পান্না কায়সার তাসমিমা হোসেন
	সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৫	-	-
	সরকারি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	-	-
	অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	-	-
ত্রয়োদশ	কোনো কমিটি গঠিত হয়নি	-	-	-
চতুর্দশ	অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	-	-
	মৎস ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০২	দিলারা হারুন কামরুন নাহার পুতুল
	সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত	১০	০২	পান্না কায়সার

	স্থায়ী কমিটি			তাসমিমা হোসেন
পঞ্চদশ	কোন কমিটি গঠিত হয়নি	-	-	-
ষষ্ঠদশ	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০১	জিনাত হোসেন
	পরিকল্পনাবিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০১	জান্নাতুল ফেরদৌস
	খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০২	মতিয়া চৌধুরী শ্রীমতি ভারতী নন্দী
	যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	-	-
	স্থানীয় সরকার, পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	-	-
	স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০১	আলেয়া আফরোজ
	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০২	সালেহা বেগম ফরিদা রউফ
	বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০২	সাজেদা চৌধুরী আঞ্জুমান আরা জামিল
	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	-	-
	শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০২	রাজিয়া মতিন চৌধুরী রওশন এরশাদ
	কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০১	মতিয়া চৌধুরী
	সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৮	-	-
সপ্তদশ	কোনো কমিটি গঠিত হয়নি	-	-	-
অষ্টাদশ	কোনো কমিটি গঠিত হয়নি	-	-	-
উনিশতম	কোনো কমিটি গঠিত হয়নি	-	-	-
বিশতম	কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০১	মতিয়া চৌধুরী
একুশতম	তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০১	শাহিন মনোয়ারা হক
	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	০২	সালেহা বেগম ফরিদা রউফ আশা
বাইশতম	কোনো কমিটি গঠিত হয়নি	-	-	-
তেইশতম	কোনো কমিটি গঠিত হয়নি	-	-	-

সূত্রঃ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ৭ম সংসদ অধিবেশনের কার্যনির্বাহের সারাংশ(১-২৩ খন্ড)।

৪.৩ঃ আইন প্রণয়ন কার্যাবলী

An Encyclopedia of Parliament এ প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে æA Bill is a statue in draft "। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদেও কার্যপ্রণালী বিধিতে বলা হয়েছে, "বিল অর্থ আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আনীত প্রস্তাব । বিল যখন আইন সভা কর্তৃক পাস হয়ে আসে তখন তা আইনে পরিণত হয়। পার্লামেন্টের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো আইন প্রণয়ন করা। দু'ভাবে বিল উত্থাপনের মাধ্যমে আইন প্রণীত হয়।

৪.৩(১) বেসরকারী সদস্যদের বিল

অনুচ্ছেদ ৭২(১) এর বিধান সাপেক্ষে মন্ত্রী ব্যতীত কোনো সদস্য বিল উত্থাপনের জন্য অনুমতির প্রস্তাব করতে চাইলে তিনি অনুরূপ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করে সচিবের নিকট ১৫ দিনের লিখিত নোটিশ প্রদান করবেন এবং নোটিশের সাথে বিলের তিনটি অনুলিপি পেশ করবেন ও তৎসহ উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি প্রদান করবেন যাতে কোনো যুক্তি তর্ক থাকবে না (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি, ২০০১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সংশোধিত)।

৪.৩(২) সরকারি সদস্যদের বিল

৭৫(১) অনুসারে কোন মন্ত্রী বিল উত্থাপনের জন্য অনুমতির প্রস্তাব করতে চাইলে তিনি অনুরূপ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করে সচিবের নিকট ৭ দিনের লিখিত নোটিশ প্রদান করবেন, তবে স্পিকার পর্যাপ্ত কারণ বশত এই বিধি স্থগিত করে স্বল্পতর মেয়াদেও নোটিশে প্রস্তাবের অনুমতি দিতে পারবেন (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি, ২০০১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সংশোধিত)।

পার্লামেন্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং অন্যতম প্রধান কাজ আইন প্রণয়ন করা। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ অর্থাৎ বিল উত্থাপনের ক্ষেত্রে নারী প্রতিনিধিগণ তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে পারেন না। পঞ্চম

জাতীয় সংসদে সরকারী উদ্যোগে মোট ২০৯টি সাধারণ বিলের নোটিশ পাওয়া যায়। এর মধ্যে ১৮৪টি বিল সংসদে উত্থাপিত হয়। উত্থাপিত বিলসমূহের মধ্যে ১৭২টি বিল সংসদ কর্তৃক পাস হয়। এর মধ্যে নিম্নোক্ত বিলসমূহ নারী সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত হয়:

ক) ৫ম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সংসদের অনুমতিক্রমে নিম্নলিখিত বিলগুলি সংসদে উত্থাপন করেন-

The Arms(Amendment) Bill, ১৯৯১.

The Special Power (Amendment) Bill, ১৯৯১.(বুলেটিন১৩/ পঞ্চম জাতীয় সংসদের ১ম অধিবেশন/রবিবার,২৮ এপ্রিল,১৯৯১)

খ) ৫ম জাতীয় সংসদের দশম অধিবেশনে সদস্য বেগম ফরিদা রহমান সংসদের অনুমতিক্রমে নিম্নোক্ত বিলটি উত্থাপন করেন-

The Muslim Family Laws (Amendment) Bill, ১৯৯৩. (বুলেটিন৩১/ পঞ্চম জাতীয় সংসদের ১০ম অধিবেশন/বৃহস্পতিবার,১৫ জুলাই,১৯৯৩)

দীর্ঘ আলোচনার পর বিশেষত পুরুষ সদস্যদের বিরোধিতার কারণে বিলটি বাতিল হয়ে যায়।

গ) ৫ম জাতীয় সংসদের সপ্তদশ অধিবেশনে সংসদের অনুমতিক্রমে মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মিসেস সারওয়ারী রহমান নিম্নোক্ত বিলটি সংসদে উত্থাপন করেন-

The Bangladesh Shishu Academy (Amendment) Bill, ১৯৯৪. (বুলেটিন৩১/ পঞ্চম জাতীয় সংসদেও ৭ম অধিবেশন/বুধবার,৩০ নভেম্বর,১৯৯৪) বিলটি সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়

৫ ডিসেম্বর ১৯৯৪ (বুলেটিন১৮/ পঞ্চম জাতীয় সংসদের ১০ম অধিবেশন/বুধবার,৩০ নভেম্বর,১৯৯৪)।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি:৪.৩: পঞ্চম জাতীয় সংসদ কর্তৃক পাসকৃত বিলের প্রকারভেদ

বছর	অধিবেশন	উত্থাপিত বিলের সংখ্যা	পাসকৃত বিলের সংখ্যা	পাসকৃত বিলের প্রকারভেদ	
				নতুন বিল	অধ্যাদেশ হতে বিল
১৯৯১	১-৩	৪৫	৩২	৩৪.৪	৬৫.৬
১৯৯২	৪-৭	৫৪	৫৪	৬৬.৭	৩৩.৩
১৯৯৩	৮-১২	৩৩	৩৪	৬৪.৭	৩৫.৩
১৯৯৪	১৩-১৭	২৫	২৬	৯২.৩	৭.৭
১৯৯৫	১৮-২২	২৭	২৭	৭৪.১	২৫.৯
মোট	২২	১৮৪	১৭৩	৬৫.৩	৩৪.৭

উৎস: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় গ্রন্থাগার

দেখা যাচ্ছে ৫ম জাতীয় সংসদে উত্থাপিত ১৮৪টি বিলের মধ্যে মাত্র ৪টি বিল নারী সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী যেহেতু একজন নারী তাই প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত বিল দুটিও উক্ত হিসাবে এসেছে। ফলে দেখা যাচ্ছে সংসদীয় কার্যক্রমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 'বিল' উত্থাপনের ক্ষেত্রে নারী সদস্যরা চরম প্রান্তিক অবস্থায় আছেন।

সপ্তম জাতীয় সংসদে সরকারি সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত ১৩৮টি বিল পাস হয় অপর দিকে বেসরকারি সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত ১টি বিল পাস হয়। সপ্তম সংসদে পাস হওয়া ১৩৯টি বিলের মধ্যে নারী সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত বিল পূর্বের ন্যায় অনুল্লেখযোগ্য। নিম্নে সপ্তম জাতীয় সংসদে নারী সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত বিলসমূহ আলোচনা করা হলো-

ক) সপ্তম জাতীয় সংসদে তৃতীয় অধিবেশনে কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী সংসদের অনুমতিক্রমে নিম্নলিখিত বিলটি উত্থাপন করেন-

The Seeds (Amendment) Bill ১৯৯৭ (বুলেটিন২২/ সপ্তম জাতীয় সংসদের ৩য় অধিবেশন/রবিবার, ২ মার্চ, ১৯৯৭). সংসদে আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে বিলটি পাস হয়।

খ) কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী মাননীয় স্পীকারের অনুমতিক্রমে President's Award Fund Ordinance ১৯৭৬চ এর অধিকতর সংশোধন কল্পে আনীত একটি বিল Presidents Award Fund (Amendment) Bill ১৯৯৭ উত্থাপনের অনুমতি প্রার্থনা করলে এই বিল উত্থাপনের আপত্তি জানিয়ে সদস্য এম কে আনোয়ার বক্তব্য রাখেন। তদুত্তরে কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী বক্তব্য রাখেন (বুলেটিন১৯/ সপ্তম জাতীয় সংসদের,সোমবার,৭ জুলাই,১৯৯৭)।

গ) সদস্য ব্যারিস্টার রাবেয়া ভূইয়া মাননীয় স্পিকারের অনুমতিক্রমে

The Ombudsman(Amendment)Bill ১৯৯৭ উত্থাপনের প্রস্তাব করলে এই বিল উত্থাপনের আপত্তি জানিয়ে আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী জনাব আবদুল মতিন খসরু বক্তব্য রাখেন। অত:পর আলোচ্য বিলটি কণ্ঠভোটে নাকচ হয় (সপ্তম জাতীয় সংসদের সংসদ বুলেটিন ৬, ১৩ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার, ১৯৯৭)।

ঘ) কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী মাননীয় ডেপুটি স্পিকারের অনুমতিক্রমে নিম্নবর্ণির্ত বিলটি সংসদে উত্থাপন করেন- "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বিল ১৯৯৮"(সপ্তম জাতীয় সংসদের সংসদ বুলেটিন ৩, অধিবেশন ৯,১৪ জুন, রবিবার, ১৯৯৮)।

ঙ) পরিবেশ ও বনমন্ত্রী সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, মাননীয় ডেপুটি স্পীকারের অনুমতিক্রমে

নিম্নলিখিত বিলগুলি সংসদে উত্থাপন করেন-

The Forest (Amendment) Bill ২০০০।

পরিবেশ আদালত বিল ২০০০

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ(সংশোধন) বিল ২০০০ (সপ্তম জাতীয় সংসদের সংসদ বুলেটিং ৪,অধিবেশন ৭,২ এপ্রিল,বৃহস্পতিবার,২০০০)

চ) সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, পরিবেশ ও বনমন্ত্রী, মাননীয় স্পীকারের অনুমতিক্রমে নিম্নলিখিত

বিলটি সংসদে উত্থাপন করেন-

"ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণসংশোধন) বিল ২০০১" (সপ্তম জাতীয় সংসদের সংসদ বুলেটিন ১,অধিবেশন ২২, ২৯ মার্চ, বৃহস্পতিবার, ১৯৯৮)

সপ্তম সংসদের মাঝামাঝি সময়ে সংরক্ষিত নারী আসনের মেয়াদ শেষে বেসরকারি সদস্য হিসেবে ব্যারিস্টার রাবেয়া ভূঁইয়া সংবিধান (চতুর্দশ সংশোধন- মহিলা আসন সংরক্ষণ) বিল ১৯৯৭ উত্থাপন করেন। তাঁর উত্থাপিত বিলটি যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছিল কেননা সংসদের সংরক্ষিত নারীআসনের মেয়াদ শেষ হয়ে কী পরিস্থিতি হতে পারে সে বিষয়ে সংসদ সদস্য, রাজনীতি বিশেষজ্ঞ, সুশীল সমাজ এবং নারী সংগঠনসমূহ সোচ্চার ছিল এবং তারা নানা অভিমত দেন যাতে ভবিষ্যতে নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানো এবং সরাসরি নির্বাচন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। নিম্নে কয়েকটি সারণিতে সংরক্ষিত নারী আসন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রস্তাব দেখানো হলো-

Private Members Bill : Proposal No-1 by Barrister Rabia Bhuiyan.(The bill by Rabia Bhuiyan, MP also proposed Amendment of other Articles of the Constitution for one-thrid reserved posts for women)

Main Characteristics	Positive aspect	Negative aspects
One third reserved seat in parliament for women i.e. 100 seats out of the existing 300 general seats	Exclusive constitutions for women No Conflict or overlapping with general MPs No additional expenditure by the Government	Determination of constituencies is a difficult issue –Male MPs do not want to give up their claim in the constituencies
Direct Election on rotation basis	Increase in women seats The number will increase of total number of seats	Reducing the number of seats of male MPs
	In keeping with developments regarding women representation in local government Manageable size of the constituency	100 seats out of present 300 seats

Source: Barrister Rabia Bhuiyan, Women, Democracy and Parliament" Bangladesh Institute of Parliament Studies,Dhaka, October,2001.

ব্যারিস্টার রাবিয়া ভূঁইয়া এই বিলটি ছাড়াও বাংলাদেশ সংবিধানের আর্টিকেল ৫৫,৭৭,৭৬,১১৮ এবং ১৩৮ পরিবর্তনের কথা বলেন। এই বিলটি বেশ কয়েকবার প্রাইভেট মেম্বারর্স বিল কমিটিতে আলোচনা হলেও পার্লামেন্টে কোনো বিতর্ক হয়নি। সরকার প্রধান এবং বিরোধী দলের নেতা নারী হওয়া সত্ত্বেও সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের ইস্যুটির সমাধান ছাড়াই সপ্তম সংসদের মেয়াদ শেষ হয়।

সপ্তম জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধি কর্তৃক আনীত প্রস্তাবের সংখ্যা পূর্বের মতই। তেমন কোনো নতুন মাত্রা যোগ না করলেও বলা যায় এ সংসদে নারী প্রতিনিধিগণ সোচ্চার ছিলেন। বিশেষ করে সংরক্ষিত আসনে নারী প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি এ সংসদে অন্যতম প্রধান আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়। যদিও কোন সমাধান আসেনি, তবুও বলা যায় তৎকালীন সময়ে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সুশীল সমাজের সদস্য, নারী সংগঠন থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে নানাবিধ আলোচনা পর্যালোচনা করে বিভিন্ন সুপারিশ পেশ করেছেন। নারীদের পাশাপাশি পুরুষরাও আইন সভায় নারী প্রতিনিধিত্ব অব্যাহত রাখার বিষয়ে ঐকমত্যে এসেছে যা সুশাসন এবং জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণের অন্যতম প্রধান উপায় হিসেবে বিবেচিত।

৪.৪ : সংসদীয় কার্যক্রমে নারী

দীর্ঘ স্বৈরশাসনের পর সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে পঞ্চম সংসদের কার্যক্রম শুরু হয়। পঞ্চম সংসদে ২২টি অধিবেশনে মোট ৩৯৫ কার্যদিবস ছিল। এই কার্যদিবসে নারী প্রতিনিধিরা সাধারণত বিধি ৭১, বিধি ৭১(ক), বিধি ১৬৪, বিধি ৬৮, বিধি ৬২ তে অংশগ্রহণ করে, যা মোট অংশগ্রহণের তুলনায় অপ্রতুল। নিম্নে পঞ্চম ও সপ্তম সংসদে অধিবেশন ও কার্যদিবস এবং বিভিন্ন বিধিতে অংশগ্রহণের চিত্র তুলে ধরা হল:

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ৪.৪ : পঞ্চম সংসদের অধিবেশন ও কার্যদিবস

অধিবেশন	শুরু	শেষ	মোট দিন	মোট কার্যদিবস
প্রথম	৫.৪.৯১	১৫.৫.৯১	৪১	২২
দ্বিতীয়	১১.৬.৯১	১৪.৮.৯১	৬৫	৪৩
তৃতীয়	১২.১০.৯১	৫.১১.৯১	২৫	১৪
চতুর্থ	৪.১.৯২	১৮.২.৯২	৪৬	২৭
পঞ্চম	১২.৪.৯২	১৯.৪.৯২	৯২	৮
ষষ্ঠ	১৬.৬.৯২	১৩.৮.৯২	৫৬	৪১
সপ্তম	১১.১০.৯২	৬.১১.৯২	২৭	২০
অষ্টম	৩.১.৯৩	১১.৩.৯৩	৬১	৩২
নবম	৯.৫.৯৩	১৩.৫.৯৩	৫	৫
দশম	৬.৬.৯৩	১৫.৭.৯৩	৪২	৩১
একাদশ	১১.৯,৯৩	২৭.৯.৯৩	১৭	১২
দ্বাদশ	২১.১১.৯৩	৮.১২.৯৩	২০	১৪
ত্রয়োদশ	৫.২.৯৪	৭.৩.৯৪	৩১	১৯
চতুর্দশ	৪.৫.৯৪	১২.৫.৯৪	৯	৬
পঞ্চদশ	৬.৬.৯৪	১১.৭.৯৪	৩৬	২৫
ষষ্ঠদশ	৩০.৮.৯৪	১৪.৯.৯৪	১৬	১০
সপ্তদশ	১২.১১.৯৪	৮.১২.৯৪	২৭	২১
অষ্টাদশ	২৩.১১.৯৫	২৩.২.৯৫	৩২	১৮
উনিশতম	২৪.৪.৯৫	২৭.৪.৯৫	৪	৪
বিশতম	২০.৬.৯৫	৩১.৭.৯৫	৪২	১২
একুশতম	৬.৯.৯৫	২৬.৯.৯৫	২১	১০
বাইশতম	১৫.১১.৯৫	১৮.১১.৯৫	৪	৩
			মোট কার্যদিবস	৩৯৭

সূত্রঃ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ৫ম সংসদ অধিবেশনের কার্যনির্বাহের সারাংশ(১-১২ খন্ড)।

বিতর্কিত ষষ্ঠ সংসদ ভেঙ্গে যাওয়ার পর ২০০১ সালের ২৩ জুন সপ্তম সংসদের যাত্রা শুরু হয়।এই সংসদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো প্রথমবারের মত বাংলাদেশের কোন সংসদ পূর্ণ মেয়াদ অতিক্রান্ত করতে সক্ষম হয়েছে।

সারণি৪.৫: সপ্তম সংসদ অধিবেশন ও কার্যদিবস

অধিবেশন	শুরু	শেষ	মোট দিন	মোট কার্যদিবস
প্রথম	১৫.৭.৯৬	০২.০৯.৯৬	৫০	৩৩
দ্বিতীয়	১.১১.৯৬	২০.১১.৯৬	২০	৯
তৃতীয়	১২.১০.৯১	১৫.০৫.৯৭	৫৮	৩১
চতুর্থ	১৫.১.৯৭	১৫.০৫.৯৭	৬	৬
পঞ্চম	১০.৫.৯৭	১০.০৭.৯৭	৩১	২২
ষষ্ঠ	৩০.৮.৯৭	০৪.৯.৯৭	৬	৬
সপ্তম	২.১১.৯৭	১৬.১১.৯৭	১৫	৭
অষ্টম	১৪.১.৯৮	১৩.৫.৯৮	১২০	৫৪
নবম	১০.৬.৯৮	১০.৭.৯৭	৩১	২০
দশম	৭.৯.৯৮	৮.৯.৯৮	২	২
একাদশ	৫.১১.৯৮	২৬.১১.৯৮	২২	১৫
দ্বাদশ	২৫.১.৯৯	৭.৪.৯৯	৭২	২৫
ত্রয়োদশ	৬.৬.৯৯	৮.৭.৯৯	৩২	২৬
চতুর্দশ	২৯.৮.৯৯	৯.৯.৯৯	১১	৬
পঞ্চদশ	১.১১.৯৯	৯.১১.৯৯	৯	৭
ষষ্ঠদশ	১.১.২০০০	৩০.১.২০০০	৩০	১৬
সপ্তদশ	২৮.৩.২০০০	৬.৪.২০০০	১০	৮
অষ্টাদশ	৫.৬.২০০০	৯.৭.২০০০	৩৪	২৫
উনিশতম	৬.৯.২০০০	১৪.৯.২০০০	৯	৭
বিশতম	৯.১১.২০০০	২৩.১১.২০০০	১৫	৯
একুশতম	১১.১.২০০০	৩১.১.২০০০	২১	১৯
বাইশতম	২৯.৩.২০০১	১২.৪.২০০১	১৫	৯
তেইশতম	৬.৬.২০০১	১৩.৭.২০০১	৩৭	২৫
			মোট কার্যদিবস	৩৮৭

সূত্র: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সপ্তম সংসদ অধিবেশনের কার্যনির্বাহের সারাংশ(১-২৩ খন্ড)।

৪.৪(১)মুলতবী প্রস্তাব (বিধি ৬২)

আইন সভার যে কোনো সদস্য কোনো সাম্প্রতিক ও জরুরী জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে সভার কাজ মুলতবী করার জন্য প্রস্তাব করতে পারেন। যে বৈঠকে প্রস্তাব উত্থাপনের আবেদন

করা হয় সে বৈঠক আরম্ভ হওয়ার কমপক্ষে দু'ঘন্টা পূর্বে নোটিশের তিনটি প্রতিলিপি সচিবের নিকট প্রেরণ করতে হয়। যেসব বিষয়ের প্রতিকার কেবলমাত্র আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সম্ভব সে সম্পর্কিত কোন বিষয় মূলতবী প্রস্তাবে আনা যায় না।

সারণি ৪.৬: পঞ্চম জাতীয় সংসদে উত্থাপিত মুলতবী (বিধি ৬২) প্রস্তাবের খতিয়ান

সংসদ অধিবেশন	প্রাপ্ত নোটিশ	গৃহীত নোটিশ	বাতিলকৃত নোটিশ	নারী সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত নোটিশ
প্রথম	১৮০	২	১৭৮	-
দ্বিতীয়	৬২	০	৬১	-
তৃতীয়	১৪৯	১	৩৪৮	-
চতুর্থ	২৪৯	১	২৪৮	-
পঞ্চম	৮৮	১৪	৭৪	-
ষষ্ঠ	১৭	০	১৭	-
সপ্তম	১২৯	০	১২৯	-
অষ্টম	২৯৫	৪	২৯১	-
নবম	৭৭	২২	৫৫	২
দশম	৯৬	১	৯৫	-
একাদশ	১৫৮	১	১৫৭	-
দ্বাদশ	১১৬	৭	১০৯	-
ত্রয়োদশ	১৭৫	১১	১৬৪	১
চতুর্দশ	৫	-	৫	-
পঞ্চদশ	৫	-	৫	-
ষষ্ঠদশ	-	-	৩	-
সপ্তদশ	-	-	-	-
অষ্টাদশ	-	-	-	-
উনিশতম	-	-	-	-
বিশতম	-	-	-	-
একুশতম	-	-	-	-
বাইশতম	-	-	-	-
তেইশতম	-	-	-	-

সূত্র: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ৫ম সংসদ অধিবেশনের কার্যনির্বাহের সারাংশ(১-২২ খন্ড)।

পঞ্চম সংসদে অনুষ্ঠিত ২২টি অধিবেশনে মোট ৩ জন নারী সদস্য বিধি ৬২তে মুলতবি প্রস্তাব আনেন। তাঁদের আনীত প্রস্তাবের মধ্যে নবম অধিবেশনে শেরপুর হতে নির্বাচিত সদস্য বেগম মতিয়া চৌধুরী এবং ফরিদপুর-২ আসন থেকে নির্বাচিত সদস্য সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী পুলিশী হামলা প্রসঙ্গে এক

মূলতবি প্রস্তাব রাখেন। তাঁদের প্রস্তাবের বিষয় ছিল "মহান ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে ও ২৮ মার্চ ১৯৯৩ ঢাকায় বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে এবং ১লা বৈশাখ ১৪০০ সাল উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে কথিত পুলিশী হামলা প্রসঙ্গে"(পঞ্চম সংসদের নবম অধিবেশন)। ত্রোয়োদশ অধিবেশনে নারী ও শিশু পাচার প্রসঙ্গে মহিলা আসনে নির্বাচিত সদস্য হাফেজা আসমা খাতুন মুলতবি প্রস্তাব আনেন। হাফেজা আসমা খাতুনের প্রস্তাবের বিষয় ছিল," বিদেশ নারী ও শিশু পাচার রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে আলোচনা "(পঞ্চম সংসদের ১৩তম অধিবেশন)।

এছাড়া শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সংক্রান্ত রাশেদ খান মেননের একটি মুলতবি প্রস্তাবের উপর মতিয়া চৌধুরী আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন "শিক্ষাঙ্গণে তথা সারা দেশের এ সন্ত্রাসকে আমরা মোকাবেলা করতে পারি । কিন্তু প্রশ্ন হলো এর সদিচ্ছা এবং Determination", (বিতর্ক খণ্ড-৩, সংখ্যা -৮, ১৯৯১, পৃ.৩৫)।

আইন সভায় কোন সাম্প্রতিক ও জরুরী বিষয় আলোচনার জন্য যে কোন সদস্য সভার কাজ মুলতবি করার জন্য ৬২ বিধিতে মুলতবি প্রস্তাব আনতে পারেন। সংসদীয় কার্যক্রমে উক্ত পদ্ধতি বিশেষত সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে বিরোধী দলের সদস্যগণ অবলম্বন করে থাকে। ৭ম জাতীয় সংসদে ২৩টি অধিবেশনে কোন নারী সদস্য এ বিষয়ে অংশগ্রহণ করেনি। নিম্নে সারণিতে এটি স্পষ্ট হয়।

সারণি৪.৭: সপ্তম জাতীয় সংসদে উত্থাপিত মূলতবি (বিধি ৬২) প্রস্তাবের খতিয়ান

সংসদ অধিবেশন	প্রাপ্ত নোটিশ	গৃহীত নোটিশ	বাতিলকৃত নোটিশ	নারী সদস্য প্রদত্ত নোটিশ
প্রথম	-	-	-	-
দ্বিতীয়	৮১	১	৭৮	-
তৃতীয়	৫৫৫	-	৩২৮	-
চতুর্থ	২১২	-	৮৮	-
পঞ্চম	৪৯৩	৪১৪	৭৯	-
ষষ্ঠ	৩৪৮	-	৫৯	-
সপ্তম	২৮০	-	২৮০	-

অষ্টম	২৭০	-	৩৩	-
নবম	১৩৪	-	১৩৪	-
দশম	২৬৯	-	২৬৯	-
একাদশ	৪১৫	-	৪০৮	-
দ্বাদশ	১০৬১	২	৮৪৮	-
ত্রয়োদশ	৩৩৮	-	২০৯	-
চতুর্দশ	১৪০	-	১৪০	-
পঞ্চদশ	১৩০	-	১৩০	-
ষষ্ঠদশ	-	-	-	-
সপ্তদশ	১	-	১	-
অষ্টাদশ	১	-	১	-
উনিশতম	-	-	-	-
বিশতম	৭	-	৭	-
একুশতম	-	-	-	-
বাইশতম	-	-	-	-
তেইশতম	-	-	-	-

সূত্রঃ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সপ্তম সংসদ অধিবেশনের কার্যনির্বাহের সারাংশ(১-২৩ খণ্ড)।

দ্বিতীয় বারের মত নারী প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয়নেতা থাকা সত্ত্বেও সপ্তম জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিদের তেমন প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি। সংসদীয় কার্যক্রমে অন্যতম একটি দিক হলো ৬২ বিধিতে মুলতবি প্রস্তাব। পঞ্চম জাতীয় সংসদের নবম অধিবেশনে ২টি এবং ত্রয়োদশ অধিবেশনে কেবল একজন নারী সদস্য কর্তৃক নোটিশ প্রদত্ত হয়। কিন্তু সপ্তম সংসদের ২৩টি অধিবেশনে কোন নারী সদস্য কোনো মুলতবি প্রস্তাবের নোটিশ প্রদান করেনি।এতে বোঝা যায় যে পঞ্চম সংসদে বিরোধী দলে মতিয়া চৌধুরী এবং সাজেদা চৌধুরীর মতো প্রাজ্ঞ নেতা থাকায় তারা সংসদীয় কার্যক্রমের বিভিন্ন বিধিতে অংশগ্রহণ করে তাঁদের উপস্থিতি স্পষ্ট করেছেন, যা সপ্তম সংসদে দেখা যায় নি। কারণ তখন তাঁরা উভয়ই সরকারি দলের সদস্য এবং মন্ত্রী ছিলেন।

৪.৪(২)জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা (বিধি ৬৮)

সংসদ নিয়ন্ত্রণের আর একটি মাধ্যম হচ্ছে জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সংক্ষিত আলোচনা। কার্যপ্রণালী বিধি অনুসারে কোন জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা করতে চাইলে কোনো

সদস্যকে অনন্ত দুইদিন পূর্বে নোটিশ প্রদান করতে হয়। প্রস্তাব উত্থাপনকারী ছাড়াও আরও অতিরিক্ত পাঁচজন সংসদ সদস্যকে সমর্থন জ্ঞাপন করতে হয়।

সারণি ৪.৮: পঞ্চম জাতীয় সংসদে জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা(বিধি ৬৮) বিষয়ের খতিয়ান

অধিবেশন	প্রাপ্ত নোটিশ সংখ্যা	বাতিলকৃত নোটিশ সংখ্যা	গৃহীত নোটিশ সংখ্যা	নারীসদস্য প্রদত্ত নোটিশ
প্রথম	৫৭	৫১	০৬	
দ্বিতীয়	১১৮	১০৭	১১	০১
তৃতীয়	৫৭	৫১	৬	-
চতুর্থ	৮৭	৭৮	৯	-
পঞ্চম	২৬	২৫	-	-
ষষ্ঠ	২৪	২১	৩	-
সপ্তম	৩০	২৪	৬	-
অষ্টম	৫৫	৪৮	৭	০১
নবম	২৮	২২	৬	-
দশম	৮৬	৮১	৫	-
একাদশ	৬৫	৬০	৫	-
দ্বাদশ	৪৯	৪৬	৩	-
ত্রয়োদশ	৯২	৯২	০	-
চতুর্দশ	০৬	৩	৩	০১
পঞ্চদশ	১০	৭	৩	-
ষষ্ঠদশ	০৪	১	৩	০২
সপ্তদশ	০৩	০	০৩	-
অষ্টাদশ	২	০	২	-
উনিশতম	-	-	-	-
বিশতম	২	১	১	-
একুশতম	-	-	-	-
বাইশতম	১	১	১	-

সূত্র: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ৫ম সংসদ অধিবেশনের কার্যনির্বাহের সারাংশ(১-১১ খণ্ড)।

৬৮ বিধিতে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় মোট ৭২টি নোটিশ গৃহীত হয়। এর মধ্যে নারী সদস্য কর্তৃক ৫টি নোটিশ প্রদত্ত হয়। ২য় অধিবেশনে সদস্য ফরিদা রহমান কর্তৃক " বাংলাদেশ হইতে হুন্ডি ব্যবসা করা প্রসঙ্গে" শিরোনামের বিষয়টি আলোচনার জন্য গৃহীত হয়। সংক্ষিপ্ত আলোচনাটি সংসদে গৃহীত হলেও

তামাদি হয়ে যায়। অষ্টম অধিবেশনে বেগম মতিয়া চৌধুরী কৃষি উপকরণ, কৃষি পন্যের মূল্য ও কৃষক সমাজের সাম্প্রতিক সমস্যাবলী" সম্পর্কিত। জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সংসদে সংক্ষিতভাবে আলোচিত হয়। ১৪তম অধিবেশনে বেগম ফরিদা রহমান "নারী নির্যাতন প্রসঙ্গে" সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন, বিষয়টি সংসদে গৃহীত ও আলোচিত হয়। ১৬তম অধিবেশনে বেগম হাফেজা আসমা খাতুন "দিন দিন আশংকাজনকভাবে নারী নির্যাতন বেড়ে যাওয়া প্রসঙ্গে" জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। বিষয়টি সংসদে গৃহীত হলেও তামাদি হয়ে যায়। এ অধিবেশনেই বেগম লুৎফুন নেসা হোসেন " বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে প্রচন্ড খরার কারণে রোপা ও আমন ধান চাষে বিঘ্ন সৃষ্টি প্রসঙ্গে।" একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বিষয়টি সংসদে গৃহীত ও আলোচিত হয়।

জরুরি ও জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা (বিধি৬৮) এর বিবরণীতে নারীসদস্য কর্তৃক আলোচিত বিষয় পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, ৫জন নারী সদস্য উক্ত আলোচনায় শুধুমাত্র নারী ইস্যুতেই বক্তব্য রাখেননি, বরং কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের কৃষিসংক্রান্ত জরুরি বিষয় তাদের বক্তব্যে উঠে এসেছে। এতে বুঝা যায় নারী সদস্যরা শুধুমাত্র নারী সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করেন না বরং মূলবিষয় জনগণের প্রকৃত সমস্যা সমাধানের সাথে সম্পৃক্ত বিষয় নিয়েও আলোচনা করেন এবং উক্ত সমস্যা সমাধানে তাঁদের মধ্যে ব্যপক উদ্দীপনা দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে সংসদের পুরুষ সদস্যগণ হয়তো উক্ত সমস্যা সম্পর্কে খুব বেশী মনোযোগী হন না। কিন্তু নারী সদস্যগণ সমাজের নানাবিধ খুঁটিনাটি বিষয়ে আলোচনা করে থাকেন।

সংসদীয় কার্যক্রমের অন্যতম বিধি ৬৮তে জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার সুযোগ রয়েছে। ৫জন সদস্যের সমর্থনের ভিত্তিতে দুই দিনের নোটিশে সংসদ সদস্যগণ সংসদ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। নিম্নে সপ্তম জাতীয় সংসদে অনুষ্ঠিত ২৩টি অধিবেশনে জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা (বিধি ৬৮) এর খতিয়ান দেখানো হল:

সারণি: ৪.৯ সপ্তম জাতীয় সংসদে জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা (বিধি ৬৮) বিষয়ের খতিয়ান

সংসদ অধিবেশন	প্রাপ্ত নোটিশ সংখ্যা	গৃহিত নোটিশ সংখ্যা	বাতিলকৃত নোটিশ সংখ্যা	নারী সদস্য প্রদত্ত নোটিশ
প্রথম	৯৬	৭৬	৬	-
দ্বিতীয়	৫৯	৫৫	৪	১
তৃতীয়	৮১	৭৫	৬	-
চতুর্থ	২৭	২৫	২	-
পঞ্চম	৫৫	৫৪	১	-
ষষ্ঠ	৪৩	৪২	১	-
সপ্তম	১৩	১৩	-	-
অষ্টম	৭০	-	-	-
নবম	২৫	২৫	-	-
দশম	১৯	১৯(তামাদি)	-	-
একাদশ	২৭	২৭(তামাদি)	-	-
দ্বাদশ	১৪	১৪(তামাদি)	-	-
ত্রয়োদশ	১১	১১(তামাদি)	-	-
চতুর্দশ	৭	৭(তামাদি)	-	-
পঞ্চদশ	১	১(তামাদি)	-	-
ষষ্ঠদশ	-	-	-	-
সপ্তদশ	-	-	-	-
অষ্টাদশ	-	-	-	-
উনিশতম	২	২(তামাদি)	-	-
বিশতম	৩	২	১	-
একুশতম	৫	৫(তামাদি)	-	-
বাইশতম	-	-	-	-
তেইশতম	-	-	-	-

সূত্র: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সপ্তম সংসদ অধিবেশনের কার্যনির্বাহের সারাংশ(১-২৩ খণ্ড)।

সপ্তম জাতীয় সংসদে জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা(বিধি ৬৮) তে গৃহীত ২২টি নোটিশের মধ্যে নারী সদস্য প্রদত্ত নোটিশ রয়েছে মাত্র ১টি। দ্বিতীয় অধিবেশনে সদস্য বেগম মন্নুজান সুফিয়ান (ম.আ.১১) কর্তৃক নিম্নোক্ত নোটিশটি প্রদত্ত হয়:

"গত ১.১১.৯৬ ইং তারিখে সংসদ চলাকালীন সময় মাননীয় বিরোধীদলীয় নেত্রীর একান্ত সচিব-এর রিভলবার আটক করা প্রসঙ্গে"(সপ্তম জাতীয় সংসদের ২য় অধিবেশনের কার্যনির্বাহের সারাংশ)।

প্রদত্ত নোটিশটি ২০.১১.৯৬ তারিখে আলোচিত এবং গৃহীত হয়। এছাড়া সপ্তম জাতীয় সংসদের ২৩টি অধিবেশনে আর কোনো নারী সদস্য উক্ত বিধিতে অংশগ্রহণ করেনি। এতে আইন সভায় নারী প্রতিনিধিদের ভূমিকা সীমিত হয়ে পড়ে। যেহেতু আইন সভার নারী প্রতিনিধি স্বল্প এবং তাদের বিভিন্ন বিধিতে আংশগ্রহণের মাত্রা কম, ফলে সার্বিক বিবেচনায় নারী প্রতিনিধিরা তেমন কোনো ভূমিকা পালনে সক্ষম হননা। এতে নেতৃত্বের গুণাবলী তৈরি হয়না, জনসংযোগ বিঘ্নিত হয়। নারী প্রতিনিধিত্বের সামাজিক ও প্রতিষ্ঠানিক মূল্যায়ন কমে যায়, ফলে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া থেকে নারী থাকে নির্বাসিত। যাবতীয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় একটি শ্রেণি স্বার্থকে কেন্দ্র করে।

৪.৪(৩)জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ (বিধি ৭১)

সংসদদীয় কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করা। সংসদের নিকট সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ প্রস্তাব। এর মাধ্যমে কোনো বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় এবং উক্ত প্রস্তাবে উত্থাপিত বিষয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে বিবৃতি দিতে হয়।

সারণি ৪.১০: পঞ্চম জাতীয় সংসদে জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ (বিধি ৭১) প্রস্তাবের খতিয়ান

অধিবেশন	প্রাপ্ত নোটিশের সংখ্যা	বাতিলকৃত নোটিশের সংখ্যা	গৃহীত নোটিশের সংখ্যা	নারী প্রতিনিধিদের নোটিশের সংখ্যা	নারী সদস্যপ্রদত্ত আলোচ্য বিষয়
প্রথম	৩৬৪	৩৪৯	১৫(৭টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী কর্তৃক বিবৃতি প্রদান। ৮টি তামাদি)	২	সাতক্ষীরা জেলার ৫০ হাজার একর জমি লোনা পানির কবলে (ফরিদা রহমান, মহিলা আসন - ১০)। সমাজে নারী নির্যাতন বন্ধ করা এবং স্বামী পরিত্যাক্ত নারীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা

					প্রসঙ্গে (হাফেজা আসমা খাতুন মহিলা আসন-২৩)
দ্বিতীয়	৪৪৪	৪২৫	১৯	০১	খুলনা সিএস ডিতে ১৬০০ টন চিনি দেড় বছর ধরে অবিক্রিত অবস্থায় পড়ে থাকা প্রসঙ্গে (মতিয়া চৌধুরী- শেরপুর-২) ।
তৃতীয়	২৯০	২৭৭	১৩ (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী কর্তৃক বিবৃতি দান।)	০১	ঢাকা মহানগরীর রাস্তাঘাট মেরামত করা প্রসঙ্গে (হাফেজা আসমা খাতুন, ম.আ.-২৩)।
চতুর্থ	৮৩৩	৭৮৯	৪৪(সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী কর্তৃক বিবৃতি দান।)	০২	ঢাকাসহ সারা দেশে মশার উপদ্রপে জীবন অতিষ্ট হওয়া প্রসঙ্গে (মতিয়া চৌধুরী, শেরপুর-২)। সিলেট শহরের পৌর এলাকা ৯০ ভাগ সোডিয়াম বাতি না জ্বলায় সৃষ্ট পরিস্থিতি প্রসঙ্গে (ফাতেমা চৌধুরী পারু, ম.আ.-২৪) ।
পঞ্চম	১৬৯	১৬০	৯	-	
ষষ্ঠ	৬২৬	৫৫৯	৬৭(৪০ টির উপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীগণ বিবৃতি দেন।)	০৭	ঢাকার কান্দুপট্টি থেকে ৩৪ জন নাবালিকা উদ্ধার এবং কোর্টে চালান (রাশিদা খাতুন,ম.আ. ৭) ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও থানার

					পাঁচবাগ ইউনিয়নের চর শাখাউর গ্রামে ব্রহ্মপুত্র নদীভাঙ্গন রোধ ব্যবস্থা ও ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের মধ্যে সাহায্য বিতরণ প্রসঙ্গে (নূরজাহান ইয়াসমিন, ম.আ.১৬) নওগা, রাজশাহী। সরাসরি বাস চলাচল বন্ধ হওয়া প্রসঙ্গে। (লুৎফুন নেসা হোসেন, ম. আ.-৬) বাঘমারা থানার কৃষকদের স্বার্থে অগভীর নলকূপের সুদ মওকুফ ও ঋণ কিস্তিতে পরিশোধের সুযোগ প্রসঙ্গে (লুৎফুন নেসা হোসেন, ম. আ.-৬) সিলেটের হযরত শাহজালাল (রা.) এবং শাহপরান (রা.) এর পবিত্র দরগা শরীফ সংলগ্ন মহিলাদের নামাজ ঘরদুটির বিভিন্ন সমস্যা সমাধান প্রসঙ্গে (কে.জে.হামিদা বেগম ম.আ. ২০) শরীয়তপুর জেলার জাজিরা থানার প্রাক্তন উপজেলা

					চেয়ারম্যান জনাব তনাই মোল্লা সম্পর্কে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সংসদে বক্তব্য প্রসঙ্গে। দক্ষিণাঞ্চলে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কের উন্নয়ন প্রসঙ্গে (রওশন আরা হেনা, ম.আ.১২)।
সপ্তম	৫২৬	৪৭৯	৪৭	০৫	পিজি হাসপাতালে পিডি সেট সরবরাহ করা প্রসঙ্গে (লুৎফুননেসা হোসন, ম. আ.-৬)। বাংলাদেশে কিডনী ইনিষ্টিটিউট প্রকল্পে বাস্তবায়িত করা প্রসঙ্গে।(রওশন আরা হেনা, ম. আ.১২) শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের সংগ্রহশালা হতে ১৯টি চিত্রকর্ম চুরি হওয়া প্রসঙ্গে (লুৎফুননেসা হোসন, ম. আ.-৬)। দেশের বৃহত্তর ব দ্বীপ ভোলাকে অদ্যাবধি গ্যাস উত্তোলনের জন্য কোন ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়া প্রসঙ্গে (রওশন আরা হেনা, ম. আ.১২) কুয়েত প্রত্যাগত বাংলদেশিদের কুয়েতে চাকরী লাভ

					প্রসঙ্গে ।(লুৎফুননেসা হোসন, ম. আ.-৬) ।
অষ্টম	৫২৯	৪৭৬	৫৫(সংশিøষ্ট মন্ত্রীগণ কর্তৃক ১৫ টি বিষয়ে বিবৃতি প্রদান করা হয় ।)	০৪	প্রাইমারি স্কুল এবং মাধ্যমিক স্কুল ছাত্র/ছাত্রীদের ষ্টাইপেন্ড বন্ধ থাকা প্রসঙ্গে (হাফেজ আসমা খাতুন,ম.আ২৩) । সাতক্ষীরার ভোমরায় স্থল বন্দর স্থাপন প্রসঙ্গে (ফরিদা রহমান, ম.আ.১০) । চোরাচালান রোধের লক্ষ্যে সীমান্ত এলাকার লজেন্স ফ্যাক্টরি ও সোনার দোকান বন্ধ করা প্রসঙ্গে (ফরিদা রহমান ম. আ.১০) । বাংলাদেশের সুতা কলগুলিতে সুতা অবিক্রিত হওয়া প্রসঙ্গে (ফরিদা রহমান ম.আ.১০) ।
নবম	১৫৭	১৪৫	১২(প্রত্যেকটি তামাদি হয়ে যায়)	০৩	দেশের সর্বত্র সারের দাম কমানো প্রসঙ্গে (ফরিদা রহমান ম.আ.১০) । নরসিংদী জেলার ১৬ লক্ষাধিক মানুষের জন্য রক্তের ব্যবস্থা না থাকা প্রসঙ্গে (কে জে হামিদা খানম, ম.আ ২০) । সমগ্র

					উত্তরাঞ্চলে বিশেষত রাজশাহী মহানগরীতে গ্যাস সিলিন্ডার এর সংকট প্রসঙ্গে (লুৎফুননেসা হোসন, ম. আ.-৬)।
দশম	৩০৭	২৮৫	২৩ (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী কর্তৃক ২১টির বিবৃতি দেয়া হয়।)	০৪	নারায়ণগঞ্জ রেললাইন ও সড়কের পাশে অসংখ্য বাজার, দুর্ঘটনার আশংঙ্কা থাকলেও প্রতিকারের ব্যবস্থা না থাকা প্রসঙ্গে (কে জে. হামিদা খানম, ম.আ-২০)। রাজশাহী টিসিবির আঞ্চলিক অফিসকে শাখা অফিসে রপান্তর করা প্রসঙ্গে (লুৎফুন নেসা হোসেন,ম আ-৬)। ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা থানার কর্মকর্তাদের মাধ্যমে স্কুল সংস্কারের জন্য পুরাতন স্কুল ভবন দুর্নীতির মাধ্যমে নাম-মাত্র মূল্যে নিলামে বিক্রি করা প্রসঙ্গে (সৈয়দ সাজেদা চৌধুরী,ফরিদপুর-২)। গেওয়া কাঠের অভাবে খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিলের উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার আশংঙ্কা

					প্রসঙ্গে সেলিনা শহীদ,ম.আ.৮)।
একাদশ	২৪৬	২২৫	২২(সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ১৩টি বিষয়ের উপর বক্তব্য প্রদান করেন।)	০২	দেশের সবকটি কলেজে দুই শিফট চালু করা প্রসঙ্গে (কে জে হামিদা খানম, ম. আ.২০)। পাবনা সিরাজগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী ও ফরিদপুর জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা নৌ দস্যুদের উৎপাত প্রসঙ্গে (কে জে হামিদা খানম, ম. আ.২০)।
দ্বাদশ	৩২০	৩০২	১৮ (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীগণ কর্তৃক ১৭টির উপর আলোচনা করা হয়)	০২	পাবনা, সিরাজগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী ও ফরিদপুর জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা নৌদস্যুদের উৎপাত প্রসঙ্গে (কে জে হামিদা খানম, ম. আ.২০)। ঢাকা শহরের কয়েকটি এলাকায় গ্যাস সরবরাহের অনিয়ম থেকে রক্ষা পাওয়া প্রসঙ্গে (রওশন আরা হেনা, ম.আ১২)।
ত্রয়োদশ	৩৪৫	৩১৩	৩২ (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীগণ ১১টি বিষয়ের উপর বক্তব্য প্রদান করেন।)	-	
চতুর্দশ	৬৪	-	১৩ (৬টি সংসদে আলোচিত হয়, ৭	০৩	ডিপোজিট পেনশন স্কিমের

			টি থামাদি হয়ে যায়)		অধীনে ঋণগ্রহণে পদ্ধতিগত জটিলতা প্রসঙ্গে (রওশন আরা হেনা, ম.আ১২)। মিরপুর দারুস সালাম রোডস্থ পাইক পাড়া আনসার ক্যাম্প সরকারী কোয়ার্টার সংলগ্ন মেইন রোডে ফুটপাতে অবৈধভাবে বাধের দোকান করায় এলাকাবাসী ও পথচারিদের চলাচলে বিঘ্ন হওয়া প্রসঙ্গে (রওশন আরা হেনা, ম.আ ১২)। বর্ডার অঞ্চলের রেলওয়ে স্টেশনগুলি দিয়ে মাদক দ্রব্য আনা নেয়া প্রসঙ্গে (ফরিদা রহমান ম.আ.১০)।
পঞ্চদশ	২২৩	-	৫১(৩৫ টি আলোচিত হয়, ১৬টি তামাদি)	০২	সাতক্ষীরা জেলার ৫০ হাজার একর জমির লোনা পানির কবলে (ফরিদা রহমান ম.আ.১০)। সমাজে নারী নির্যাতন বন্ধ করা এবং স্বামী পরিত্যাক্ত নারীদের কর্মসংস্থনের ব্যবস্থা করা প্রসঙ্গে (হাফেজা আসমা খাতুন ম.আ.২৩)।
ষষ্ঠদশ	৬৪	৪৭			দেশে একটি কিডনি

					ইনস্টিটিউট প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে (রাশিদা খাতুন,ম.আ.-৭)। রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি বিভ্রান্তিকর টেস্টরিপোর্ট প্রদান প্রসঙ্গে (কে জে হামিদা খানম ম.আ.২০)। দেশের চিনি শিল্প বির্পযয়ের পথে ঠেলে দেওয়া প্রসঙ্গে (কে জে হামিদা খানম ম.আ.২০)। বৃহত্তর রাজশাহীতে বিদ্যুত দ্বিতীয় ফেজ এর চালু করা প্রসঙ্গে (লুৎফুন নেসা হোসেন, ম আ.৬)। মৌলভীবাজার জেলার অন্তর্গত শ্রীমঙ্গল শহরে একটি বাইপাস রাস্তা নির্মান প্রসঙ্গে (খালেদা রাব্বানী, ম.আ.২৫)। বাংলাদেশ বিমানের লন্ডনগামী ফ্লাইটের স্থানীয়

					৩৫জন যাত্রী অফলোডের কারণে বিমানে আসন সংরক্ষণ করে কনফার্ম টিকেট থাকা সত্ত্বেও তাহাদের লন্ডন গমন করা সম্ভব না হওয়া প্রসঙ্গে (খালেদা রব্বানী ম.আ. ২৫)।
সপ্তদশ	১১৩	৮২৩			ফতোয়াবাজদের দোররা মারা থেকে অসহায় নারীদের রক্ষা করা এবং নারী নির্যাতন রোধ করা প্রসঙ্গে (ফরিদা রহমান ম.আ.১০)। মৌলভীবাজার প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটকে টিচার্স টেনিং কলেজে উন্নিতকরণ প্রসঙ্গে (খালেদা রব্বানী ম.আ. ২৫)। শিক্ষা এবং পাসপোর্ট অফিসের কর্মকর্তা/ কর্মচারী জিম্মি হওয়া প্রসঙ্গে (কে.জে. হামিদা খাতুন,ম.আ.২০)।
অষ্টাদশ	৬৬	৩৫			যৌতুকপ্রথা বন্ধকরার কার্যকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রসঙ্গে (ফরিদা রহমান ম.আ.১০)।

					জাতীয় পানিনীতি প্রণয়ন প্রসঙ্গে (কে.জে. হামিদা খাতুন,ম.আ.২০)। অগ্নি নিবারণের জন্য একটি নতুন পানিবাহী গাড়ী সরবরাহ করা এবং কালীগঞ্জ থানায় একটি ফায়ার স্টেশন স্থাপন করা প্রসঙ্গে (ফরিদা রহমান ম.আ.১০)। মাহে রমজান উপলক্ষে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি প্রসঙ্গে (কে.জে. হামিদা খাতুন,ম.আ.২০)। দেশের ফোরকানিয়া মাদ্রাসাগুলিতে নিয়মিত সরকারি অনুদান প্রদান প্রসঙ্গে (কে.জে. হামিদা খাতুন,ম.আ.২০)।
উনিশতম	৩৩	২৭			দেশের মহাসড়কে যানবাহনে ডাকাতি প্রসঙ্গে (কে.জে. হামিদা খাতুন,ম.আ.২০)। রাজধানীতে পানি সংকট (কে.জে. হামিদা খাতুন,ম.আ.২০)।
বিশতম	৮৪	-			প্রবল পাহাড়ী ঢল এবং বর্ষা

					অব্যাহত থাকায় সিলেট সুনামগঞ্জসহ বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে প্রাণহানীসহ ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হওয়া প্রসঙ্গে (ফাতেমা চৌধুরী পারু, ম.আ. ২৪)। অবৈধভাবে মালয়েশিয়ায় লোক পাঠানোর ঘটনা বৃদ্ধি হওয়া প্রসঙ্গে (কে.জে. হামিদা খাতুন,ম.আ.২০)। সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি থানার চিংড়িঘের ভেসে যাওয়ায় একশত কোটি টাকা ক্ষতি হওয়া প্রসঙ্গে (ফরিদা রহমান, শ.আ.১০)। ৭৪ সালে দেশ দুনিয়ায় সাড়া জাগানো বাসন্তী গুরুতর অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে ভর্তি। তার আশু সু-চিকিৎসার ব্যবস্থা করার আবেদন প্রসঙ্গে (কে.জে. হামিদা খাতুন,ম.আ.২০)। খাগড়াছড়ি জেলা শহরের দুঃখ চেংগী নদীর গতি পরিবর্তন প্রসঙ্গে (মিসেস

					মাম্যাচিং ম.আ-৩০)। রাজশাহীতে গ্যাস সিলিন্ডার সংকট প্রসঙ্গে (লুৎফুন নেসা হোসেন, ম. আ.-৬)। রবার চাষের উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি রবার বোর্ড গঠন প্রসঙ্গে (মিসেস মাম্যাচিং ম.আ-৩০)।
একুশতম	৫৪	২৩	০৩	০১	বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটির অভ্যন্তরীণ পোস্ট অফিসের কার্যসময় এবং বুথ বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহন করা প্রসঙ্গে (রওশন আর হেনা,ম.আ.১২)। দেশে হাসপাতালগুলিতে ব্লাড ব্যাংক এখন পেশাদার রক্ত বিক্রেতাদের দখল প্রসঙ্গে (কে.জে. হামিদা খাতুন,ম.আ.২০)। সরকারি কর্মচারীদের জিপি ফান্ডে জমা টাকার উপর সুদের পরিবর্তে সরকারের তরফ হতে চাঁদা / অনুদান প্রদান প্রসঙ্গে (কে.জে. হামিদা খাতুন,ম.আ.২০)।
বাইশতম	১৯	-	৫(২টি আলোচিত ও ৩টি তামাদি	০১	রাজশাহীতে গ্যাস সংকট

			হয়ে যায়)		প্রসঙ্গে (লুৎফুন নেসা হোসেন ম.আ-৫)।

সূত্র: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ৫ম সংসদ অধিবেশনের কার্যনির্বাহের সারাংশ(১-২২ খণ্ড)।

পঞ্চম জাতীয় সংসদে জরুরি জনগুরুত্ব বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ(বিধি ৭১)এ নারী প্রতিনিধিদের প্রদত্ত নোটিশ পর্যালোচনা করলে নিম্নে বর্ণিত তথ্য পাওয়া যায়-

- পঞ্চম জাতীয় সংসদে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে কেবলমাত্র মতিয়া চৌধুরী নোটিশ দিয়েছেন। অন্য সদস্যগণ তেমন তৎপর ছিলেন না।

- সংরক্ষিত আসনের নারী প্রতিনিধি ৩০জন থাকলেও উক্ত বিধিতে আমরা মাত্র ৬-৭জন প্রতিনিধিকে তৎপর দেখেছি।ফলে ২২টি অধিবেশনে উক্ত ৬-৭জনই নোটিশ প্রদান করেছেন।

- যেহেতু সকল নারী প্রতিনিধি তৎপর ছিলেন না ফলে সার্বিকভাবে সকল অঞ্চলের জরুরি বিষয়সমূহ উঠে আসেনি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নারী প্রতিনিধিগণ কেবলমাত্র নারী ইস্যু নিয়ে তৎপর ছিলেন না, বরং বলা যায় নারী প্রতিনিধিদের বক্তব্যে নারী ইস্যু প্রাধান্য না পেয়ে বরং দেশের আপামর জনগণের জরুরি বিষয়সমূহ উঠে এসেছে।

সারণি ৪.১১: সপ্তম জাতীয় সংসদে জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ (বিধি ৭১) প্রস্তাবের খতিয়ান নিম্নে দেয়া হল-

অধিবেশন	প্রাপ্ত নোটিশের সংখ্যা	বাতিলকৃত নোটিশের সংখ্যা	গৃহীত নোটিশের সংখ্যা	নারী প্রতিনিধিদের নোটিশের সংখ্যা	নারী সদস্যপ্রদত্ত আলোচ্য বিষয়
প্রথম	১৬৮৩	১৪৮৬	৭৮(৪১টি মন্ত্রী কর্তৃক বিবৃতি প্রদান, ৩৭টি তামাদি)	১১	নদী ভাঙ্গন থেকে মুন্সিগঞ্জের জনপদ রক্ষা প্রসঙ্গে (সাগুফতা ইয়াসমিন,ম.আ.২০)। মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত যেসব পরিবার এখনও চরম অর্থনেতিক সংকটের কারণে দু:সহ জীবন যাপন করছে তাদের পুনর্জাগরণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করণ প্রসঙ্গে (পান্না কায়সার ম.আ.২৭)। পাকিস্তান ফেরত বাংলাদেশীদের প্রসঙ্গে (রওশন এরশাদ,ময়মনসিংহ-৪)। সরকারি রাস্তাঘাটের উপর সভা সমিতি করা প্রসঙ্গে (রাজিয়া মতিন চৌধুরী, মহিলা আসন-২৮)। সাবাস বাংলাদেশ

					মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য ভাঙ্গা প্রসঙ্গে (পান্না কায়সার মহিলা আসন -২৭)। পত্রিকাসমূহে নীতিমালার ভিত্তিতে সরকারি বিজ্ঞাপন বণ্টন প্রসঙ্গে (সাগুফতা ইয়াসমিন,ম.আ.২১)। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক প্রণীত অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক শিক্ষা পাঠক্রম প্রসঙ্গে (তহুরা আলী, মহিলা আসন১৫)। আজকের সমাজে যৌতুক প্রথারোধ প্রসঙ্গে (শাহিন মনোয়ারা হক, মহিলা আসন-৭)। ইছামতি নদীর উপর অনতিবিলম্বে ব্রীজ স্থাপন প্রসঙ্গে (জান্নাতুল ফেরদৌস, মহিলা আসন-৫)। হাসপাতাল প্রসঙ্গে (খালেদা খানম, মহিলা আসন-২৩)। জরুরি ভিত্তিতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় টিভি উপকেন্দ্রটি চালু প্রসঙ্গে (দিলারা

					হারুন, মহিলা আসন-১৬)।
দ্বিতীয়	৬৩৭	৬১৩	২৪(১৮ টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী কর্তৃক বিবৃতি প্রদান, ৬টি তামাদি)	৩	মৌলভীবাজার সদর হাসপাতালে ডিপটিউবলটি জরুরী ভিত্তিতে মেরামত বা পুন:স্থাপন ও মৌলভীবাজার জেলার হাজার হাজার মুমূর্ষ রোগীকে দুর্ভোগের হাত হইতে রক্ষা করা প্রসঙ্গে (হুসনে আরা ওয়াহিদ , মহিলা আসন ২৫)। শহর অঞ্চলের প্রতিটি ওয়ার্ডে, থানায় এবং ইউনিয়নে নারীর নেতৃত্বে নারী নির্যাতনের হাত হইতে নারী সমাজকে রক্ষা করা প্রসঙ্গে (পান্না কায়সার মহিলা আসন -২৭)। নরসিংদী জেলার ঘোড়াশাল এবং গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জে শীতলক্ষ্যা নদীতে ফেরি চালুর জন্য মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ প্রসঙ্গে (মেহের আফরোজ,

					মহিলা আসন-২০)।
তৃতীয়	১৮৫০	১৭৬৬	৮৪(৪৩টি মন্ত্রী কর্তৃক বিবৃতি, ৪১টি তামাদি)		
চতুর্থ	৪২৫	৪১০	১৫(৯টি মন্ত্রী কর্তৃক বিবৃতি প্রদান, ১৬টি তামাদি হয়ে যায়)		
পঞ্চম	১১০৮	১০৬৯	৩৯ (২৫ টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী কর্তৃক বিবৃতি প্রদান, ১৪টি তামাদি)	০১	দেশের সমস্ত হসপিটালে অক্সিজেন গ্যাস সরবরাহ প্রসঙ্গে (আলেয়া আফরোজ, মহিলা আসন-১০)।
ষষ্ঠ	৩৬০	৩৪৮	১২টি (৪টি মন্ত্রী কর্তৃক বিবৃতি দান, ৮টি তামাদি)		-
সপ্তম	৩০৪	২৮৬	১৮টি (১২টি মন্ত্রী কর্তৃক বির্বৃতি দান, ৬টি তামাদি)	০২	নারী নির্যাতন রোধে আইনের সংস্কার প্রসঙ্গে (পান্না কায়সার, মহিলা আসন-২৭)। চট্টগ্রাম পটিয়া থানার উপকূলীয় ইউনিয়নসমূহে সাইক্লোন সেন্টার নির্মাণ প্রসঙ্গে (জিনাত হোসেন, মহিলা আসন-২৯)
অষ্টম	১৯৬৭	১২১৫			
নবম	৪৩৯	৪৬৪		০৬	হলুদ সাংবাদিকতা প্রসঙ্গে

					(পান্না কায়সার,মহিলা আসন- ২৭) । শিক্ষিত বেকার যুবকদের সার্টিফিকেট বন্ধকীর মাধ্যমে ব্যাংক ঋণপ্রদান প্রসঙ্গে (তহুরা আলী,মহিলা আসন-১৫)। কিশোরগঞ্জের টেলিফোনের অবস্থা নাজুক প্রসঙ্গে (সবিতা বেগম)। প্রাথমিক পর্যায়ের হিন্দু ধর্ম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রসঙ্গে (কামরুন নাহার পুতুল,ম.আ.-৪)। মাননীয় সংসদ সদস্যদের ব্যাক্তিগত সফরে বিদেশ গমনে জটিলত প্রসঙ্গে (সবিতা বেগম মহিলা আসন-১৭) ।ঢাকা জেলাধীন কেরানীগঞ্জ থানার কলাতিয়া ইউনিয়নে গ্যাস বিতরণ লাইন সম্প্রসারণ করার আবেদন প্রসঙ্গে (মরিয়ম বেগম, মহিলা আসন-১৮)।
দশম	১৪৩	১১৩	(৩০টি আলোচিত		

			হয়)		
একাদশ	৭৫৫	৫১৯	২৭(২০৯টি আলোচিত হয়, ১৭টি মন্ত্রী কর্তৃক বিবৃতি প্রদান, ১০টি তামাদি)	০৩	বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্বপাড় টাংঙ্গাইলের ভুয়াপুর হইতে জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ীর তারাকান্দী পর্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে (তহুরা আলী, মহিলা আসন-১৫)। পর্যটন নগরী কক্সবাজার শহর হইতে টেকনাফ থানা পর্যন্ত অসমাপ্ত মেরিন ড্রাইভ সড়কটিকে সমাপ্ত করা প্রসঙ্গে (এথিন রাখাইন, মহিলা আসন - ৩০)। ৬৪টি জেলার মধ্যে ৫২টি জেলার নলকূপে বিষাক্ত আর্সেনিক প্রসঙ্গে (তাসমিমা হোসেন, পিরোজপুর-২)।
দ্বাদশ	১০৬০	৭৩০	৪৯ (২৮১ টি আলোচিত, ২৫টি মন্ত্রী কর্তৃক বিবৃতি, ২৪টি তামাদি)	০২	লালমনিরহাট জেলাধীন অদিতমারী ও কালীগঞ্জ থানার জনগণের দীর্ঘ দিনেরদাবী ভেটেশ্বরী নদী পুন:খনন প্রকল্পটি খননের

					পরিকল্পনা থেকে বাদ দেয়া প্রসঙ্গে (ফরিদা রউফ আশা, মহিলা আসন-২)। জেলা সদরে অবস্থিত হাসপাতালসমূহে শিশু ওয়ার্ড স্থাপন প্রসঙ্গে (তহুরা আলী, মহিলা আসন-১৫)।
ত্রয়োদশ	১১০৬	৭৯৫	২৫ (২৮৬ আলোচিত ১৪টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী কর্তৃক বিবৃতি প্রদান, ১১টি তামাদি)	০২	গাজীপুর জেলার ডিজিটাল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপন প্রসঙ্গে (মেহের আফরোজ, মহিলা আসন-২০)। রেলওয়ে সিগনাল আধুনিকীকরণ প্রসঙ্গে (শাহিন মনোয়ারা হক, মহিলা আসন-৭)।
চতুর্দশ	১৮০	৯২	১২(৭৬টি আলোচিত, ৫ টি মন্ত্রী কর্তৃক বিবৃতি প্রদান, ৭টি তামাদি)	০২	জামালপুর সদর থানার নান্দিন বাজারে আধুনিক ডিজিটাল টেলিফোন এক্সেচেঞ্জ স্থাপন প্রসঙ্গে (তহুরা আলী, মহিলা আসন-১৫)। বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলার প্রয়োজনীয় স্থান গুলিতে স্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ি নির্মাণ প্রসঙ্গে (আঞ্জুমান আরা

					জামিল, মহিলা আসন - ৮)।
পঞ্চদশ	১৯২	৯৮	১২(৮২টি আলোচিত, ৭টি মন্ত্রী কর্তৃক বিবৃতি প্রদান, ৫টি তামাদি হয়ে যায়)	০৩	গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ থানার বিধ্বস্ত অডিটোরিয়ামটি পুনর্নির্মাণ করা প্রসঙ্গে (মেহের আফরোজ, মহিলা আসন-২০)। মুক ও বধির বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষাখাত থেকে বেতন ভাতা প্রদান প্রসঙ্গে (কামরুন নাহার পুতুল, মহিলা আসন-৪)। ঢাকা, ময়মনসিংহ, জামালপুর মহাসড়কের মুক্তাগাছা পৌরসভার উত্তর সীমানা হতে জামালপুর সদর থানার চরাঘাট ব্রীজ পর্যন্ত সংস্কার প্রসঙ্গে (তহুরা আলী, মহিলা আসন-১৫)।
ষষ্ঠদশ	৪৩২	১৭১	৩৯(২২২টি আলোচিত, ২২টি মন্ত্রী কর্তৃক বিবৃতি প্রদান, ১৭টি তামাদি)	১১	কৃষিনির্ভর এইদেশে কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমন্বিত বারাই ব্যবস্থাপনা

					(আইপিএস) এর কার্যক্রম ভান্ডারিয়া কাউখালী থানাসহ বাংলাদেশের প্রতিটি থানায় চালু করার জন্য অনুরোধ প্রসঙ্গে (তাসমিমা হোসেন, পিরোজপুর -২)। ট্রেন চলাকালনি রেলক্রসিং বন্ধ রাখা প্রসংঙ্গে (কামরুন নাহার পুতুল, মহিলা আসন- ৪)। মৌলভীবাজার আধুনিক হাসপাতালটিকে ১০০ বেডে উন্নিত করা প্রসঙ্গে (হুসনে আরা ওয়াহিদ, মহিলা আসন-২৫)। ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি বিজড়িত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের নিরাপত্তা ও পবিত্রতা রক্ষা করা প্রসঙ্গে (মেহের আফরোজ, মহিলা আসন-২০)। ভূমিকম্প পরিমাপের জন্য রেখটার স্কেল স্থাপন প্রসঙ্গে (জিনাত হোসেন, মহিলা আসন-২৯)।

					পাবনায় গ্যাসের সংযোগ দান ও গ্যাস সরবরাহ প্রসংঙ্গে (জান্নাতুল ফেরদৌস, মহিলা আসন-৫)। ঢাকা, ময়মনসিংহ, জামালপুর মহাসড়কে ডিভাইডারসহ সড়ক প্রশস্থ করণ প্রসঙ্গে (তহুরা আলী, মহিলা আসন-১৫)। নশরতপুর বাজারে ১০০০টন ধারণক্ষমতার খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রসঙ্গে। (কামরুন নাহার পুতুল, মহিলা আসন - ৪)। মুদ্রার উপর বঙ্গবন্ধুর ছবি সংযোজন প্রসঙ্গে (কামরুন নাহার পুতুল, মহিলা আসন-৪)। লক্ষীপুর জেলার সদর থানাধীন বিদুৎবিহীন গ্রামগুলোতে পল্লীবিদুতের সংযোগ দেয়া প্রসঙ্গে (রাজিয়া মতিন চৌধুরী, মহিলা আসন-২৮)।

					শিক্ষার মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত আইন শিক্ষা প্রসঙ্গে (মাহমুদা সওগাত, মহিলা আসন-১৩)।
সপ্তদশ	২১১	৯০	১৮(১০৩টি আলোচিত , ১১টি মন্ত্রী কর্তৃক বিবৃতি দান, ৭টি তামাদি)	০৫	গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ থানার নাগরী ইউনিয়নের প্রত্যেকটি গ্রামে বিদুৎ সরবরাহ করা প্রসঙ্গে (মেহের আফরোজ, মহিলা আসন-২০)। ঢাকা-মুন্সিগঞ্জ সড়কের উপর মেঘনা নদী উপর মুক্তারপুর ফেরীঘাট অবলুপ্ত করে সেখানে একটি সেতু নির্মাণ প্রসঙ্গে (সাগুফতা ইয়াসমিন, মহিলা আসন-২১)। প্রতিটি থানায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যক্ষা চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন প্রসঙ্গে (কামরুন নাহার পুতুল, মহিলা আসন-৪)। কুমিল্লা জেলার বড়ুরা থানায় বিদ্যুতায়ণ প্রসঙ্গে (পান্না কায়সার, মহিলা

					আসন-২৭)। বাংলাদেশের শিক্ষা ও চাকুরী ক্ষেত্রে মেধার মূল্যায়ন ঘটুক/ কোটা-ভিত্তিক নিয়োগ এবং এ্যাডমিশন নয় প্রসঙ্গে (দিলারা হারুন মহিলা আসন-৬)।
অষ্টাদশ	৬৩৮	২৯৫	৫৫(২৮৮ আলোচিত, ১৯ তামাদি)		
উনিশতম	২৬৫	১৩৩	১৮(১০৫টি আলোচিত, ১১টি মন্ত্রী কর্তৃক বিবৃতি দান, ৭টি তামাদি)	০৩	লৌহজং থেকে বেজগাঁও, গাঁওদিয়া হয়ে ডুহুরী পর্যন্ত সড়কটি পূনর্নির্মাণ প্রসঙ্গে (সাগুফতা ইয়াসমিন,মহিলা আসন - ২১)। প্রবাসীদের ভোটাধিকার প্রদান প্রসঙ্গে (হুসনে আরা ওয়াহিদ,মহিলা আসন-২৫) দিনাজপুর জেলা সদরে একটি মহিলা ক্যাডেট কলেজ স্থাপন প্রসঙ্গে (শ্রীমতি ভারতী নন্দী সরকার, মহিলা আসন -১)।
বিশতম	২২৫	১০৭	১৫ (১০৩টি আলোচিত,	০১	দেশের নারীসমাজকে

			৫টি মন্ত্রী কর্তৃক বিবৃতি দান, ১০টি তামাদি)		সমঅধিকার দেয়া প্রসঙ্গে (শাহিন মনোয়ারা হক, মহিলা আসন-৭)।
একুশতম	৩৫৪	১৪৪	৩০(১৮০টি আলোচিত,১৯টি মন্ত্রী কর্তৃক বিবৃতি দান, ১১টি তামাদি)	০৫	ঘোড়াশাল-কালীগঞ্জ নদীর শহীদ ময়েজউদ্দীন ফেরীঘাটের স্থলে সেতু নির্মাণ কাজ দ্রুত শুরু করা প্রসঙ্গে (মেহের আফরোজ, মহিলা আসন-২০)। প্রথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রসঙ্গে (জান্নাতুল ফেরদৌস, মহিলা আসন-৫)। গাবতলী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়কে সরকারীকরণ প্রসঙ্গে (কামরুন নাহার পুতুল, মহিলা আসন-৪)। উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে গ্যাস সরবরাহ করা প্রসঙ্গে (ফরিদা রউফ আশা, মহিলা আসন-২)। চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা উপজেলার ৩নং রায়পুর ইউনিয়নের শংখ নদীর ভাঙ্গন রোধকল্পে পাথর

					দিয়ে ঢালাইসহ জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে (জিনাত হোসেন, মহিলা আসন-২৯)।
বাইশতম	২৪৬	২২২	২৪(১২৯টি আলোচিত, ১৬টি মন্ত্রী কর্তৃক বিবৃতি দান, ৮টি তামাদি)	০৪	জাতীয় সংসদে নারীদের আসন সংরক্ষণ প্রসঙ্গে (তাসমিমা হোসেন, পিরোজপুর-২)। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মহিলা কোটা বৃদ্ধি প্রসঙ্গে (জান্নাতুল ফেরদৌস, মহিলা আসন - ৫)। হিন্দু নারীর বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কে (শ্রীমতি চিত্রা ভট্টাচার্য, মহিলা আসন-১৪)। জামালপুর সদর উপজেলার কানিল হইতে ইটাইল পিয়াপুর পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙ্গণ রোধে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে (তহুরা আলী, মহিলা আসন-১৫)।
তেইশতম	৫৭৩	৩০৭	৪০(২২৬টি আলোচিত, ২১টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী কর্তৃক বিবৃতি প্রদান, ১৯টি তামাদি	১১	দেশের নারী পাঁচার, নির্যাতন, এসিড নিক্ষেপ, তালাক রোধকল্পে টাস্কফোর্স গঠন প্রসঙ্গে

			হয়ে যায়)		(জিনাত হোসেন, মহিলা আসন-২৯)। ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের পেশাগত সমস্যা সংক্রান্ত (কামরুন নাহার পুতুল, মহিলা আসন-৪)। হাসপাতালে অবৈধ বদলি ডিউটি প্রসঙ্গে (তহুরা আলী, মহিলা আসন-১৫)। চলতি অর্থ বছরে নওগাঁ জেলার ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ নির্মাণ প্রসঙ্গে (শাহিন মনোয়ারা হক, মহিলা আসন-৭)। সরকারী চাকরীতে অবসর গ্রহনের বয়স ৫৭ থেকে বৃদ্ধি করে ৬০ বছর করা প্রসঙ্গে (মাহমুদা সওগাত, মহিলা আসন-১৩)। হিন্দু নারীর বিবাহ বিচ্ছেদ ও বিবাহ নিবন্ধন সম্পর্কে (শ্রীমাতি চিত্রা ভট্টাচার্য, মহিলা আসন-১৪)। গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ থানার বিভিন্ন গ্রামে বিদ্যুৎ

					সংযোগ প্রদান প্রসঙ্গে (মেহের আফরোজ, মহিলা আসন-২০)। নারীনির্যাতন রোধকল্পে আইন প্রণয়ন প্রসঙ্গে (শাহীন মনোয়ারা হক, মহিলা আসন-৭)। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান নিম্ন হওয়া প্রসঙ্গে (নার্গিস আরা হক, মহিলা আসন-১২)। নারীর সমমূল্যায়ন প্রসঙ্গে (শাহীন মনোয়ারা হক, মহিলা আসন-৭)। ট্রেন চলাকালীন সময়ে রেলক্রসিং বন্ধ রাখা প্রসঙ্গে (কামরুন নাহার পুতুল, মহিলা আসন-৪)।

সূত্র: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ৭ম সংসদের কার্যনির্বাহের সারাংশ(১-২৩ খণ্ড)

নারীসদস্য কর্তৃক প্রদত্ত নোটিশসমূহ পর্যালোচনা করে বলা যায়:

- তাঁরা অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে বেশকিছু নারীর নিজস্ব দাবিকে কেন্দ্র করে নোটিশ প্রদান করেছেন।
- জেলাভিত্তিক এলাকার উন্নয়নে নদী ভাঙ্গণ, গ্যাস সরবরাহ, টেলিফোন ব্যবস্থাপনা, হাসপাতালের উন্নয়ন এবং কৃষি ব্যবস্থা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে মনোযোগ আকর্ষণের লক্ষ্যে নোটিশ প্রদান করেছে।

- লক্ষ্যণীয় বিষয় নারী সদস্যরা কর্তৃক শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে মেধার মূল্যায়ন, শিক্ষা বোর্ডের কার্যক্রম, হলুদ সাংবদিকতা, ভূমিকম্প পরিমাপের যন্ত্র স্থাপন এবং প্রবাসীদের ভোটাধিকার প্রদান প্রসঙ্গে নোটিশ দিয়ে সকল জনগোষ্ঠীর দাবির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে সংসদীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

৪.৪(৪): জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সদস্য কর্তৃক বিবৃতি (বিধি ৭১ক)

সংসদীয় কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সদস্য কর্তৃক বিবৃতি দান করা। জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সদস্য কর্তৃক বিবৃতি (বিধি ৭১ ক) অনুযায়ী প্রত্যেক নোটিশ দাতা সদস্য বক্তব্য রাখতে পারবেন। তবে উক্ত সময় ৩০ মিনিটের অতিরিক্ত সময় হবে না এবং ঐ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যতজন সদস্যের বক্তব্য রাখা সম্ভব ততজনই বক্তব্য রাখতে পারবেন।

৫ম জাতীয় সংসদের ২২টি অধিবেশনে নিম্নোক্ত নারী সদস্যগণকে ৭১(ক) বিধিতে বিবৃতি প্রদান করতে দেখা যায়। ৪র্থ অধিবেশনে বেগম মতিয়া চৌধুরী (শেরপুর-২) "ভূয়া দলিলের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার খাসজমি ব্যাহত হওয়া প্রসঙ্গে"এবং "গত ১৩.২.১৯৯৯ তারিখে বস্ত্রমেলায় ছিনতাইকারীর হামলাকে আজরা জাবীন কর্তৃক প্রতিহত করতে গিয়ে আহত হওয়া প্রসঙ্গে" উক্ত দুটি বক্তব্য প্রদান করেন। এছাড়া হাফেজা আসমা খাতুন (ম.আ ২৩)"শরিয়তপুর নড়িয়া উপজেলা পর্যন্ত রাস্তাটি পাকাকরণ প্রসঙ্গে" বক্তব্য প্রদান করেন।

৫ম অধিবেশনে শেরপুর-২ আসন থেকে নির্বাচিত সদস্য মতিয়া চৌধুরী নিম্নোক্ত বিষয়ে বিবৃতি প্রদান করেন, "হাতিরপুল এলাকার শীতল ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ডাকাতি ও রাজধানীতে ছিনতাই সম্পর্কে।"

৬ষ্ঠ অধিবেশনে বেগম হাফেজা আসমা খাতুন (মহিলা আসন -৭) "মাদারীপুর জেলার এ.আর.হাওলাদার জুট মিলস বন্ধ থাকা প্রসঙ্গে"।

বেগম লুৎফুন নেসা হোসেন (ম.আ-৬) "রাজশাহীতে টেলিফোন সমস্যা প্রসঙ্গে।"

রওশন আরা (ম.আ.১২)"দক্ষিণাঞ্চলে মৎস প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।"

৭ম অধিবেশনে মহিলা আসন ২৩ থেকে নির্বাচিত বেগম হাফেজা আসমা খাতুন নিম্নোক্ত তিনটি বিবৃতি প্রদান করেন -

"কর্মজীবী মহিলাদের বাসে যাতায়াতে অসুবিধার কারণে আলাদা ব্যবস্থা প্রসঙ্গে"।

" কর্মজীবী মহিলাদের বাসস্থানের সমস্যা প্রসঙ্গে।" এবং" নড়িয়ার ফাতেমা শিশু সদন এতিম খানার সাহায্য বহাল রাখা প্রসঙ্গে।"

অষ্টম অধিবেশনে হাফেজা আসমা খাতুন (ম.আ.২৩) নিম্নোক্ত বিষয়ে বিবৃতি দেন, " দিনের বেলা ময়লা- আবর্জনা ভর্তি গাড়ী চলাচল প্রসঙ্গে।"

মহিলা আসন ৭ থেকে নির্বাচিত বেগম রাশিদা খাতুন নিম্নোক্ত বিষয়ে বিবৃতি দেন, "হজ্জযাত্রীদের বিমান ভাড়া কমানোর দাবি প্রসঙ্গে।"

নবম অধিবেশনে কে জে হামিদা খানম (ম.আ.২০)"নরসিংদী জেলার ১৬ লক্ষাধিক মানুষের রক্তের ব্যবস্থা না হওয়া প্রসঙ্গে।"

বেগম রাশিদা খাতুন (ম.আ.৭)"নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য প্রসঙ্গে।"

বেগম হাফেজা আসমা খাতুন (ম.আ.২৩) " গ্রন্থমেলায় ভারতীয় বৈধ অবৈধ বই-এ সয়লাব হওয়া প্রসঙ্গে।"

উক্ত বিবৃতিসমূহ নারী সদস্য কর্তৃক আসে।

১১তম অধিবেশনে মহিলা আসন ২৩ থেকে নির্বাচিত বেগম হাফেজা আসমা খাতুন বিবৃতি দেন, "যুব সমাজকে নাচের তালিম নয়, দেশ রক্ষার ট্রেনিং দেয়া প্রসঙ্গে।" এছাড়া কে জে হামিদা খানম (ম.আ.২০) "দেশে নকল সার তৈরী করা প্রসঙ্গে"- বিবৃতি দেন।

১২তম অধিবেশনে কে জে হামিদা খানম (ম.আ.২০) ২টি বিবৃতি দেন-

“বিবাহ-তালকের ফিস সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার ক্ষেত্রে হয়রানী প্রসঙ্গে।”

“নগরে মশার অত্যাচার প্রসঙ্গে।”

১৪ তম অধিবেশনে কে জে হামিদা খানম (ম.আ.২০) ৩টি বিবৃতি দেন-

“নরসিংদী জেলার ফায়ার সার্ভিস স্টেশনটি বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত হওয়া প্রসঙ্গে।”

“দেশে অগ্নিদগ্ধের চিকিৎসা প্রসঙ্গে।”

“ইডেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্রীদের সমস্যা প্রসঙ্গে।”

১৬ তম অধিবেশনে কে জে হামিদা খানম (ম.আ.২০) ৩টি বিবৃতি দেন-

“লঞ্চের অদক্ষ ব্যাবস্থাপনার কারণে লঞ্চ দুর্ঘটনায় জীবন নাশ হওয়া প্রসঙ্গে।”

“রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরী বিভ্রান্তিকর টেস্ট রিপোর্ট প্রদান করা প্রসঙ্গে।”

“বিনিযোগ বোর্ডের ভূমিকা প্রসঙ্গে।”

১৭তম অধিবেশনে কে জে হামিদা খানম (ম.আ.২০) ২টি বিবৃতি প্রদান করেন-

“গ্রাম্য শালিসে মহিলাদের দোররা মারা প্রসঙ্গে।”

“পিতা ও স্বামীর সম্পত্তিতে হিন্দু মহিলাদের অধিকার না থাকা প্রসঙ্গে।”

১৮ তম অধিবেশনে কে জে হামিদা খানম (ম.আ.২০) ২টি বিবৃতি দেন-

“মিরপুর টেকনিক্যাল কলেজ মোড় হইতে মিরপুর ১নং পর্যন্ত রাস্তার মাঝখানে আইল্যান্ড স্থাপন প্রসঙ্গে।”

“রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে জ্বালানী গ্যাসের তীব্র সংকট প্রসঙ্গে।”

১৯ তম অধিবেশনে কে জে হামিদা খানম (ম.আ.২০) ২টি বিবৃতি দেন-

“ পেনশানপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রসঙ্গে।”

“ দেশের ফোরকানীয়া মাদ্রাসাগুলিতে নিয়মিত অনুদান প্রদান প্রসঙ্গে।”

২০তম অধিবেশনে নিম্নোক্ত সদস্য কর্তৃক জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে বিবৃতি প্রদান করা হয়।

বেগম ফরিদা রহমান (মহিলা আসন ১০) " ফারাক্কা বাঁধের কারণে বাংলাদেশের সার্বিক ক্ষয়ক্ষতি প্রসঙ্গে।"

কে জে হামিদা খানম (ম.আ.২০)"সত্যিকার আয়োডিনযুক্ত লবণ বাজারজাতকরণ প্রসঙ্গে।"

২১ তম অধিবেশনে কে জে হামিদা খানম (ম.আ.২০) ৩টি বিবৃতি প্রদান করেন-

"গাজীপুর টিবি হাসপাতাল স্থাপন প্রসঙ্গে।"

"ঢাকা মেডিকেল কলেজ ব্লাড ব্যাংক এখন পেশাদার রক্ত বিক্রেতার দখলে প্রসঙ্গে।"

"রেজিস্ট্রেশনবিহীন যানবাহন প্রসঙ্গে।"

বেগম রওশন আরা হেনা (ম. আ.১২) নিম্নোক্ত বিবৃতি দান করেন।

"রাজনীতিবিদদের জন্য স্বল্পমূল্যে ফ্লাট এবং অবসরপ্রাপ্ত সংসদসদস্য ও প্রবীণনেতাদের জন্য রেস্ট হাউজ বরাদ্দ প্রসঙ্গে।"

২২ তম অধিবেশনে কে জে হামিদা খানম (ম.আ.২০) জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে ২টি বিবৃতি প্রদান করেন-

"রাজধানীতে ময়লাবাহী গাড়ীর দৌরাত্ব প্রসঙ্গে।"

"অবহেলিত সমুদ্র সৈকত কুয়াকাটা প্রসঙ্গে।" এবং

মহিলা আসন ৬ থেকে নির্বাচিত বেগম লুৎফুন নেসা হোসেন নিম্নোক্ত বিষয়ে বিবৃতি দান করেন।

"রাজশাহী মনিবাজার সংলগ্ন মাঠ প্রসঙ্গে।"

পঞ্চম জাতীয় সংসদে অনুষ্ঠিত ২২টি অধিবেশনে জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সদস্য কর্তৃক বিবৃতি (বিধি ৭১ ক) আলোচনা করে দেখা যায় ৫ম সংসদে মোট ৩৫ জন নারীসদস্যের মধ্যে মাত্র ৪ থেকে ৫ জন নারী সংসদ সদস্য তৎপর ছিলেন। দেখা যাচ্ছে এখানে সবচেয়ে বেশি হাফেজা আসমা খাতুন এবং কে.জে. হামিদা খানম জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে বিবৃতি প্রদান করেন। তাদের প্রদত্ত বিবৃতিতে নানাবিধ বিষয় উঠে এসেছে। এর মধ্যে যেমন বিভিন্ন জেলাভিত্তিক সমস্যা উঠে এসেছে তেমনি যুব সমাজ, নকল সার, কর্মজীবী নারী, সমুদ্র সৈকত, যানবাহন, চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে বিবৃতি

এসেছে। বিবৃতিতে তাঁরা বাংলাদেশের প্রকৃত সমস্যা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বাংলাদেশের নারী সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়ে আশানুরূপ বিবৃতি আসেনি। এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো নারী প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের নিম্নহার । মাত্র কয়েকজন নারী প্রতিনিধির পক্ষে ৭১(ক) বিধিতে অংশ নিয়ে সকলের সমস্যা তুলে ধরে বিবৃতি প্রদান করা সম্ভব হয়নি।

সারণি ৪.১২ সপ্তম জাতীয় সংসদের ২৩টি অধিবেশনে জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সদস্য কর্তৃক বিবৃতি প্রদান সংক্রান্ত বিধিতে ব্যাপক সংখ্যক নারী সদস্যকে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়।

অধিবেশন	মোট বিবৃতির সংখ্যা	নারী সদস্য কতৃক বিবৃতি	মন্তব্য
১ম	৩৫৩	২৫	সন্তোষজনক নারী প্রতিনিধির অংশগ্রহণ
২য়	১৩৫	২১	সন্তোষজনক অংশগ্রহণ
৩য়	৪০৮		
৪র্থ	৮০	০৯	অংশগ্রহণের হার সন্তোষজনক নয়
৫ম	২৩৮	২৫	সন্তোষজনক অংশগ্রহণ
৬ষ্ঠ	৭৫	১৫	সন্তোষজনক অংশগ্রহণ
৭ম	১০৭	২৬	সন্তোষজনক অংশগ্রহণ
৮ম	৬২০		
৯ম	১৮১	২৫	সন্তোষজনক অংশগ্রহণ
১০ম	৩০	০১	নারী প্রতিনিধির অংশগ্রহণ হতাশা ব্যঞ্জক
১১তম	২০৭	২৭	সন্তোষজনক অংশগ্রহণ
১২তম	২৮১	২৯	সন্তোষজনক অংশগ্রহণ
১৩তম	২৮৬	৩৭	সন্তোষজনক অংশগ্রহণ
১৪তম	৭৬	১৭	সন্তোষজনক অংশগ্রহণ
১৫তম	৮২	২৬	সন্তোষজনক অংশগ্রহণ
১৬তম	২১৭	৫৭	ব্যাপকহারে নারী প্রতিনিধির অংশগ্রহণ নারীর এগিয়ে আসার ইঙ্গিত বহন করে
১৭তম	১০৩	৩৩	সন্তোষজনক অংশগ্রহণ
১৮তম	২৮৮		
১৯তম	১০৫	২৭	সন্তোষজনক অংশগ্রহণ
২০তম	১০৩	২৯	সন্তোষজনক অংশগ্রহণ

২১তম	১৮০	৪৫	সন্তোষজনক অংশগ্রহণ
২২তম	১২৯	৩৭	সন্তোষজনক অংশগ্রহণ
২৩তম	২২৬	৬০	উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নারী প্রতিনিধির অংশগ্রহণ

পূর্বের কোনো সংসদে এত বিপুল সংখ্যক নারী প্রতিনিধি ৭১(ক) বিধিতে অংশগ্রহণ করেননি। বিশেষত পঞ্চম জাতীয় সংসদে প্রথমবারের মতো নারী প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেতা থাকা সত্ত্বেও তাঁদের অংশগ্রহণের হার হতাশাব্যঞ্জক যেখানে পঞ্চম জাতীয় সংসদের ২২টি অধিবেশনে মোট ৪০টি বিবৃতি নারী সদস্য কর্তৃক এসেছে, সেখানে সপ্তম জাতীয় সংসদের একটি অধিবেশনেই ৬০টি বিবৃতি নারী সদস্য কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে। সপ্তম সংসদের প্রায় প্রতিটি অধিবেশনেই ৭১(ক) বিধিতে নারী প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের মাত্রা উল্লেখযোগ্য। যা সংসদীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সহায়ক।

৪.৪(৫)বিশেষ অধিকার প্রস্তাব(বিধি১৬৪)

বিশেষ অধিকারর প্রশ্ন উত্থাপন করতে ইচ্ছুক কোনো সদস্য যেদিন অনুরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করতে চান, সে দিন বৈঠক আরাম্ভ হওয়ার দুই ঘন্টা পূর্বে সচিবের নিকট লিখিতভাবে নোটিশ প্রদান করবেন। উত্থাপিত প্রশ্ন দলিলভিত্তিক হলে অনুরূপ নোটিশের সাথে উক্ত দলিল প্রমানাদী থাকবে। তবে শর্ত থাকে যে, স্পিকার বিষয়টিকে জরুরি মনে করলে বৈঠক চলাকালে প্রশ্নকাল সমাপ্তীর পরে যে কোনো সময় তিনি বিশেষ অধিকারের প্রশ্ন উত্থাপনের অনুমতি দিতে পারেন।

পঞ্চম জাতীয় সংসদের ২২টি অধিবেশনের মধ্যে মাত্র ৫টি অধিবেশনে ৩জন নারী সদস্য বিশেষ অধিকার প্রস্তাব (বিধি১৬৪) উত্থাপন করেন। তাদের মধ্যে বেগম মতিয়া মতিয়া চৌধুরী ৩টি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বাকী ২টির মধ্যে বেগম হাফেজা আসমা খাতুন এবং বেগম ফরিদা রহমান ১টি করে বিশেষ অধিকার প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

৫ম জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে শেরপুর ২ আসন থেকে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য বেগম মতিয়া চৌধুরী নিম্নোক্ত বিশেষ অধিকার প্রস্তাব (বিধি ১৬৪) উত্থাপন করেন-

"জাতীয় সংসদে নবনির্বাচিত সদস্যদের ১টি এলাকার ক্ষমতা অর্পণ করা হয় কিন্তু মহিলা সদস্যদের সংসদ সদস্য কর্তৃক নির্বাচিত করা হয় বিধায় তাঁদেরকে ১০টি এলাকায় কাজ কর্মের ক্ষমতা অর্পণ করায় সংসদ সদস্যের অধিকার ক্ষুণ্ন করা প্রসঙ্গে।"

বিষয়টি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিশেষ অধিকার কমিটিতে প্রেরণ করা হয়।

তৃতীয় অধিবেশনে বেগম মতিয়া চৌধুরী নিম্নোক্ত বিশেষ অধিকার প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন-

"বর্ষা মৌসুমে কাজের বিনিময়ে খাদ্য (টিআর) কর্মসুচি বাস্তবায়ন প্রকল্প প্রণয়নে ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও মাননীয় সংসদ সদস্যের পরামর্শ গ্রহণ না করায় বিশেষ অধিকার ক্ষুণ্ন।"

বিষয়টি বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরিত হয় এবং কমিটির রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হওয়ার পর সংসদে গৃহীত হয়।

৫ম জাতীয় সংসদের ১২তম অধিবেশনে শেরপুর-২ আসন থেকে নিবাচিত বেগম মতিয়া চৌধুরী ১৬৪ বিধিতে নিম্নলিখিত বিশেষ অধিকার প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন-

"গত ৭ নভেম্বর ১৯৯৩ তারিখে ঢাকার গুলিস্তান চত্বরে বি.এন.পি.আয়োজিত এক জনসভায় সংসদ নেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে সংসদে বক্তব্য সম্পর্কে কটাক্ষ করে বিরূপ মন্তব্য করায় বিশেষ অধিকার ক্ষুন্ন।"

উক্ত প্রস্তাবটি সংসদে ২২.১১.৯৩ তারিখের বৈঠকে বিষয়টি সম্পর্কে ২৮.১১.৯৩ তারিখে আলোচনার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং উক্ত ২৮.১১.৯৩ তারিখে বিষয়টি নিষ্পত্তি হয়।

১৩তম অধিবেশনে মহিলা আসন ২৩ থেকে নির্বাচিত বেগম হাফেজা আসমা খাতুন নিম্নোক্ত বিশেষ অধিকার প্রস্তাব উত্থাপন করেন-

"মাননীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত এলাকা শরিয়তপুর জেলার নড়িয়া থানার জন্য সংসদ সদস্য কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রজেক্টে টি.এন. ও মহিলা এম.পি. হিসাবে ১০% বরাদ্দ দিতে অপারগতা প্রকাশ করায় বিশেষ অধিকার ক্ষুণ্ন"

বিষয়টি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয়।

১৯তম অধিবেশনে মহিলা আসন ১০ থেকে নির্বাচিত বেগম ফরিদা রহমান নিম্নোক্ত বিষয় অধিকার প্রস্তাব করেন-

"সরকার ও জেলা প্রশাসক বরাবরে ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছরে বিশেষ বরাদ্দপত্রে মহিলা সংসদ সদস্যের জন্য ১০% গম সংরক্ষণ করার প্রয়োজন হবেনা উল্লেখ করায় বিশেষ অধিকার ক্ষুণ্ন।"

বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয়।

পর্যালোচনায় দেখা যায় যে নারী সদস্য কর্তৃক আনীত বিশেষ অধিকার প্রস্তাব (বিধি১৬৪)-তে রাজনীতিতে প্রাজ্ঞ, সাধারণ আসন থেকে নির্বাচিত সদস্য বেগম মতিয়া চৌধুরী ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রস্তাব এনেছেন। বিশেষ করে সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত নারী সদস্যের নির্বাচনী এলাকার কাজের ব্যাপকতা প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হয়েছে। যার মাধ্যমে অনুধাবন করা সম্ভব প্রান্তিক অবস্থানে থাকা নারী সদস্যগণ ব্যাপক এলাকায় কাজ করতে সক্ষম হননা। ফলে তাদের নির্বাচক মন্ডলীর সাথে সুসম্পর্ক অথবা তাদের অবস্থান জানানো সম্ভব হয় না। এ বিষয়টি মতিয়া চৌধুরীর মত একজন প্রাজ্ঞ সংসদ সদস্য অনুধাবন করে সংরক্ষিত আসনে নারী প্রতিনিধিদের সমস্যা চিহ্নিত করে বিশেষ অধিকার ক্ষুণ্ন বিষয়ে ১টি প্রস্তাব এনেছেন। এছাড়া ১৬৪ বিধিতে বিশেষ অধিকার প্রস্তাবে অন্য নারী সদস্যদের তেমন অংশগ্রহণ দেখা যায়নি।

সংসদের বৈঠক শুরু হওয়ার ২ ঘন্টা পূর্বে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে বিশেষ অধিকার প্রস্তাব আনা যায়। যদি প্রস্তাবটি দলিলভিত্তিক হয় তাহলে উক্ত দলিলও নোটিশের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হয়। স্পিকার বিষয়টি জরুরি মনে করলে বৈঠক চলাকালে প্রশ্নকাল শেষ হওয়ার পর যে কোনো সময় বিশেষ অধিকার প্রস্তাব (বিধি ১৬৪) উস্থাপনের অনুমতি দিতে পারেন। এ ধারা বলে সংসদ সদস্যগণ তাঁদের অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়া বিষয় সংসদে তুলে আনতে পারেন।

৭ম জাতীয় সংসদের ২৩টি অধিবেশনে মাত্র ১ জন নারী সদস্য বিধি ১৬৪ এর আওতায় বিশেষ অধিকার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। উক্ত সংসদে আনীত বিশেষ অধিকার প্রস্তাবগুলোর অধিকাংশই বাতিল

অথবা তামাদি হয়ে যায়। এছাড়া সবগুলো অধিবেশনে ১৬৪ বিধিতে সদস্যদের অংশগ্রহণ ছিলনা। প্রথম অধিবেশনে মহিলা আসন ১০ হতে নির্বাচিত সদস্য বেগম আলেয়া আফরোজ ২টি প্রস্তাব আনেন। তাঁর প্রস্তাবের বিষয়বস্তু হলো-"মাননীয় সংসদ সদস্যের নামে ৪ নং ব্লকের ১০ নম্বর স্যুটটি গত ১৩.৭.৯৬ সংসদ কমিটিতে প্রেরণ। উক্ত তারিখে বরাদ্দ পাওয়ার পরও দখল না পাওয়ায় বিশেষ অধিকার ক্ষুন্ন"এবং

"মাননীয় সংসদ সদস্যের ৬.৮.৯৬ ইং তারিখে ১৬৪ বিধিতে দেয়া একটি নোটিশ প্রেরণের পর আজ পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত না জানানোর কারণে বিশেষ অধিকার ক্ষুণ্ন।"

১৬৪ বিধিতে নারী প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের মাত্রার প্রেক্ষিতে এখানে বলা যায় ৭ম জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের সদস্য হিসাবে বেগম মতিয়া চৌধুরী তৎপর ছিলেন। তিনি একজন সংসদ সদস্য হিসাবে তাঁর অধিকার সম্পর্কে সচেতন ছিলেন ফলে সংসদের ভিতরে এবং বাইরে কোনো বিষয়ে অধিকার ক্ষুণ্ন হলে সংসদের কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ১৬৪ বিধিতে বিশেষ অধিকার প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। কিন্তু ৭ম জাতীয় সংসদে মাত্র ১জন নারী ২টি প্রস্তাব আনেন, যা সংসদীয় রাজনীতিতে যথাযথ ভূমিকা পালনের ইঙ্গিত বহন করে না। একজন সংসদ সদস্য হিসাবে নিজের অধিকার এবং কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতাই আইন সভায় যথার্থ ভূমিকা পালনের পূর্বশর্ত। এখানে দেখা যাচ্ছে নারী সদস্যগণ এক্ষেত্রে কোনরূপ ভূমিকা পালনে সক্ষম হননি।

৪.৫ উপসংহার

রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নীতিনির্ধারণী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রত্রিয়ায় আইন সভা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। বাংলাদেশের মত ক্রমঅগ্রসরমান রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যহত রাখার স্বার্থে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রত্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। স্বাধীনতা উত্তরকাল থেকে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ব্যবস্থা বজায় থাকলেও তা কার্যকর অংশগ্রহণমূলক ছিল কিনা সেটি মূল্যায়নের দাবি রাখে। অপরদিকে সাধারণ আসনে নির্বাচিত নারী সংসদ সদস্যর সংখ্যা বরাবরই কম ছিল। তবে তাদের অংশগ্রহণ সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্যদের তুলনায় অনেক বেশি কার্যকর। পঞ্চম ও সপ্তম সংসদ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দুটি সংসদেই প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেতা উভয়েই ছিলেন নারী। স্বাভাবিকভাবে আশা করা হয়েছিল এরূপ পরিবেশ নারী অগ্রযাত্রায় সহায়ক হবে। কিছুটা অগ্রগতি হলেও সার্বিক বিবেচনায় তা অত্যন্ত নগণ্য। সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ পর্যালোচনা করলেই আমরা এ বিষয়ে স্পষ্ট চিত্র পেতে পারি। জাতীয় সংসদের বিভিন্ন সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা, আইন প্রণয়ন কার্যাবলিতে অংশগ্রহণ, সংসদীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার জন্য মুলতবি প্রস্তাব উত্থাপন, জরুরি জনগুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা, জরুরি জনগুরুত্ব বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণের নোটিশ প্রদান, বিশেষ অধিকার প্রস্তাব উত্থাপন, প্রভৃতি কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সংসদ সদস্যরা নীতিনির্ধারণ, রাষ্ট্র ও জনগণের কল্যাণে ভূমিকা রাখেন। এসকল ক্ষেত্রে পঞ্চম ও সপ্তম সংসদে নারী সদস্য অংশগ্রহণ ছিল খুবই নগণ্য। এছাড়া কম গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় কমিটিতে নারী সংসদ সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যার ফলে সংসদীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ততা এবং এর মাধ্যমে সমাজের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখার পথ যথেষ্ঠ প্রশস্থ ছিলনা।

Reference

Hasanuzzaman, Al. M, *Role of Opposition in Bangladesh Politics*,1998.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি, ২০০১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সংশোধিত।

ফিরোজ, জালাল, *পার্লামেন্ট কিভাবে কাজ করে: বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা*, ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০৩।

বুলেটিন১৩/ পঞ্চম জাতীয় সংসদের ১ম অধিবেশন/রবিবার,২৮ এপ্রিল, ১৯৯১।

বুলেটিন৩১/ পঞ্চম জাতীয় সংসদের ১০ম অধিবেশন/বৃহস্পতিবার, ১৫ জুলাই, ১৯৯৩।

বুলেটিন৩১/ পঞ্চম জাতীয় সংসদেও ৭ম অধিবেশন/বুধবার,৩০ নভেম্বর, ১৯৯৪।

বুলেটিন১৮/ পঞ্চম জাতীয় সংসদের ১০ম অধিবেশন/বুধবার,৩০ নভেম্বর, ১৯৯৪।

বুলেটিন২২/ সপ্তম জাতীয় সংসদেও ৩য় অধিবেশন/রবিবার,২ মার্চ, ১৯৯৭।

বুলেটিন১৯/ সপ্তম জাতীয় সংসদেও,সোমবার,৭ জুলাই, ১৯৯৭।

সপ্তম জাতীয় সংসদেও সংসদ বুলেটিন ৬,১৩ নভেম্বর,বৃহস্পতিবার, ১৯৯৭।

সপ্তম জাতীয় সংসদের সংসদ বুলেটিন ৩,অধিবেশন ৯, ১৪ জুন, রবিবার, ১৯৯৮।

সপ্তম জাতীয় সংসদের সংসদ বুলেটিন ৪,অধিবেশন ৭, ২ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার, ২০০০।

সপ্তম জাতীয় সংসদের সংসদ বুলেটিন ১,অধিবেশন ২২, ২৯ মার্চ, বৃহস্পতিবার,১৯৯৮।

পঞ্চম সংসদের নবম অধিবেশন।

পঞ্চম সংসদের ১৩তম অধিবেশন।

বিতর্ক খন্ড-৩, সংখ্যা -৮, ১৯৯১।

সপ্তম জাতীয় সংসদের ২য় অধিবেশনের কার্যনির্বাহের সারাংশ।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান

৫.১ ভূমিকা ঃ

অভ্যন্তরীণ বিকাশের নিয়ম এবং বহি:স্থ উপাদানের প্রভাবে অর্থনীতি, রাজনীতি, জাতীয় রাষ্ট্রের সীমানা, আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক, ক্ষমতা কাঠামো সবকিছুই পরিবর্তিত হচ্ছে। সভ্যতার প্রতিটি স্তরেই পরিবর্তনের এই সূত্রসমূহ কাজ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৈশ্বিক, জাতীয় ও স্থানিক ক্ষমতা-কাঠামোতে পরিবর্তনের গতি দ্রুততর হয়েছে। ঔপনিবেশিক শক্তির বিলুপ্তি, ১৯৪৭ সালে রক্তাক্ত দেশভাগ, জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ, মহান ভাষা-আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, সত্তরের জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরে বিপ্লবী রাজনীতির বিকাশ এবং রক্তাক্ত স্বাধীনতা যুদ্ধ বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে, যা হতে জাতীয় ও গ্রামবাংলার রাজনীতিও বিচ্ছিন্ন ছিলনা। স্বাধীনতার পর অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ভোট রাজনীতি, বিশ্বায়ন, অভিবাসন, নগরায়ন, শিক্ষার প্রসার ও গণমাধ্যমের সম্প্রসারণের ফলে জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে এক শ্রেণীর শহুরে মধ্যবিত্ত ও ধনিক নেতাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (করিম, ১৯৯১. পৃ ৫১)। নারী নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। অভিজ্ঞতা, আর্থ-সামাজিক কাঠামো, শিক্ষা, অসাম্য প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে ব্যক্তির ভিন্নভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে, যা তার রাজনৈতিক মনসঃতত্ত্ব নির্ধারণ করে। রাজনীতি ও আদর্শের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধগত ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। শাসন ব্যবস্থা পছন্দের বিষয়টি তাই নির্ভর করে কোন দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং জনগণের দৃষ্টিভঙ্গির উপর। যা আবার নির্ধারিত হয় রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ দ্বারা। আলমন্ড ও ভার্বা বলেন (1972, P. 14) , 'When we speak of political culture of a society, we refer to the political system as internalize in the cognitions, feelings and evaluations of its population'.

এই অধ্যায়ে পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান, পারিবারিক প্রভাব, স্থানীয় রাজনীতির সঙ্গে তার সম্পর্কসহ বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করা হবে।

৫.২: পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ:

নিম্নে পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক অবস্থানের শতকরা হার সারণি এবং রেখা চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:

সারণি ৫.১ পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষা	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
মাধ্যমিক	০৬	২০
উচ্চ মাধ্যমিক	০৭	২৩.৩৩
স্নাতক	০৯	৩০
স্নাতকোত্তর	০৮	২৬.৬৭
মোট	৩০জন	১০০

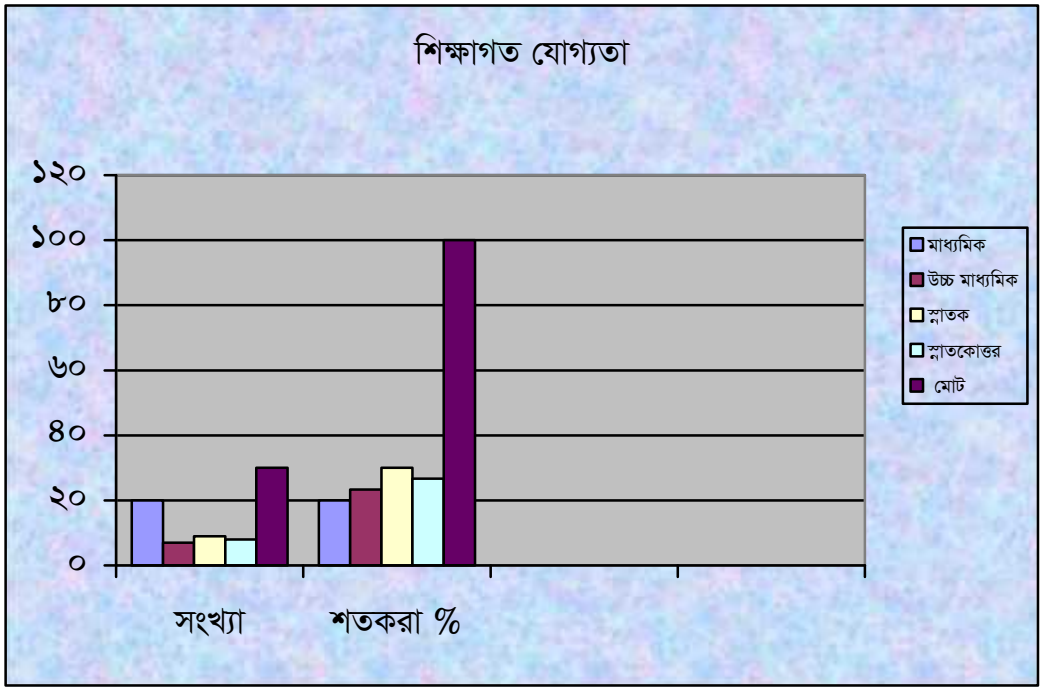

চিত্র-১: পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী জনপ্রতিনিধি হওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার কোনো বাধা বা মাপকাঠি নেই। এ কারণে জাতীয় রাজনীতিতে বিশেষত সংসদের জনপ্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে ব্যাপক পার্থক্য ও বৈচিত্র রয়েছে। নারী সংসদ সদস্যদের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। সারণি-৫.১ হতে স্পষ্ট নারী সংসদ সদস্যদের প্রায় ৪৪ শতাংশ (২০%+২৩.৩৩%) ডিগ্রি পাশ করতে পারেনি। আর মাত্র ২৬.৬৭

শতাংশের (৩০জনের মধ্যে ৮জন) উচ্চ শিক্ষা রয়েছে, যারা স্নাতকোত্তর পাশ করেছেন। তবে কারো পিএইচ.ডি (Ph.D) নেই। বাংলাদেশের নারীশিক্ষার সার্বিক চিত্রকেই সারণি-৫.১ উপস্থাপন করছে। পর্দাপ্রথা, অল্পবয়সে বিবাহ, পরিবার গঠন, দারিদ্র্য, প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাধা, নারীর নিরাপত্তাহীনতা প্রভৃতি কারণে নারীরা উচ্চশিক্ষা বা আর্থ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে। বাংলাদেশের নারী সংসদ সদস্যরাও এই বাস্তবতায় ব্যতিক্রম নয়।

৫.৩: পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের বয়সের ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ:

নিম্নে পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বয়সের ভিত্তিতে সারণি এবং রেখা চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:

সারণি ৫.২ পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের বয়স

বয়স	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
৪০ বছর পর্যন্ত	০২	৬.৬৭
৪০-৪৫	০৬	২০
৪৫-৫০	০৫	১৬.৬৭
৫০-৫৫	০৭	২৩.৩৩
৫৫+	১০	৩৩.৩৩
মোট	৩০জন	১০০%

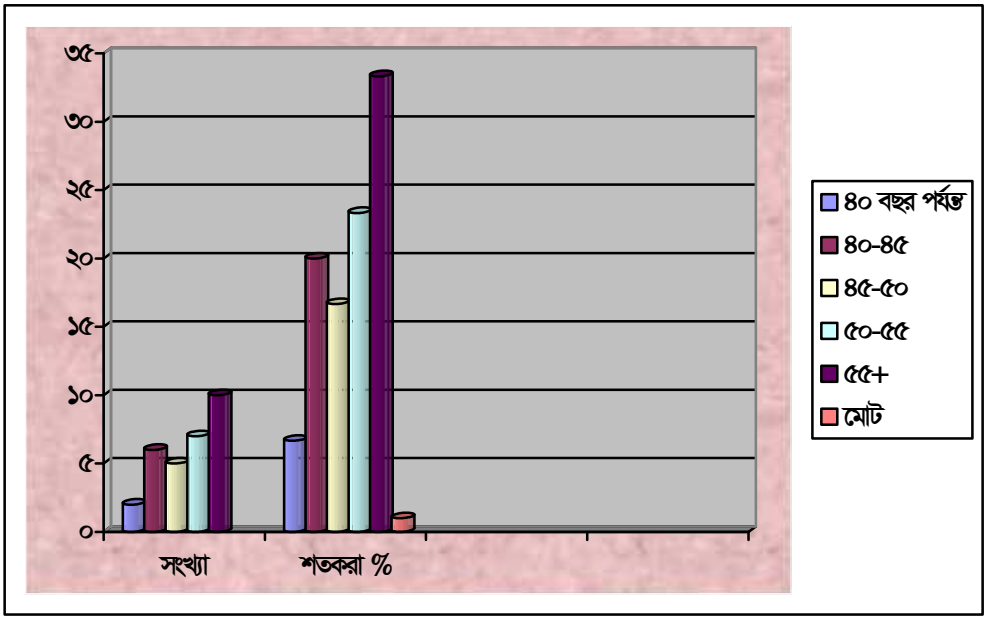

চিত্র- ২: পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের বয়স

যে কোনো গবেষণার ক্ষেত্রে বয়স একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাটি। নেতৃত্বের ক্ষেত্রে বয়স খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার যে, জনগণ তরুণদের তুলনায় অভিজ্ঞ, প্রবীণ, বিশ্বস্ত ও দীর্ঘদিন রাজনীতির ময়দানে রয়েছে এমন নেতৃত্ব পছন্দ করে (রহমান, ১৯৮৯: পৃ. ৬১-৮৪)। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ১৯৬০ বা ১৯৭০- এর দশকের মতো নেতৃত্বের ক্ষেত্রে প্রবীণদের একক কর্তৃত্ব নেই; তরুন ও উন্নয়নকামী নেতৃত্ব স্থানীয় ও জাতীয় রাজনীতিতে জায়গা করে নিয়েছে (Areffen, 1986: 11-17)। তবে এখনও প্রবীণ ও অভিজ্ঞ নেতৃত্বের প্রতিই জনগণ আস্থা রাখছে। জাতীয় সংসদের মতো সর্বোচ্চ নীতি নীতি নির্ধারণী কাঠামোতে প্রবীণ নেতৃত্বের প্রভাব ও অংশীদারিত্ব বেশি থাকবে তা খুবই স্বাভাবিক। বাস্তবে বাংলাদেশের সংসদে পঞ্চাশোর্ধ নেতাদের আধিক্য রয়েছে (Mozumdar,2008: p. 435)। সারণি-৫.২ হতে দেখা যাচেছ পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের মাত্র ২জন বা ৬.৬৭ শতাংশের বয়স ৪০ বছর বা তার নীচে। পক্ষান্তরে ৫০ বছর বা এর উর্ধের নারীনেতৃত্ব রয়েছে প্রায় ৫৭ শতাংশ (৩০জনের মধ্যে ১৭জন)। ৪৫ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে নারীনেতৃত্ব রয়েছে ১৬.৬৭ শতাংশ। অর্থাৎ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনে নবীন নারী নেতৃত্ব (৪৫ বছরের নীচে) অনেক কম। সারণি-৫.২ মতে তা এক-চতুর্থাংশেরও কম (৩০ জনের মধ্যে ৮জন)। উদাহরণ হিসাবে ধরা যাক, খুরশীদ জাহান হকের কথা। তিনি প্রায় ৬০ বছরে

জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারীআসনে নির্বাচিত হন। অনুরূপভাবে, শাহীন আরা হক (জন্ম ১৯৪৩) ৪৮ বছর বয়সে, বেগম রওশন ইলাহী (জন্ম ১৯৩৭) ৫৪ বছর বয়সে সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত হন।

৫.৪ পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের পেশার ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ:

নিম্নে পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান পেশার ভিত্তিতে সারণি এবং রেখা চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:

সারণি ৫.৩ পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের পেশাগত অবস্থান

পেশা	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
গৃহিণী	০৩	১০
ব্যবসা	০৭	২৩.৩৩
শিক্ষকতা	০৪	১৩.৩৩
আইন	০	-
অন্যান্য	১৬	৫৩.৩৪
মোট	৩০জন	১০০

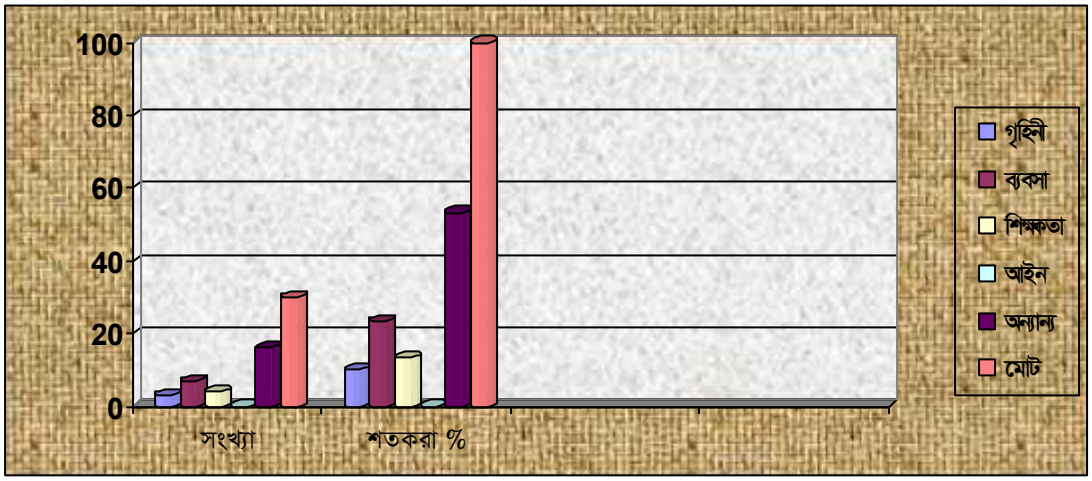

চিত্র- ৩: পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারীসদস্যদের পেশাগত অবস্থান

পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারীসদস্যরা বহুবিধ পেশার সাথে যুক্ত। সারণি- ৫.৩ হতে দেখা যায়, নারী সংসদ সদস্যদের ৩জন (১০%) গৃহিণী, ৭জন (২৩.৩৩%) ব্যবসায়ী। শিক্ষকতা করছেন ৪জন (১৩.৩৩ শতাংশ)। তবে অধিকাংশই অন্যান্য (যেমন - এনজিও , চাকরি, সংগীতশিল্পী, ঠিকাদারি, রাজনীতি প্রভৃতি) পেশার সঙ্গে যুক্ত। সমাজসেবা ও রাজনীতি পেশা হিসাবে গ্রহণযোগ্য বা স্বীকৃত না হলেও পঞ্চম জাতীয় সংসদের অন্তত ১০জন নারী সংসদ সদস্যরা এগুলোকে পেশা হিসাবে দাবি করেন। উদাহরণ হিসাবে সাহেবা সরকার রেবা (মহিলা আসন -২) এর কথা বলা যায়। মাঠ গবেষণায় তিনি পেশা হিসাবে সমাজসেবার কথা বলেন। অন্যদিকে বেগম রওশন ইলাহী (মহিলা আসন -৪), বেগম রাশিদা খাতুন (আসন-৭), বেগম সেলিনা শহীদ (আসন- ৮) প্রমুখ নিজেদের পেশা হিসাবে রাজনীতিকেই উল্লেখ করেন। সাক্ষাতকারে তিনজন নারী সংসদ সদস্য নিজেদের অকপটে 'গৃহিণী' হিসাবে স্বীকার করেন। পর্যবেক্ষণে মনে হয়েছে, রাজনীতি বা সমাজসেবাকে পেশা হিসাবে বর্ণনাকারী সাংসদরা প্রকৃতপক্ষে গৃহিণী এবং ক্ষমতাশীল রাজনীতিবিদদের ঘনিষ্ট অত্মীয়। দেওয়ার মতো সম্মানজনক পেশার পরিচয় যা সম্মানজনক, তা না থাকায় নিজেদের পেশা রাজনীতি বা সমাজসেবা হিসাবে বর্ণনা করেন।

৫.৫ পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সংসদ সদস্যদের ধর্মের ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ:

নিম্নে পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান ধর্মের ভিত্তিতে সারণি এবং রেখা চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:

সারণি ৫.৪ পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের ধর্মীয় অবস্থান

ধর্ম	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
ইসলাম	২৯	৯৬.৬৭
হিন্দু/সনাতন		
খ্রিস্টান		
অন্যান্য	০১	৩.৩৩
মোট	৩০জন	১০০

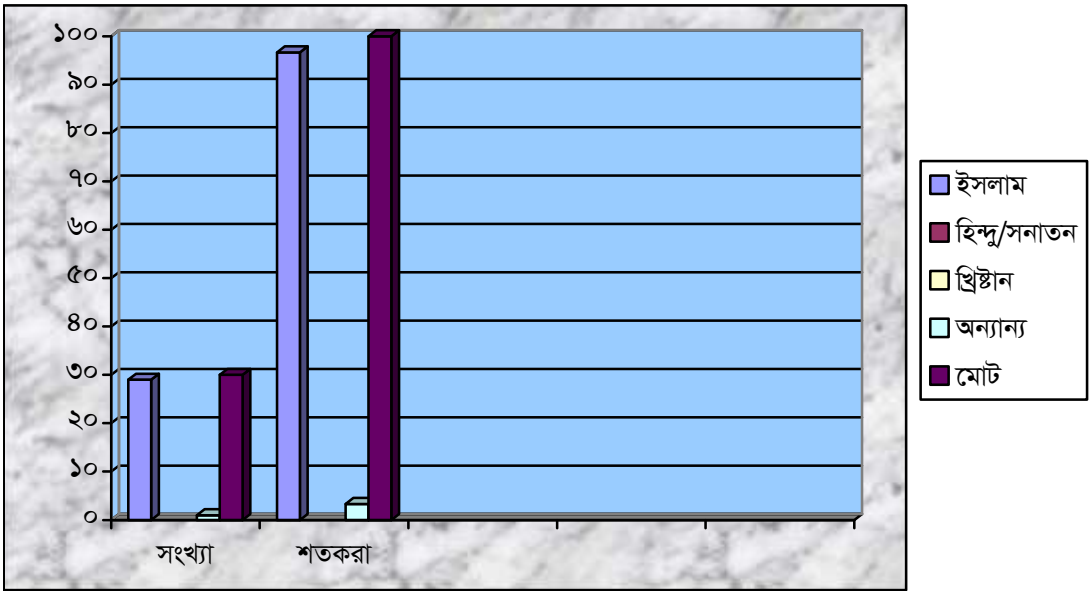

চিত্র- ৪: পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সংসদ সদস্যদের ধর্মীয় অবস্থান

বাংলাদশের জাতীয় সংসদে সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্বের কোন সাংবিধানিক ধারা নেই। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন বা ১৯০৯ সালের মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইনে সংখ্যালঘু তথা ধর্মভিত্তিক আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ধারা থাকলেও স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে তা বিলুপ্ত করা হয়। এর ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে কখনই হিন্দু বা সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী অনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পায়নি। ১৯৭০ এর দশকে বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় ১৫ শতাংশ হিন্দু ধর্মাবলম্বী থাকলেও বাস করলেও সংসদে তাদের প্রতিনিধিত্ব ছিল নামমাত্র (খান, ২০১৪)। এমন কী, ১৯৭০ সালের নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত ৯৫ শতাংশ এমএনএ (মেম্বার অব ন্যাশনাল এসেম্বেলি) ছিলেন মুসলমান (Maniruzzaman, 1980: p.81)। সারণি-৫.৪ হতে দেখা যায়, ৩০জন নারী সংসদ সদস্যের মধ্যে মাত্র একজন বৌদ্ধ। ১৯৯০ এর দশকে বাংলাদেশে হিন্দু জনগোষ্ঠী ছিল প্রায় ১০ শতাংশ (আদম শুমারী, ১৯৯১) কিন্তু সংরক্ষিত আসনে তাদের ভাগ্যে কোন আসন জোটেনি। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও তার মিত্র জামায়াতে-ইসলামীর রাজনৈতিক আদর্শের প্রতিফলন এই চিত্র। বস্তুত জাতীয় সংসদে ১৯৯১ সালে পুরুষ সদস্যদের ক্ষেত্রেও হিন্দুদের উপস্থিতি অত্যন্ত কম ছিল। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো নারীসদস্যদের মধ্যে হিন্দুদের একেবারে অনুপস্থিতি। ৫ম জাতীয় সংসদে একমাত্র অমুসলিম সদস্য (বৌদ্ধ ধর্মাবলমী) ছিলেন মিসেস ম্যামা চিং (মহিলা আসন -৩০)। এই আসনটি প্রথাগতভাবে উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত।

৫.৬ পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের পরিবার কাঠামোর ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ:

নিম্নে পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান পরিবার কাঠামোর ভিত্তিতে সারণি এবং রেখা চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:

সারণি ৫.৫ পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের পরিবার কাঠামো

পরিবারের ধরন	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
অনু পরিবার	২০	৬৬.৬৭
যৌথ	১০	৩৩.৩৩
মোট	৩০ জন	১০০

আধুনিকতার প্রভাব ও শহরভিত্তিক বসবাসের কারণে বাংলাদেশে যৌথ পরিবার কাঠামোতে ব্যাপক ভাঙ্গন ধরেছে (মান্‌নান, ২০০২)। বাংলাদেশের পরিবার কাঠামো এখন দুই ধরনের অনুপরিবার ও যৌথপরিবার। তবে অনুপরিবারই এখন সমাজের মূলধারা। এই বাস্তবতার প্রতিফলন ১৯৯১ সালের নারী সংসদ সদস্যদের ক্ষেত্রে রয়েছে। সারণি-৫.৫ হতে দেখা যায়, নারী সাংসদদের দুই-তৃতীয়াংশ (৬৬.৬৭%) অনুপরিবার হতে এসেছেন। পক্ষান্তরে ৩০জন সদস্যের মধ্যে ১০জন (৩৩.৩৩%) এসেছেন যৌথপরিবার হতে।

৫.৭ পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের ব্যক্তিগত জমির পরিমাণের উপর ভিত্তি করে আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ:

নিম্নে পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান ব্যক্তিগত জমির পরিমাণের ভিত্তিতে সারণি এবং রেখা চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:

সারণি- ৫.৬ পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের ব্যক্তিগত জমির পরিমাণ

জমির পরিমাণ	সংখ্যা	শতকরা হার %
৫ একর পর্যন্ত	০৯	৩০
৫-১০	০৬	২০
১০-২০	১০	৩৩.৩৩
২০+	০৫	১৬.৬৭
মোট	৩০	১০০

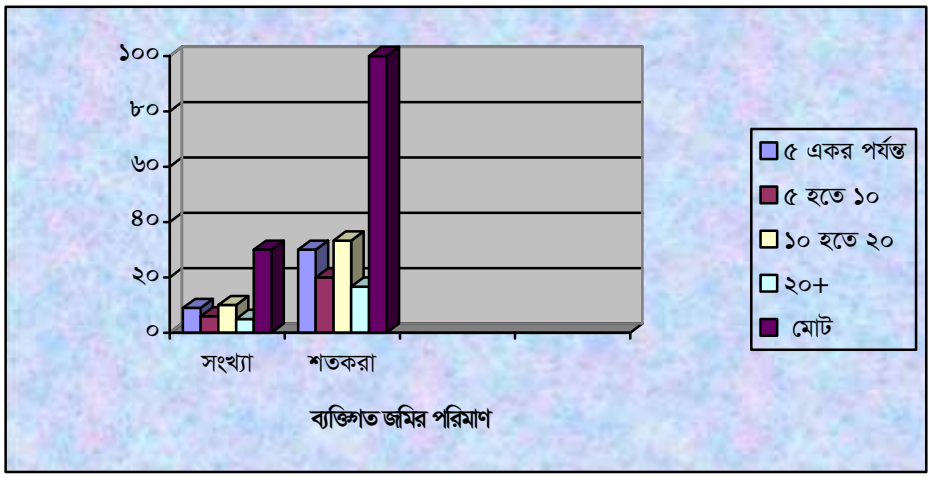

চিত্র - ৫. পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের ব্যক্তিগত জমির পরিমাণ

জমি ক্ষমতা কাঠামোর এফ অবিচ্ছেদ্য অংশ। ভারতীয় সমাজ কাঠামোতে তা মুখ্য উপাদান ছিল অতীতে। জমি রয়েছে ভারতীয় সমাজে মূল চালিকা শক্তি হিসাবে। ইরফান হাবীব মুঘল শাসনামলে সমাজের বর্ণনায় বলেছেন, মুঘল শাসনামলে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা না থাকলেও বেশ কিছু ভূ-স্বামী ছিলেন যারা সমাজ-কাঠামো নিয়ন্ত্রণ করতেন (হাবীব, ১৯৮৫: পৃ. ১৬৫-১৭৭)। তালুকদার মনিরুজ্জামান ১৯৭০ এর দশকে আওয়ামী লীগ নেতাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বর্ণনায় জমির

পরিমাণকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। বস্তুত গ্রামাঞ্চলের রাজনীতিতে জমির ব্যাপক প্রভাব থাকায় জাতীয় রাজনীতিতেও এর প্রভাব পড়ে (খান, ২০১৪)। মহিলা সংসদ সদস্যদের ক্ষেত্রেও জমির মালিকানা একটি বিশেষ উপাদান হিসাবে শনাক্ত হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, পঞ্চম জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনে ৩০জন সদস্যের মধ্যে ৫ একরের (প্রায় ১২ বিঘা) কম কারো ছিল না। সারণি-৫.৬ থেকে দেখা যায়, সদস্যদের মধ্যে ৯জনের ৫ একর, ৬জনের ৫ থেকে ১০ একর, ১০ জনের ১০ থেকে ২০ একর এবং ৫জনের ২০ একরের বেশি জমি ছিল। অর্থাৎ সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্যদের মধ্যে অন্তত ১৫জনের (৫০ শতাংশ) জমির পরিমাণ -১০ একর। জমির পরিমাণ যেকোন ব্যক্তির আর্থিক ক্ষমতাকে নির্দেশ করে। জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্যদের জমির পরিমাণ স্পষ্টভাবেই নির্দেশ করে সমাজের ধনিক শ্রেণি থেকে তারা উঠে এসেছেন। নিম্নবিত্ত বা তৃণমূল নেতৃত্বের সেখানে জায়গা হয়নি।

৫.৮ পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের ছাত্র রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ততার ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ :

নিম্নে পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান ছাত্র রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ততার ভিত্তিতে সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:

সারণি ৫.৭ পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের ছাত্র রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ততা

সম্পৃক্ততা	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	১১	৩৬.৬৭
না	১৯	৬৩.৩৩
মোট	৩০জন	১০০

পাকিস্তান শাসনামল থেকেই ছাত্ররাজনীতি বাংলাদেশের রাজনীতির অন্যতম নিয়ন্ত্রক। ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৬৬ এর ছয় দফা, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান থেকে ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন সহ সব গণআন্দোলনের কেন্দ্রীয় শক্তি ছিল ছাত্রসমাজ। বাংলাদেশে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে সামরিক শাসন বিলুপ্ত হয় এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ছাত্র সমাজ মুখ্য ভূমিকা পালন করে। গণ-অভ্যুত্থানে ছাত্র সমাজের ভূমিকার কারণে অনেক ছাত্র নেতাই পরবর্তিতে জাতীয় রাজনীতিতে তাদের অবস্থান তৈরী করে নেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও ছাত্র-রাজনীতির মাধ্যমে জাতীয় রাজনীতিতে উঠে

এসেছেন। সমসাময়িক রাজনৈতিক নেতাদের অনেকেই ছাত্র-নেতা ছিলেন। কাজেই এটি খুব স্বাভাবিক যে, নারীনেতৃত্ব ও ছাত্র নেতৃত্বের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত থাকবে। তবে পঞ্চম জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী সংসদ সদস্যদের ক্ষেত্রে এই অনুকল্প প্রমাণিত হয়নি। সারণি-৫.৭ থেকে দেখা যায়, নারী আসনের সংসদ সদস্যদের **১১**জন (৩৬.৬৭%) ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অন্যদিকে ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে একেবারের যুক্ত ছিলেননা **১৯**জন বা ৬৩.৩৩ শতাংশ। আবার সাক্ষাতকারে জানা গেছে, ছাত্ররাজনীতির সাথে যুক্ত নারী নেত্রীরা আসলে প্রভাবশালী ছাত্র সংগঠন (যেমন-ছাত্রলীগ, ছাত্রদল, ছাত্র-ইউনিয়ন, ছাত্র ফেডারেশন প্রভৃতি)-এর গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন না। উত্তর দাতাদের কেউ-ই এসব ছাত্রসংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকার কথা জানাননি। অর্থাৎ তাঁরা কেবল কর্মী বা সমর্থক ছিলেন।

৫.৯ পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের পরিবারিকভাবে জাতীয় বা স্থানীয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ততার ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ :

নিম্নে পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের পরিবারিকভাবে জাতীয় বা স্থানীয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ততার ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক অবস্থান সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:

সারণি ৫.৮ নারী সদস্যদের পরিবারের জাতীয় বা স্থানীয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ততা

সম্পৃক্ততা	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	২৬	৮৬.৬৭
না	০৪	১৩.৩৩
মোট	৩০জন	১০০

বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য 'রাজনৈতিক উত্তরাধিকার'। অধ্যাপক আলী রিয়াজ *'Inconvenient Truth'* গ্রন্থে বলেছেন, কেবল আওয়ামীলীগ-বিএনপির শীর্ষ পদ নয়; স্থানীয় রাজনীতিবিদদেরও একটি বড় অংশ পারিবারিক উত্তরাধিকার ধারণ করে (Riaz, 2012)। সম্প্রতি এক গ্রাম গবেষণায় দেখা গেছে, ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্বে এবং গ্রামীণ সমাজ কাঠামোতে পারিবারিক শক্তি ব্যাপক ভূমিকা রাখে (খান, ২০১৪)। চলমান গবেষণায় সুনির্দিষ্টভাবে উক্ত গবেষণা

কর্ম দু'টিকে উদ্বৃতি দেওয়া হলো-এটি উপলব্ধিতে যে, পারিবারিক উত্তরাধিকার বাংলাদেশের রাজনীতির (জাতীয় এবং স্থানীয়) অবিচ্ছেদ্য অংশ। পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের ক্ষেত্রে একথা আরো বেশী প্রযোজ্য। সারণি-৫.৮ হতে স্পষ্ট, নারী সাংসদদের ২৬জন বা ৮৬.৬৭ শতাংশ জাতীয় বা স্থানীয় রাজনীতিতে প্রভাবশালী নেতাদের স্ত্রী/কন্যা/বোন বা নিকট আত্মীয়। অন্যদিকে মাত্র ৪জন (১৩.১৩ শতাংশ) নিজের যোগ্যতায় রাজনীতিতে স্থান করে নিয়েছেন। এক্ষেত্রে নিম্নে একটি কেস স্টাডি দেওয়া হলো–

কেস স্টাডি -১

খুরশিদ জাহান হকঃ বিএনপি চেয়ারপার্সন-এর ভগ্নি

পঞ্চম জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসন-১ হতে নির্বাচিত হন খুরশীদ জাহান হক। ১৯৩১ সালে জন্মগ্রহণকারী খুরশিদ জাহান হক বস্তুত ১৯৯১ সাল পর্যন্ত জাতীয় রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু বিএনপি চেয়ারপার্সন ও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার বড় বোন হওয়ায় তিনি সংরক্ষিত আসন থেকে মনোনয়ন পান। পরে অবশ্য তিনি দিনাজপুরের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। ৫০ একর জায়গার মালিক খুরশিদ জাহান হকের অর্থনৈতিক ভিত্তি অত্যন্ত শক্ত ছিল। রাজধানীর বুকে তার ১০ কাঠার প্লট রয়েছে। বিএ পাস জাহান হক পেশায় গৃহিণী ছিলেন। স্বামীর ব্যবসার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তিনি। দিনাজপুরে কয়েকটি চালের আড়তের মালিক ছিল তার পরিবার। ছাত্র জীবনে ন্যাপ-ভাসানীর সমর্থক থাকলেও সরাসরি কোনো পদে ছিলেন না খুরশিদ জাহান হক। বস্তুত প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কই রাজনীতিতে তাকে প্রতিষ্ঠা দেয়।

সারণি-৫.৮ এবং কেস স্টাডি-১ হতে গবেষণায় গৃহীত অনুকল্প 'নারী সংসদ সদস্যদের রাজনীতিতে পারিবারিক উত্তরাধিকার বা সম্পর্ক রয়েছে' দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

৫.১০ পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের ব্যবসা, শিল্প বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ততার ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ:

নিম্নে পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের ব্যবসা, শিল্প বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ততার ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক অবস্থান সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:

সারণি ৫.৯ পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের ব্যবসা, শিল্প বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ততা

সম্পৃক্ততা	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	২৪	৮০
না	০৬	২০
মোট	৩০জন	১০০

সারণি-৫.৯ হতে দেখা যায়, জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের এমপিদের ৮০ শতাংশ (৩০জনের ২৪ জন) শিক্ষা, ব্যবসা, শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। অন্যদিকে মাত্র, ৬জন বা ২০ শতাংশ ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত নয়। ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সাংসদদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো:

নাম	শিল্প/ব্যবসা/শিল্প প্রতিষ্ঠান
১. খুরশীদ জাহান হক	চালের আড়ৎ
২. সাহেদা সরকার রেবা	স্থানীয় স্কুল কমিটির সভাপতি
৩. শাহীন আরা হক	ঠিকাদারী
৪. শামসুন্নাহার আহমেদ	বেসরকারী কলেজের সাথে যুক্ত
৫. ফরিদা রহমান	শিল্প এবং ব্যবসা
৬. সৈয়দা নার্গিস আলী	পাট এবং চিংড়ি রপ্তানি
৭. রওশন আরা হেনা	ব্যবসার সাথে যুক্ত
৮. আনোয়ারা হাবিব	টেক্সটাইল মিলের পরিচালক

উপরের তথ্যসমূহ স্পষ্টভাবেই প্রমাণ করে নারী সংসদ সদস্যদের সিংহভাগ ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। বস্তুত বাংলাদেশে এখন ধনীদের বড় অংশই জমি নয় ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাঙ্গে যুক্ত। ক্ষমতা কাঠামোতেই তারাই প্রভাবশালী (*Mozumdar,* 2008: p. 435-437)। সারণি-৫.৯ হতে তা প্রমাণিত হয়।

৫.১১ নারী সংসদ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণে স্থানীয় রাজনীতিতে তাঁদের দলীয় অবস্থান:

নিম্নে পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণে স্থানীয় রাজনীতিতে তাঁদের দলীয় অবস্থান সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:

সারণি ৫.১০ নারী সংসদ সদস্যদের এলাকার/স্থানীয় রাজনীতিতে পদ

পদ	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	১৬	৫৩.৩৩
না	১৪	৪৬.৬৭
মোট	৩০জন	১০০

জাতীয় রাজনীতি সঙ্গত কারণেই স্থানীয় রাজনীতি হতে বিমুক্ত কোনো বিষয় নয়। স্থানীয় রাজনীতিতে প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দ খুব স্বাভাবিকভাবে রাজনৈতিক দলগুলোর কেন্দ্রীয় পদে চলে আসেন। আবার জাতীয় রাজনীতিতে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বও স্থানীয় রাজনীতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী নেতায় পরিণত হন। রাজনীতির এই দুই ধারাই বাংলাদেশসহ উপমহাদেশে ক্রিয়াশীল। বস্তুত স্থানীয় রাজনীতিতে শক্তিশালী অবস্থান না থাকলে খুব কম সংখ্যক নেতাই রাজনৈতিক দলগুলোর কেন্দ্রীয় কমিটি কিংবা জাতীয় রাজনীতিতে প্রভাব রাখতে সক্ষম হন। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের অধিকাংশ সদস্যই জেলা, উপজেলা বা থানা কমিটির প্রভাবশালী নেতা। অবশ্য নারী সংসদদের ক্ষেত্রে এই চিত্রের ভিন্ন ক্যানভাস রয়েছে। সারণি-৫.১০ হতে দেখা যায়, স্থানীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ৫৩ শতাংশ (১৬জন) সাংসদ। অন্যদিকে প্রায় ৪৭ শতাংশ (১৪জন) নারী সংসদ সদস্যরা স্থানীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নয়। অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক নারী সংসদ সদস্যদের স্থানীয় রাজনীতিতে কোনো ভূমিকা নেই।

এমন চিত্র পুরুষ সংসদ সদস্যদের ক্ষেত্রে অকল্পনীয়। স্থানীয় রাজনীতিতে যুক্ত না থেকেও নারী সংসদ সদস্যরা সংসদে দলের মনোনয়ন পেয়েছেন প্রভাবশালী নেতাদের আত্মীয়তার সূত্রে বা শীর্ষ নেতৃত্বের ব্যক্তিগত পছন্দের কারণে। উদাহরণ হিসাবে সাহেব সরকার রেবা (মহিলা আসন-২) এর কথা বলা যায়। সাক্ষাতকারে তিনি জানিয়েছেন, স্বামীর উৎসাহে তিনি রাজনীতিতে এসেছেন। তবে তিনি যে এলাকার অধিবাসী সেখানে বিএনপির কোন পর্যায়ের কমিটিতে তিনি ছিলেন না। অনুরূপভাবে গবেষণায় (সাক্ষাতকারে) জানা গেছে, বেগম রেবেকা মাহমুদ (মহিলা আসন-৩), শাহীন

আরা হক (মহিলা আসন-৪), অধ্যাপক লুৎফুননেছা হোসেন (মহিলা আসন-৬), বেগম রাশিদা খাতুনসহ মোট ১৪জন নারী সাংসদ স্থানীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না।

৫.১২ নারী সংসদ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণে স্থানীয় সরকার কাঠামোর নির্বাচনে তাঁদের অংশগ্রহণ:

নিম্নে পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণে স্থানীয় সরকার কাঠামোর নির্বাচনে(ইউনিয়ন পরিদষদ/ পৌরসভা/উপজেলা) অংশগ্রহণের শতকরা হার সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:

সারণি ৫.১১ নারী সংসদ সদস্যদের ইউনিয়ন পরিদষদ/ পৌরসভা/উপজেলায় সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ

অংশগ্রহণ	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	০৩	১০
না	২৭	৯০
মোট	৩০জন	১০০

নারী সংসদ সদস্যদের স্থানীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না থাকার একটি বড় প্রমাণ সারণি- ৫.১১। সারণিটি থেকে দেখা যায় , পঞ্চম জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যদের ২৭জন বা ৯০ শতাংশ কখনো ইউনিয়ন পরিষদ, জেলা পরিষদ/পৌরসভা/উপজেলা পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেননি। খুব স্বাভাবিক যে, স্থানীয় ভোটের রাজনীতিতে হেরে যাওয়ার আশঙ্কায় তারা কখনো স্থানীয় পরিষদে নির্বাচন করেনি। অর্থাৎ স্থানীয় রাজনীতিতে তাদের কোন গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান সংসদ সদস্য নির্বাচিত (মনোনীত) হওয়ার আগে ছিল না। বাংলাদেশের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো এর একটি কারণ, তবে তা প্রমাণ নয়। সত্য হচ্ছে, স্থানীয় রাজনীতিতে তারা দলীয় অনুকম্পায় সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার আগে সময় দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন।

সারণি-৫.১০ এবং সারণি-৫.১১ হতে গবেষণার একটি অনুকল্প প্রমাণিত হয়েছে-‘ নারী সংসদ সদস্যদের একটি বড় অংশ স্থানীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নয়’। এই প্রমাণিত অনুকল্প আবার আরেকটি অনুকল্পকে সমর্থন করে যে, পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যরা (সংরক্ষিত) মনোনীত হয়েছেন প্রভাবশালী নেতাদের আত্মীয়তার সূত্রে।

১৯৭০, ১৯৮০ ও ১৯৯০- এর দশকে ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভায় সাধারণ চেয়ারম্যান, দলীয় প্রভাবশালী নেতা, ওয়ার্ড কমিশনারের ভগ্নি/স্ত্রী/মা/চাচী/ভাবীসহ আত্মীয়রা সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচিত হতেন (Barman, 1989: P.129)। এই ধারা অবশ্য এখন পরিবর্তিত হয়েছে (খান, ২০১৪)। কিন্তু জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনে ধারাটি শক্তিশালী একটি উপাদান হিসাবে রয়ে গেছে।

৫.১৩ নারী সংসদ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণে স্ব-স্ব নির্বাচনী এলাকার স্কুল,মাদ্রাসা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় ভূমিকা:

নিম্নে পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণে স্ব-স্ব নির্বাচনী এলাকার স্কুল, মাদ্রাসা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় তাঁদের ভূমিকা সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:

সারণি ৫.১২ এলাকার স্কুল/মাদ্রাসা/সামাজিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় ভূমিকা

ভুমিকা	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	২৩	৭৬.৬৭
না	০৭	২৩.৩৩
মোট	৩০জন	১০০

স্থানীয় রাজনীতিতে নারী সংসদ সদস্যদের প্রভাব/সংযুক্তি না থাকলেও তাঁরা এলাকার স্কুল-মাদ্রাসা-সামাজিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় ভূমিকা রাখেন। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, স্থানীয় রাজনীতির ক্ষমতা কাঠামোতে স্কুল-মাদ্রাসা-সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালী উপাদান হিসেবে ভূমিকা রাখে (খান, ২০১৪)। বস্তুত এসব ক্ষমতা-কাঠামোতে নিজেদের প্রভাব নিশ্চিত করতেই এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ততা বজায় রাখেন নারী সংসদ সদস্যরা। গবেষণায় দেখা গেছে, নারী সংসদ সদস্যদের ৭৬.৬৭ শতাংশ (২৩জন) এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। পক্ষান্তরে মাত্র, ৭জন (২৩.৩৩ শতাংশ) এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত নন (সারণি-৫.১২)। তবে এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ততা বস্তুত সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর হয়েছে। যার অর্থ, নারী সংসদ সদস্যরা এসব প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্ব বা

সম্পৃক্ততা অর্জিত নয়- বরং আরোপিত। এলাকায় সংসদ সদস্য হিসাবে তারা 'সম্মানজনক' এসব প্রতিষ্ঠানে পদ পেয়েছেন বা পৃষ্ঠপোষকতা দান করছেন। গবেষণায় দেখা গেছে, তারা নিজেরা এসব প্রতিষ্ঠান নির্মাণ/প্রতিষ্ঠায় কোনো ভূমিকা রাখেননি।

৫.১৪ নারী সংসদ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার আগে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার পূর্ব অভিজ্ঞতা:

নিম্নে পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার আগে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার পূর্ব অভিজ্ঞতা সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:

সারণি ৫.১৩ সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পূর্বে নারী সংসদ সদস্যদের প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অভিজ্ঞতা

অভিজ্ঞতা	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	১৭	৫৬.৬৭
না	১৩	৪৩.৩৩
মোট	৩০জন	১০০

সারণি- ৫.১৩ হতে দেখা যায়, সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পূর্বে ১৭জনের (৫৬.৬৭ শতাংশ) প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অভিজ্ঞতা রয়েছে। অন্যদিকে ১৩জনের (৪৩.৪৩ শতাংশ) এ বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতা নেই। সাক্ষাতকারে জানা গেছে, যারা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তারা মূলত: স্বামী বা বাবার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেছেন। অনেকে নারী উন্নয়ন সংস্থার পরিচালনা করেছেন। নিম্নে কয়েকজন নারী সংসদ সদস্যদের নাম ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনার বিবরণ দেওয়া হলো:

নাম	শিক্ষা/ব্যবসা/শিল্প প্রতিষ্ঠান
১. অধ্যাপিকা লুৎফুন্নেসা হোসেন	বেসরকারী কলেজ
২.শামসুন্নাহার আহমেদ	কলেজ ও স্থানীয় মাদ্রাসা
৩.ফরিদা রহমান	বেসরকারী কলেজ ও মহিলা সংস্থা
৪. সৈয়দা নার্গিস আলী	রপ্তানিমূলক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান
৫. রওশন আরা হেনা	ব্যবসা প্রতিষ্ঠান
৬. মিসেস ম্যামা চিং	ব্যক্তিগত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান

সারণি-৫.১৩ হতে স্পষ্ট, নারী সাংসদের সিংহভাগ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত। তবে তারা মুলত মাদ্রাসা, স্কুল, বেসরকারী কলেজ, নারীউন্নয়ন সংস্থা, ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অভিজ্ঞতা পেয়েছেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় কোন প্রতিষ্ঠান, শিল্প কারখানা, প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকার অভিজ্ঞতা পাননি।

৫.১৫ নারী সংসদ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণে রাজনৈতিক আন্দোলনে তাঁদের সাংগঠনিক ভূমিকা:

নিম্নে পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণে রাজনৈতিক আন্দোলনে তাঁদের সাংগঠনিক ভূমিকা সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:

সারণি ৫.১৪ পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সংসদ সদস্যদের রাজনৈতিক আন্দোলনে সাংগঠনিক ভূমিকা-

ভূমিকা	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	২২	৭৩.৩৩
না	০৮	২৬.৬৭
মোট	৩০জন	১০০

বাংলাদেশ বরাবরই রাজনৈতিকভাবে অস্থির এবং আন্দোলন-সহিংসতা প্রবণ (Khan, 1996)। পাকিস্তান শাসনামল তো বটেই, স্বাধীন বাংলাদেশেও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জিত হয়নি (খান, ২০১৪: পৃ. ৩৫৬-৩৮৯)। বিশ্বে বাংলাদেশ হরতাল-অবরোধের দেশ হিসাবেই পরিচিত (The Economist, 23 November, 2012)। নিম্নে বাংলাদেশের হরতাল-অবরোধের চিত্র দেওয়া হলো:

বাংলাদেশের হরতাল-অবরোধের চিত্র

বছর	হরতাল/অবরোধ(দিন)
১৯৪৭-৮৬	২০৩
১৯৮৭-৯০	২৪৫
১৯৯১-২০০২	৮২৭
২০১৩	৯৮

সূত্র: ইভা, ২০১৪।

উপরের তথ্য হতে স্পষ্ট, বাংলাদেশে রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রাম, অস্থিতিশীলতা, সহিংসতা, দেশটির প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতোই স্বাভাবিক ঘটনা। আর এ কারণে, রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামে যুক্ত থাকতে বা সে সব প্রক্রিয়ায় সাংগঠনিক ভূমিকা রাখতে নেতা-কর্মীরা বাধ্য। বস্তুত রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামে স্থানীয়-কেন্দ্রীয় নেতাদের তৎপরতার উপরই নির্ভর করে দলে তাদের অবস্থান (Riaz, 2012: p.46)। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রাম, হরতাল-অবরোধে কার্যকর অংশ নিয়ে স্থানীয় নেতা-নেত্রীরা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আস্থা অর্জন করতে চান (সুউকেন্স ও ইসলাম, ২০১৪)। সঙ্গত কারণেই জাতীয় সংসদের নারী সংসদ সদস্যরা রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামে ভূমিকা রাখেন। সারণি-৫.১৪ হতে দেখা যাচ্ছে, রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামে সাংগঠনিক ভূমিকা পালন করেছেন পঞ্চম জাতীয় সংসদের তিন-চতুর্থাংশ নারী সংসদ সদস্য অর্থাৎ ৩০জনের মধ্যে ২২জন আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন। অন্যদিকে সাংসদদের ৮জনের (২৬.৬৭) শতাংশের কোনো ধরনের আন্দোলন-সংগ্রামে অংশ নেওয়ার অভিজ্ঞতা নেই।

৫.১৬ নারী সংসদ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণে অর্থনৈতিক ও অবকাঠামো উন্নয়নে তাঁদের সম্পৃক্ততা:

পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণে অর্থনৈতিক ও অবকাঠামো উন্নয়নে তাঁদের সম্পৃক্ততা নিম্নে সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:

সারণি- ৫.১৫ অর্থনৈতিক ও অবকাঠামো উন্নয়নে সম্পৃক্ততা-

সম্পৃক্ততা	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	১৮	৬০
না	১২	৪০
মোট	৩০জন	১০০

১৯৯১ পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য অর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অবকাঠামোগত উন্নয়নে রাজনৈতিক নেতাদের সরাসরি অংশগ্রহণ (Rashid, 2008: Pp. 1-34)। সম্প্রতি একটি গ্রাম গবেষণায়ও দেখা গেছে, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ভূমিকা পালনকারীরা এখন ভূ-স্বামীদের প্রভাব হ্রাস করে গ্রামীণ সমাজে প্রভাবশালী নেতায় পরিণত হয়েছে (খান, ২০১৪)। অর্থাৎ অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নেতৃত্বদান এখন নেতৃত্বের আবশ্যিক শর্ত। এই প্রেক্ষাপটে নারী সংসদ সদস্যরা এসব কর্মকাণ্ড হাত দূরে অবস্থান করতে পারেন না। সারণি-৫.১৫ হতে দেখা যায়, ৬০ শতাংশ সাংসদ (৩০জনের ১৮জন) অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে

সরাসরি অংশ নিয়েছেন। অন্যদিকে, ১২জন বা ৪০ শতাংশ নারীসাংসদ এ ধরনের কর্মকান্ডে অংশ নিতে পারেননি। তাঁদের প্রায় সবারই অভিযোগ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এলাকার পুরুষ সাংসদ, আমলাতন্ত্র, স্থানীয় প্রভাবশালী নেতাদের বাধা এবং তাদের পুরুষতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার কারণে স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারী সংসদ সদস্যরা ভূমিকা রাখতে পারছেন না। সাক্ষাতকারে কয়েকজন নারী সংসদ সদস্য অভিযোগ করেছেন সংবিধান অনুযায়ী বা সরকারী প্রবিধান (রুলস অব অরিজিন) অনুসারে সংরক্ষিত নারী সংসদ সদস্যদের কার্যাবলী, দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা নেই-আর এ প্রেক্ষাপটেই অনেকেই নারী আসনের সংসদ সদস্যদের অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ সমালোচনা করেন। তাঁদেরকে 'শো পিছ' বা 'সংসদের মনিহার' হিসাবে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু সত্য হচ্ছে বিদ্যমান ক্ষমতা-কাঠামো, সাংবিধানিক বিধি-ব্যবস্থা, আমলাতান্ত্রিক দৌরাত্ম ও স্থানীয় পুরুষ নেতৃত্বের নারী নেত্রীত্বের প্রতি বিদ্বেষী মনোভাব বজায় থাকলে জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনের নারী সংসদ সদস্যরা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বা জাতীয় রাজনীতিতে তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে পারবেন না।

৫.১৭: পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সংসদ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণে রাজনৈতিক হয়রানি:

পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণে রাজনৈতিক হয়রানি নিম্নে সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:

সারণি ৫.১৬ নারী সংসদ সদস্যদের রাজনীতি করার জন্য পুলিশি নির্যাতন বা রাজনৈতিক হয়রানি

হয়রানি	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	০৮	২৬.৬৭
না	২২	৭৩.৩৩
মোট	৩০জন	১০০

বাংলাদেশের রাজনীতিতে আন্দোলন সংগ্রাম যেমন অবধারিত তেমনি পুলিশি নির্যাতনও দেশটির রাজনেতিক ব্যবস্থার স্বাভাবিক ঘটনা। সামরিকশাসন বিরোধী আন্দোলনে বিশেষত ১৯৮৬ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত রাজপথের আন্দোলনে অসংখ্য নেতা-কর্মী পুলিশের গুলি বা নির্যাতনে নিহত বা আহত হয়েছেন। (খান, ২০১৪; Riaz 2012)। ১৯৯১ সালে সংসদীয় গণতন্ত্র পুন:প্রবর্তনের পরও রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং পুলিশি নির্যাতনের চিত্রের পরিবর্তন হয়নি। আকবর আলী খান, ' *Friendly Fires, Humpty Dumpty Disorder and Other Essays'* (2010) গ্রন্থে বলেছেন, বাংলাদেশে সুশাসনের অভাবের কারণে ক্রমশ আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদ এবং পুলিশি নির্যাতনের ঘটনা বেড়েছে। তবে এটি ঠিক, রাজপথে পুলিশের নির্যাতনের প্রধানতম শিকার হন ছাত্র, দলীয় কর্মী, তথা যুবকরা। নারী নেত্রীরা খুব কমই রাজপথে পুলিশের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। সারণি-৫.১৬ হতেও বিষয়টি প্রমাণিত হয়। নারী সংসদ সদস্যদের ২২জন (৭৩.৩৩ শতাংশ) পুলিশি নির্যাতনের মুখে পড়েননি। আর পুলিশি নির্যাতন বা হয়রানির শিকার হয়েছেন ৮জন বা ২৬.৬৭ শতাংশ নারী সাংসদ। পর্যবেক্ষণে মনে হয়েছে, বস্তুত রাজনীতিতে খুব বেশি সক্রিয় না থাকায় পঞ্চম জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনের নারীসদস্যরা সরাসরি পুলিশের নির্যাতনের শিকার হননি। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে গ্রেফতার হয়েছিলেন বেগম কে. জে. হামিদা খানম, (মহিলা আসন-২০) এবং বেগম সেলিনা শহীদ (মহিলা আসন-৮)। অনুরূপভাবে এরশাদবিরোধী আন্দোলনে বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার সঙ্গে এক মতবিনিময় অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার ১৯৯০ সালে গ্রেফতার হয়েছিলেন বেগম আনোয়ারা হাবিব এম,পি। নারী সাংসদদের মধ্যে সর্বোচ্চ তিনবার (১৯৮৩, ১৯৮৪,১৯৮৭) গ্রেফতার হন অধ্যাপক জাহানআরা বেগম। এই চারজন নারী সংসদ সদস্য বাদে আর কোন নারী সংসদ সদস্য (সংরক্ষিত) এরশাদবিরোধী আন্দোলনে গ্রেফতার হননি। পুলিশি নির্যাতনের শিকার দাবীকারী অন্য চারজন সংসদ সদস্য সাক্ষাতকারে কী ধরনের নির্যাতনের মুখে পড়েছেন তা স্পষ্ট করেন নি। কয়েকজন অবশ্য দাবি করেছেন, পুলিশ তাদের বাসায় ধরতে আসলেও অল্পের জন্য তারা পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

৫.১৮: পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সংসদ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণে রাজনৈতিক কারণে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দুরত্ব বা ভুল বোঝাবুঝি:

নিম্নে পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণে রাজনৈতিক কারণে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দুরত্ব বা ভুল বোঝাবুঝি সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:

সারণি ৫.১৭ রাজনীতি করার জন্য স্বামী/সন্তান/পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দূরত্ব বা ভুল বোঝাবুঝি-

দূরত্ব বা ভুল বোঝাবুঝি	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	০২	৬.৬৭
না	২৮	৯৩.৩৩
মোট	৩০জন	১০০

প্রচলিত ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী, নারীরা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করলে তাদের পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত হয়। সংসারে স্বামী-স্ত্রী বা মা-সন্তানদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি তৈরি হয়। তবে গবেষণায় এই ধ্যান-ধারণার পক্ষে কোনো তথ্য বা প্রমাণ-পাওয়া যায়নি। সারণি-৫.১৭ মতে, ২৮জন সাংসদ (৯৩.৩৩ শতাংশ) জানিয়েছেন রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করায় বা নেতা-কর্মীদের বেশি সময় দেয়ায় তাদের পারিবারিক জীবনে কোনো অশান্তি তৈরি হয়নি। ২৮জন নারী সংসদ সদস্য স্পষ্ট করেই বলেছেন, তাঁদের স্বামী ও সন্তানদের পূর্ণ সমর্থন ও প্রেরণা রয়েছে তাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠায়। গবেষণায় শুরুতে অনুকল্প নির্মাণ করা হয়েছিল যে, 'রাজনীতিতে অংশ নেওয়ায় নারী সংসদ সদস্যদের পারিবারিক জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়'। এই অনুকল্পটি গবেষণা শেষে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।

৫.১৯ পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সংসদ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণে পরিবারের অন্য সদস্যের কাছ থেকে রাজনীতিতে সহযোগিতা:

নিম্নে পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণে পরিবারের অন্য সদস্যের কাছ থেকে রাজনীতিতে সহযোগিতার বিষয়টি সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:

সারণি ৫.১৮ নারী সংসদ সদস্যদের স্বামী বা পরিবারের অন্য কোন সদস্যের রাজনীতিতে সহযোগিতা-

সহযোগিতা	সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	২৯	৯৬.৬৭
না	০১	৩.৩৩
মোট	৩০জন	১০০

সারণি-৫.১৮ হতে দেখা যায়, পঞ্চম জাতীয় সংসদের ৯৬.৬৭ শতাংশ নারী সংসদ সদস্যদের রাজনীতিতে স্বামী বা পরিবারের অন্য সদস্যদের দ্বারা রাজনীতিতে সহযোগিতা পেয়েছেন। অন্যদিকে, মাত্র ১জন নারী সংসদ সদস্য পরিবারের সহযোগিতা পাননি রাজনীতিতে। পর্দাপ্রথা, শিক্ষার অভাব, ইসলামি মূল্যবোধ. পারিবারিক সংস্কৃতি, পুরুষতান্ত্রিক কাঠামো, শিক্ষার অভাব প্রভৃতি কারণে নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের মাত্রা কম। কিন্তু এসব বাধা সমাজের উচ্চস্তর যেখান থেকে নারী সংসদ সদস্যরা এসেছেন, সেখানে প্রযোজ্য নয়। এটি খুব স্বাভাবিক ব্যাপার যে, তৃণমূল থেকে কোনো নারী সংসদ সদস্য উঠে আসেননি। তারা শক্ত আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ভিত্তি নিয়ে বেড়ে উঠেছেন। আর এ কারণেই এলিট কালচাররের অংশ হিসেবে পঞ্চম জাতীয় সংসদরে নারী সদস্যরা তাঁদের স্বামী বা পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতা পেয়েছেন। এই ধরনের এলিট সংস্কৃতিতে, নারীর কর্মজীবীতা বা রাজনৈতিক কর্মকান্ডকে কোন বাধা হিসাবে বিবেচনা করা হয় না; বরং সমতা চর্চার জন্য তাকে শর্ত হিসাবে ভাবা হয়।

৫.২০ পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সংসদ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণে নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণে মৌলবাদী সংগঠনের আপত্তি ও বিরোধীতা:

নিম্নে পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণে নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণে মৌলবাদী সংগঠনের আপত্তি ও বিরোধীতার বিষয়টি সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:

সারণি ৫.১৯ নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণে মৌলবাদী সংগঠনের আপত্তি ও বিরোধীতা

অভিজ্ঞতা আছে কি?	সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	০৭	২৩.৩৩
না	২৩	৭৬.৬৭
মোট	৩০জন	১০০

বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নে মৌলবাদ একটি অন্যতম বাধা (ফিরোজ, ২০১২: পৃ.১২৩)। মৌলবাদীদের আক্রমণ নিপীড়ন, ফতোয়া, অসংখ্যবার বারংবার প্রত্যন্ত অঞ্চলে নারীর জীবন বিপর্যস্ত করেছে। নারীর শিক্ষা থেকে শুরু করে চাকরি লাভ, রাজনীতিতে অংশগ্রহণ থেকে স্বাধীন মতপ্রকাশ ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই মৌলবাদী শক্তি নারীর বিরুদ্ধে অবস্থান করে। তবে সারণি-৫.১৯ বিপরীত চিত্র উপস্থাপন করছে। পঞ্চম জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনের নারী সংসদ সদস্যদের তিন-চতুর্থাংশ বা ২৩জন মৌলবাদী কোন সংগঠনের বাধার সম্মুখীন হননি। মাত্র ৭জন বা ২৩.৩৩ শতাংশ এ ধরনের ধর্মীয় বাধা মোকাবেলা করেছেন। এর দু'টি কারণ হতে পারে, প্রথমত, সমাজের উচ্চস্তরে অবস্থানের কারণে, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ভিত্তি শক্তিশালী হওয়ায় মৌলবাদী শক্তি ওইসব নারী সংসদ সদস্যদের প্রতিরোধ করতে পারেনি। এটি খুব স্বাভাবিক ব্যাপার যে, মৌলবাদী আক্রমণের প্রধান শিকার অসহায়, ক্ষমতা কাঠামোর নিম্নে অবস্থানকারী দরিদ্র নারী। কিন্তু সমাজের উচ্চস্তরের কিংবা স্থানীয় প্রভাবশালী পরিবারের নারীরা খুব একটা মৌলবাদী আক্রমণের মুখোমুখি হন না। এ প্রেক্ষিতে, নারী সাংসদের বড় অংশকে ফতোয়া বা মৌলবাদী আক্রমণ-যেমন-'নারী নেতৃত্ব হারাম' ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হয়নি।

দ্বিতীয়ত, পঞ্চম জাতীয় সংসদের ৩০জন নারীসদস্যের ২৮জন ছিলেন বিএনপির, দুজন ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর। বাংলাদেশের রাজনীতিতে এ দু'টি দলই 'ইসলামিক' রাজনীতি কেন্দ্রিক। বিএনপিকে মডারেট মুসলিম দল বলা হয়। দলটি তার প্রধান প্রতিদ্বন্দী আওয়ামী লীগের মতো ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী নয়। বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়াউর রহমান সংবিধানের ধর্ম নিরপেক্ষতার বিধান (বাংলাদেশ সংবিধান: অনুচ্ছেদ-১২) বাতিল করে সংবিধানে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস' সংযুক্ত করেন (Manirazzaman, 1980)। বাংলাদেশে মৌলবাদী দলসমূহের রাজনীতি করার সাংবিধানিক বাধা দূর করে জেনারেল জিয়াউর রহমানই ইসলাম-ভিত্তিক মৌলবাদী দলগুলোকে রাজনীতি করার সুযোগ করে দেন (Riaz Ahmad, 1984; 2012)। কাজেই বিএনপির সঙ্গে মৌলবাদী দলগুলো আদর্শিক ও ঐতিহাসিক সুসম্পর্ক রয়েছে। উপরন্তু বাংলাদেশের মৌলবাদী রাজনীতির প্রধান শক্তি জামায়াতে ইসলামী ১৯৯১ সালে বিএনপিকে সমর্থনের প্রতিদান হিসাবে সংসদে দুটি সংরক্ষিত নারী আসন লাভ করে। পর্যবেক্ষণে মনে হয়েছে, এসব কারণে পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সংসদ সদস্যরা মৌলবাদী বাধা মোকাবেলা করেননি।

৫.২১ পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সংসদ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণে এলাকার নারী উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা:

নিম্নে পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণে এলাকার নারী উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:

সারণি ৫.২০ এলাকার নারী উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা

ভূমিকা	সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	২৯	৯৬.৬৭
না	০১	৩.৩৩
মোট	৩০জন	১০০

সারণি-৫.২০ হতে দেখা যায়, পঞ্চম জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনের নারী সংসদ সদস্যদের ২৯জন বা ৯৬.৬৭ শতাংশ এলাকায় নারী উন্নয়নে কাজ করেছেন। পক্ষান্তরে মাত্র ১জন বা ৩.৩৩

শতাংশ সাংসদ নারীদের উন্নয়নে কাজ করার সুযোগ পাননি। নিম্নে নারী সংসদ সদস্যদের এলাকার নারীদের উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ সংক্ষেপে দেওয়া হলো:

নাম	বিবরণ
১. অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম	কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা
২.হামিদা খানম	এনজিওর মাধ্যমে নারীদের ঋণদানে সহযোগিতা
৩.আনোয়ারা হাবিব	বিদ্যালয় এবং নারীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণমূলক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ
৪. খুরশীদ জাহান হক	নারীদের শিক্ষার বিস্তার ও কর্মসংস্থানে সহযোগিতা
৫. মিসেস ম্যামা চিং	পাহাড়ী অঞ্চলে নারীদের শিক্ষার প্রসার ও ঋণদান মাধ্যমে
৬. ফরিদা রহমান	জাতীয় মহিলা শাখার প্রতিষ্ঠা

নারী সংসদ সদস্যরা এলাকায় নারীদের উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছেন। তবে এটি ঠিক তা পর্যাপ্ত বা সুনির্দিষ্ট নয়। সাক্ষাতকারে অধিকাংশ নারী সংসদ সদস্য দাবি করছেন তারা এলাকার নারীদের উন্নয়নে, ঋণদানে সহায়তা করেছেন, শিক্ষার প্রসারে ভূমিকা রেখেছেন, নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করেছেন। কেউ কেউ দাবি করেছেন এলাকায় জাতীয় মহিলা সংস্থার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারীদের উন্নয়ন করেছেন। কিন্তু তাদের অল্প কয়েকজন মাত্র পদক্ষেপসমূহ সুনির্দিষ্ট করতে পেরেছেন। যেমন এনজিওর মাধ্যমে ঋণদানে তাদের ভূমিকা কী ছিল সে প্রশ্ন সংসদ সদস্যরা এড়িয়ে গেছেন। আবার সুনির্দিষ্টভাবে কোনো বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন তা ও উল্লেখ করেননি। যা হোক, তথাপি নারী সংসদ সদস্যরা এলাকার নারীদের উন্নয়নে বিশেষ কাজ করেছেন। অন্তত নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধিতে তাঁদের ভূমিকা রয়েছে। বেশ কয়েকজন নারী সংসদ সদস্য নারীদের চাকরি প্রদানে ভূমিকা রেখেছেন।

৫.২ উপসংহার:

নেতৃত্বকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে ক্ষমতা-কাঠামোর সঠিক বিশ্লেষণ জরুরি। কেননা ক্ষমতার বিন্যাসকে কেন্দ্র করেই নেতৃত্ব গড়ে ওঠে। প্রতিটি সমাজেই ক্ষমতাবানরা নেতা এবং নেতারাই ক্ষমতাবান। ক্ষমতা এবং নেতৃত্বের মধ্যে রয়েছে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে ক্ষমতা কাঠামো গড়ে উঠে কতগুলো সামাজিক-রাজনৈতিক সংগঠনের উপর ভিত্তি করে যার মধ্যে পরিবার, বংশ, পাড়া, বাড়ি, বিয়ে, দল, সমবায়, ক্লাব, সমিতি প্রভৃতি অন্যতম। প্রকৃতিগত পার্থক্য, গুণগত প্রভেদ, সম্পত্তির মালিকানায় বৈষম্যসহ নানাবিধ কারণে গ্রামীণ সমাজে প্রভাবিত ও প্রভাবশালীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রতিটি সমাজেই কিছু লোক প্রভাবশালীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়; সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ প্রভাবিত হিসাবেই দিনাতিপাত করে। এমনকি প্রলেতারিয়েত বিপ্লবের পর সৃষ্টি হয় প্রলেতারিয়েত এলিটের। এ বাস্তবতায় মিশেসলস বলেছেন, যারা সংগঠনের কথা বলে তারা আসলে অভিজাততন্ত্র বা এলিটদের কথাই বলে (Michels, 1962: P. 76)। প্রভাব ও ক্ষমতার বিভিন্নতার ভেতর থেকেই মূলত উদ্ভব ঘটে নেতার ও নেতৃত্বের। নেতৃত্ব ব্যক্তিগত বা চরিত্রগত বিষয় হলেও তা পরিগঠনে ব্যক্তির পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক পল্লী-অর্থনীতি ও সমাজকাঠামোর অভ্যন্তরে নেতৃত্বের বিন্যাসটি সুদীর্ঘকাল অসমভূমি ব্যবস্থা কেন্দ্রিক পোষক-আশ্রিত (patron-client) সম্পর্কের উপর দাঁড়িয়ে ছিলো (Bhuiya, 1990: 71)। কিন্তু সম্প্রতি শিক্ষার প্রসার, অকৃষি খাতের বিকাশ, বেসরকারী সাহায্য সংস্থার (এনজিও) কর্মকান্ড, বাজার অর্থনীতি ও জাতীয় রাজনীতির প্রসারে গ্রামীণ জনপদে "পোষক-আশ্রিত" কেন্দ্রিক ক্ষমতা কাঠামো ও নেতৃত্ব ধারার পরিবর্তন ঘটছে (Wohab & Akhter, 2004: 23-32)। বস্তুত কোনো নেতৃত্বের পক্ষেই সুদীর্ঘকাল ক্ষমতার জ্যোতি কেন্দ্রে থাকা সম্ভব নয়। নতুন শাসক বা নেতারা প্যারোটার 'এলিট চক্রাকার ' তত্ত্বের মতো করেই ক্ষমতা দখল করে (Pareto, 1965: p.11)। যদিও সাধারণ মানুষ গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর মূল একক তথাপি ক্ষমতা কাঠামো কখনই তাদের স্পর্শ করে না। বরং তা গড়ে ওঠে সমাজের প্রভাবশালীদের নেতৃত্বের বলয়ে। নারী এবং পুরুষ উভয় নেতৃত্বের ক্ষেত্রেই তা সত্য। আমাদের গবেষণায় দেখা গেছে, পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সংসদ সদস্যদের প্রায়

৪৪ শতাংশ (২০%+২৩.৩৩%) ডিগ্রি পাশ করতে পারেনি। আর মাত্র ২৬.৬৭ শতাংশের (৩০জনের মধ্যে ৮জন) উচ্চ শিক্ষা রয়েছে, অর্থাৎ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি রয়েছে । তবে কারো পিএইচ.ডি (Ph.D) নেই। সদস্যদের অন্তত ৫০ শতাংশের জমির পরিমাণ ১০ একর। জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের এমপিদের ৮০ শতাংশ (৩০জনের ২৪জন) শিক্ষা, ব্যবসা, শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। অন্যদিকে মাত্র, ৬জন বা ২০ শতাংশ ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত নয়। ৬০ শতাংশ সাংসদ (৩০জনের ১৮জন) অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে সরাসরি অংশ নিয়েছেন। নারী সংসদ সদস্যদের মাত্র ৩জন (১০%) গৃহিণী; বাকীরা বিভিন্ন পেশার সাথে সংযুক্ত। তবে এদের বড় অংশটি (৬৩.৩৩ শতাংশ) ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেননা। পারিবারিক ক্ষমতা ব্যবহার করেই তারা জাতীয় রাজনীতিতে জায়গা করে নিয়েছেন। পঞ্চম জাতীয় সংসদের ২৬জন বা ৮৬.৬৭ শতাংশ জাতীয় বা স্থানীয় রাজনীতিতে প্রভাবশালী নেতাদের স্ত্রী/কন্যা/বোন বা নিকট আত্মীয়। অন্যদিকে মাত্র ৪জন (১৩.১৩ শতাংশ) নিজের যোগ্যতায় রাজনীতিতে স্থান করে নিয়েছেন। দেখা যায়, স্থানীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ৫৩ শতাংশ (১৬জন) সংসদ সদস্য। অন্যদিকে প্রায় ৪৭ শতাংশ (১৪জন) নারী সংসদ সদ্যস্য স্থানীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নন। অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক নারী সংসদ সদস্যের স্থানীয় রাজনীতিতে কোনো ভূমিকা নেই। দেখা যাচ্ছে, পঞ্চম জাতীয় সংসদের ৯৬.৬৭ শতাংশ নারী সংসদ সদস্য স্বামী বা পরিবারের অন্য সদস্যদের দ্বারা রাজনীতিতে সহযোগিতা পেয়েছেন। অন্যদিকে, মাত্র ১জন নারী সংসদ সদস্য পরিবারের সহযোগিতা পাননি রাজনীতিতে।

Reference:

Ahmed, M. *Bangladesh: Era of Sheikh Mujibur Rahman*, Dhaka: UPL, 1984.

Almond, G. & Verba, S, *The Civic Culture: Political Attitude and Democracy in Five Nations,* Princeton: Princeton University Press,1972.

Areffn, H. K. *Changing Agrarian Structure in Bangladesh SHIMULIA: A Study of a Periurban Village*, Dhaka: CSS, 1986.

Barman, D. Ch., *Emerging Leadership Patterns in Rural Bangladesh: A case Study*, Dhaka: CSS, 1988.

Bhuiya, A. "Rural Leadership in Transition: A Sociological Study of Power structure in a Rural Community of Bangladesh", *Social Science Review* X1 (1990): 71.

Islam, A K M A. *Bangladesh Village: Conflict and Cohesion*, Cambridge: Sehenknan Publication Company, 1987.

Khan, A. A. *Discovery of Bangladesh: Exploration into Dynamics of a Hidden Nation*, Dhaka: UPL, 1996.

Khan, A. A. *Friendly Fires, Humpty Dumtp Disorder and Other Essays*, Dhaka: UPL, 2010.

Maniruzzaman, T. *The Bangladesh Revolution and its Aftermath*, Dhaka: Bangladesh Books International Limited, 1980.

Mozumdar, L, et al "Changing Leadership and Rural Power Structure", *Journal of Bangladesh Agriculture University*. 6 (2008): 435.

Pareto, V. *The Mind and Society: A Treatise on General Sociology*, New York, Dover, 1965.

Rashid, S. Bangladesh Poverty: The Need for a 'Big Push' In Syed Saad Andaleeb, *The Bangladesh Economy: Diagnoses and Prescription*, Dhaka: UPL, 2008.

Riaz, A. *Inconvenient Truths about Bangladesh Politics*, Dhaka: Prothoma Prokashan, 2012.

Michels, Robert, *Political Parties. A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracies*, New York: Collier Books, 1962.

Wohab, M. A and Akhter, S, "Local Level Politics in Bangladesh: Organization and Process", *BRAC University Journal* 1(2004): 23-32 .

ইভা, শাহবানু "রাজনৈতিক সহিংসতা ও বাংলাদেশের অর্থনীতি: একটি পর্যালোচনা" *উন্নয়ন বিতর্ক*, সেপ্টেম্বর, ২০১৪, ঢাকা।

করিম, এ এইচ এম জেহাদুল, 'বাংলাদেশের গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো ও নেতৃত্বের ধরন', *সমাজ নিরীক্ষণ*, সংখ্যা ৩৯, ১৯৯১।

খান, তারিক হোসেন, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস*, ঢাকা: বুকস ফেয়ার, ২০১৪ ।

খুদা-ই-বরকত এবং আশরাফ উন নেসা, 'গ্রাম সরকার নেতৃত্বের বৈশিষ্ট', *সমাজ নিরীক্ষন*, সংখ্যা, ৫, ১৯৮২।

রহমান, আতিউর, "গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর রূপান্তর ও মাতবরদের অবস্থান", *সমাজ নিরীক্ষণ* ৩২ (১৯৮৯)।

পারভীন, রিতা, 'বাংলাদেশের গ্রামীণ রাজনৈতিক এলিট', ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, জুন, ১৯৮৬।

ফিরোজ, জালাল, "সংঘর্ষ, রাজনৈতিক সংঘর্ষ এবং বাংলাদেশ: একটি তাত্ত্বিক সমীক্ষা," *সমাজ নিরীক্ষণ*, সমাজ-নিরীক্ষণ কেন্দ্র, সংখ্যা ১২১, ২০১২।

হাবিব, ইরফান, *মোগল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা*, এস. পাল দত্ত ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, কলকাতা: কে.সি বাগচি অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৮৫।

সুউকেন্স, বার্ট ও ইসলাম, আইনুল, "বাংলাদেশে হরতাল ও স্থানীয় রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঠামো," ঢাকা: *প্রতিচিন্তা*, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৪।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

৭ম জাতীয় সংসদ: নারী সংসদসদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

৬.১ ভূমিকা

নেতৃত্ব হচ্ছে নেতার ক্ষমতার আবরণ, কৌশল ও নেতার গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টির গুণাবলী যা অনুসারীদের পরিচালনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত। নেতৃত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে অনুসারীদেরকে নেতার লক্ষ্যের প্রতি অনুগত হওয়ার জন্য প্ররোচিত বা প্রভাবিত করার ক্ষমতা।

Sheffer বলেছেন :

"…. dominant leaders who introduced new ideas or novel orientations, and for better or for worse promoted major changes in their respective societies, which in turn altered both the nearer and more remote external environments of these societies … [by advancing] vision, inspiration, conceptualization of change, articulation of ideological goals and their communication to followers and foes, risk taking, [the] formation of groups of followers and their occasional mobilization, [and] guidance of followers toward the achievement of goals (Sheffer, 1993: p. 9)."

শেফারের উদ্ধৃতির সারমর্ম হলো নেতৃত্ব এমন একটি বিষয় বা ধারণা যা সুদূরপ্রসারি লক্ষ্য, অনুসারীদের প্রেরণা আর ঝুঁকি সম্পর্কিত। তাঁর মতে, নেতা অনুসারীদের নির্দেশনা দিবে, পরিচালিত করবে। সমাজে কাম্য পরিবর্তন আনবেন। নেতৃত্বই নির্ধারণ করবে সংঘ বা সংগঠনের লক্ষ্য এবং তা বাস্তবায়নের কৌশলসমূহ। সি আই বার্নার্ডের মতে, নেতৃত্ব ব্যক্তির আচরণের এমনসব গুণ নির্দেশ করে যার দ্বারা সংগঠিত উপায়ে জনগণের কার্যাবলী পরিচালিত করা হয়। নেতৃত্ব সাধারণত তিনটি উপাদানের উপর নির্ভরশীল: ব্যক্তি, অনুগামী এবং অবস্থা। নেতৃত্ব হচ্ছে এমন একটি তৎপরতা যার মাধ্যমে ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে নেতা জনগণের সহযোগিতা লাভ করেন (Barnard, 1948: p. 97)।

উপনিবেশিক শক্তির বিলুপ্তি, পুঁজিবাদের প্রসার, নগরায়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, প্রযুক্তির অগ্রগতি সর্বোপরি গণতন্ত্রের প্রসার রাষ্ট্রের কাঠামো ও চরিত্রকেই শুধু বদলে দেয়নি তা ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত করছে 'স্থবির' বাংলার সমাজ কাঠামোকেও (Khan, *The Daily Sun*, 13 January, 2013) । আর এই প্রেক্ষাপটে পরিবর্তিত হয়েছে জাতীয় ও নারী নেতৃত্বের ধরন। নারী নেতৃত্ব এখন আর শুধু বংশ পরিচয়, পরিবার বা প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল নয়, তা জটিল ও বহুমুখী সম্পর্কের জালে বিন্যস্ত। একই সঙ্গে এ নেতৃত্ব সরাসরি উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। বিকাশমান এই নেতৃত্বের ধরন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে একজন গবেষক লিখেছেন:

"The newly emerged land owners do not belong to the old landed aristocracy.....they would like to be identified as an entrepreneur belonging to white colour occupational groups having some background of education and a new style of life (Bhuiya, 1990: p. 71)."

সত্তরের দশকের শেষ দিকে আমিনুল ইসলাম বাংলাদেশের নেতৃত্ব কাঠামোতে সনাতনী ও নতুন নেতৃত্বের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা উল্লেখ করেছিলেন (Islam, 1987:p 62)। আরেকটি গবেষণায় করিম দেখিয়েছেন, ক্ষমতা কাঠামোতে যারা আধিপত্য বিস্তার করেছে তারা বয়সে তরুণ ও সনাতনী নেতৃত্বের চেয়ে বেশি শিক্ষিত। নতুন ধারার নেতৃত্ব ধারাবাহিকভাবে শক্তিশালী হচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেছেন (করিম, ১৯৯১: পৃ. ৫১)।

সত্যিকার অর্থেই বাংলাদেশের নেতৃত্ব কাঠামোতে বয়স, শিক্ষা, পেশা, আয়, পারিবারিক ঐতিহ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বয়স বিবেচনায় বলা যায় যে, সমাজে এক শ্রেণীর নবীন নেতার উদ্ভব ঘটেছে। শিক্ষা ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটেছে; প্রবীণ বা সনাতন নেতার তুলনায় নবীন নেতারা অনেক বেশি শিক্ষিত। নেতৃত্বের ক্ষেত্রে জমির একক প্রাধান্য কমেছে (খান, ১৯৮৬: পৃ. ১৯২-২১৩)। নেতারা এখন বহুমুখী পেশার অধিকারী (খান এবং রুমা, ২০১৩)। তাছাড়া নেতাদের একটি বড় অংশের পেশা ব্যবসা। সম্ভবত নগদ অর্থের জন্য নেতারা ব্যবসার প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। পারিবারিক ঐতিহ্যের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটেছে। নব্যউদ্ভূত নেতাদের অনেকেরই তেমন পারিবারিক ঐতিহ্য নেই। নেতৃত্বের মূলধারার মতো নারী নেতৃত্বও পরিবর্তিত হচ্ছে (Barman, 1988:p. 129)। জাতীয় পর্যায়ে অনেক নেত্রী নিজস্ব যোগ্যতায় উঠে এসেছেন। আমরা এই অধ্যায়ে সপ্তম জাতীয় সংসদের

সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করবো। একই সঙ্গে পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী নেতৃত্বের তুলনামূলক একটি পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হবে।

৬.২: সপ্তম জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যগণের বয়সের ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ:

নিম্নে সপ্তম জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী সদস্যগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বয়সের ভিত্তিতে সারণি এবং রেখাচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:

সারণি ৬.১: সপ্তম জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যদের বয়স

বয়স (বছর)	সংখ্যা (জন)	শতকরা হার
৪০	০৩	১০.০০
৪০-৪৫	০৫	১৬.৬৭
৪৫-৫০	০৭	২৩.৩৩
৫০-৫৫	০৫	১৬.৬৭
৫৫$^{+}$	১০	৩৩.৩৩
মোট	৩০	১০০

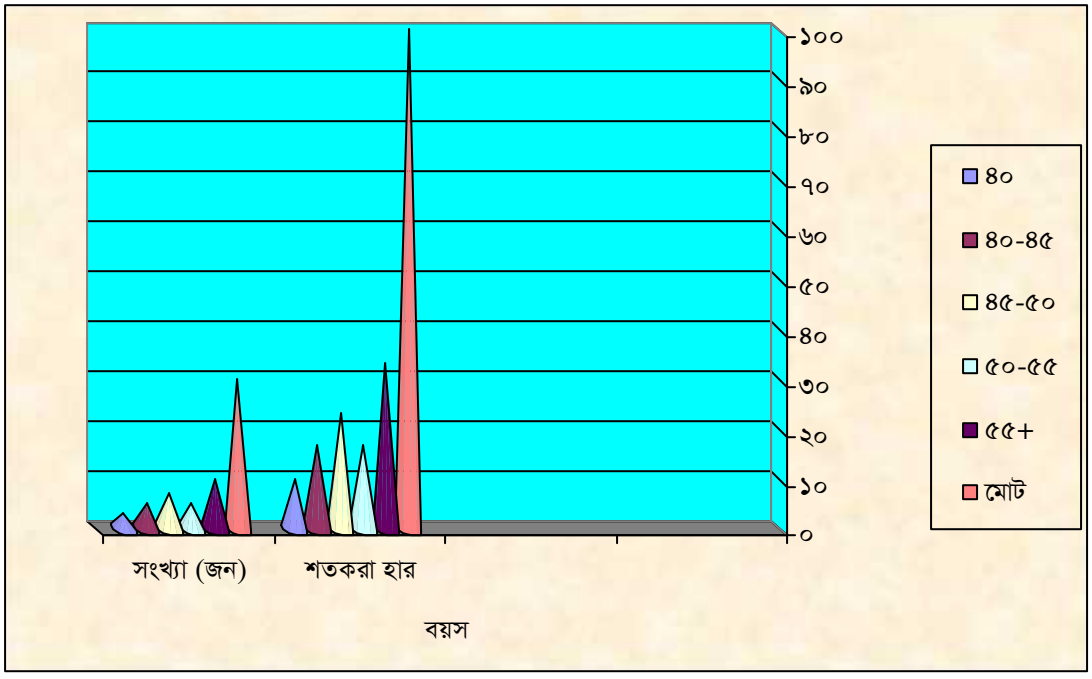

চিত্র- ১: সপ্তম জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যদের বয়সের প্যাটার্ন

তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক কাঠামোতে এশিয়ায় জনগণ সাধারণত তরুণ নেতৃত্ব থেকে প্রবীণ নেতৃত্ব পছন্দ করে। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে ১৯৬০ ও ১৯৭০ এর দশকে রাজনীতিতে প্রবীণ নেতৃত্বের আধিপত্য ছিল (খান, ২০০৯) । বর্তমানে সেই ধারায় তরুণরা ভাগ বসালেও প্রবীণদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রয়েছে (খান এবং রুমা, ২০১৩)। বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচনেও প্রবীণ নেতৃত্বের সুস্পষ্ট প্রাধাণ্য রয়েছে। আর সেই ধারাবাহিকতায় ৭ম জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে ৫০ উর্ধ্ব নারীদের সংখ্যাধিক্য রয়েছে। সারণি- ৬.১ অনুযায়ী, ৭ম জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্যদের মধ্যে ৪০ বছরের কম বয়সী রয়েছেন মাত্র ৩জন (১০%)। অন্যদিকে ৫০ বা ৫০ এর চেয়ে বেশি বয়স এমন নারী সংসদ সদস্য রয়েছেন ১৫জন। অর্থাৎ ৭ম জাতীয় সংসদের অর্ধেক নারী সংসদ সদস্যর বয়স ৫০ বা তার চেয়ে বেশী। সারণি-২ হতে আরো দেখা যাচ্ছে, বয়সভিত্তিক নেতৃত্ব বন্টনে ৫৫^{+} নেতৃত্বই সর্বাধিক। ৫৫ বছরের বেশি বয়সী নারী সংসদ সদস্য রয়েছেন ১০জন বা ৩৩.৩৩%। পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রবীণ নেতৃত্বের প্রাধান্য ছিল ৫০-উর্ধ্ব নারী ছিলেন ১৭জন (৫৬.৬৬%)। বস্তুত জাতীয় সংসদে বোধগম্য কারণেই বয়স্ক নেতৃত্বের প্রাধাণ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কেননা রাজনৈতিক দল বা কর্মক্ষেত্রে বা আঞ্চলিক রাজনীতিতে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার পরই জাতীয় সংসদে বড় রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন পাওয়ার সম্ভাবনা প্রতিষ্ঠিত হয়। উদাহরণ হিসাবে অধ্যাপিকা জান্নাতুন ফেরদৌস (মহিলা আসন-৫) এর কথা বলা যায়। পাবনা মহিলা আওয়ামী লীগের সঙ্গে দীর্ঘদিন সম্পৃক্ত জান্নাতুন ফেরদৌস ৬৭ বছর বয়সে জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পান। অনুরূপভাবে অধ্যাপিকা জিন্নাতুন নেসা তালুকদার ৫৯ বছর বয়সে (জন্মঃ ৯ জুলাই, ১৯৪৭) ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পান। তিনি রাজশাহীতে মহিলা আওয়ামী লীগের সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। দল তাঁর ভূমিকা মূল্যায়ন করে তাকে মনোনয়ন দিয়েছে বলে মনে করেন জিন্নাতুন নেসা।

৬.৩:সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের স্থানীয় নির্বাচনে সরাসরি অংশগ্রহণের ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ:

নিম্নে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের স্থানীয় নির্বাচনে সরাসরি অংশগ্রহণের ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক অবস্থান সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:

সারণি ৬.২: সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের স্থানীয় নির্বাচনে সরাসরি অংশগ্রহণ

স্থানীয় নির্বাচনে সরাসরি অংশগ্রহণ	সংখ্যা (জন)	শতকরা হার %
হ্যাঁ	০৩	১০
না	২৭	৯০
মোট	৩০	১০০

বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে উচ্চমাত্রায় পারিবারিক প্রভাব, ধন-সম্পদ, স্বজনপ্রীতি ও দলীয় প্রভাবশালী নেতাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (খান এবং রুমা, ২০১৩)। আর এ কারণে জাতীয় নির্বাচনে বা রাজনীতিতে প্রভাশালী নেতাদের ক্ষুদ্র একটি অংশ স্থানীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে। নারী সংসদ সদস্যদের ক্ষেত্রেও একই চিত্র বিদ্যামান। সারণি-৬.২ হতে দেখা যাচ্ছে, ৭ম জাতীয় সংসদের মাত্র ৩জন বা ১০ শতাংশ নারী সংসদ সদস্য স্থানীয় নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন। বাকী ৯০ শতাংশ সরাসরি নির্বাচনের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই জাতীয় সংসদের সদস্য হয়েছেন।

সারণি ৬.৩: সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীদের নাম ও নির্বাচনে প্রকৃতি

নাম	স্থানীয় নির্বাচন	পদ
ভারতী নন্দী সরকার	দিনাজপুর পৌরসভা	কমিশনার
অধ্যাপিকা সবিতা বেগম	কিশোরগঞ্জ	চেয়ারম্যান
মন্নুজান সুফিয়ান	খুলনা পৌরসভা	কমিশনার

সূত্র: সাক্ষাৎকার, জুন, ২০১৪

স্থানীয় রাজনীতির সঙ্গে সপ্তম জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনের নারী সংসদ সদস্যদের খুব বেশি সম্পৃক্ততা নেই। উপরোক্ত ছকটি হতে তা স্পষ্ট। কেননা নারী সংসদ সদস্যদের ৯০ শতাংশই কখনও স্থানীয় রাজনীতিতে নির্বাচনের জন্য প্রার্থী হননি। স্থানীয় রাজনীতিতে তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। কেননা অনেকেই অভিযোগ করেন, নির্বাচনে পরাজয়ের জন্যই তারা পৌরসভা বা উপজেলায় প্রার্থী হননি।

৬.৪ সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যগণের স্থানীয় রাজনৈতিক পদ লাভের ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ:

সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যগণের স্থানীয় রাজনৈতিক পদ লাভের ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক অবস্থান নিম্নে সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল

সারণি ৬.৪ সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের স্থানীয় রাজনৈতিক পদ

আঞ্চলিক রাজনৈতিক পদ	সংখ্যা (জন)	শতকরা হার %
হ্যাঁ	২৬	৮৬.৬৭
না	০৪	১৩.৩৩
মোট	৩০	১০০

সপ্তম জাতীয় সংসদের অধিকাংশ নারী সংসদ সদস্যগণ (সংরক্ষিত আসন) নির্বাচনে অংশ না নিলেও তারা স্থানীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। সারণি-৬.৪ অনুযায়ী, নারী সংসদ সদস্যদের ৮৬.৬৭ শতাংশ (২৬ জন) স্থানীয় রাজনৈতিক পদে আসীন ছিলেন। অন্যদিকে মাত্র ১৩.৩৩ শতাংশ সংসদ সদস্য স্থানীয় কোন পদে ছিলেন না। উদাহরণ হিসাবে ফরিদা রউফ আশা (মহিলা আসন-২), মিসেস শাহনাজ সরদার (মহিলা আসন-৩), কামরুন নাহার পুতুল (মহিলা আসন-৪) এর কথা বলা যায়। তারা যথাক্রমে দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম ও বগুড়া জেলা মহিলা লীগের সভানেত্রী ছিলেন।

পঞ্চম জাতীয় সংসদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে ৫৩.৫৩ শতাংশ (১৬জন) স্থানীয় রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন (পূর্ববর্তী অধ্যায়)। সেই তুলনায় সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের স্থানীয় রাজনৈতিক পদে থাকার নজির অনেক বেশি। এর একটি বড় কারণ সম্ভবত আওয়ামী লীগ ও বিএনপির সাংগঠনিক কাঠামোর ভিন্নতা।

৬.৫ সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের ব্যবসা/শিল্প মালিকানা ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ:

নিম্ন সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের ব্যবসা/শিল্প মালিকানা ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক অবস্থান সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল

সারণি ৬.৫ সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের ব্যবসা/শিল্প মালিকানা

ব্যবসা/শিল্প মালিকানা	সংখ্যা (জন)	শতকরা হার %
হ্যাঁ	০৭	২৩.৩৩
না	২৩	৭৬.৬৭
মোট	৩০	১০০

সারণি-৬.৫ অনুযায়ী, সপ্তম জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনের ২৩জন সংসদ সদস্য (৭৬.৬৭%) ব্যবসা কিংবা শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত নন। অন্যদিকে ৭জন বা ২৩.৩৩ শতাংশ সংসদ সদস্য ব্যবসার সঙ্গে সম্পৃক্ত। পঞ্চম জাতীয় সংসদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, নারী সংসদ সদস্যগণের ২৪জন বা ৮০ শতাংশ ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু সপ্তম জাতীয় সংসদে এই চিত্র পুরোপুরি উল্টে যায়। নারী সংসদ সদস্যদের মাত্র এক-চতুর্থাংশ ব্যবসা/শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অন্যদিকে ৫ম জাতীয় সংসদের পাঁচ-চতুর্থাংশ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এখানে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাঠামোগত বিষয়টি প্রাধাণ্য পেয়েছে। অনেক গবেষকই স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছেন যে বিএনপির সমর্থনের একটি অন্যতম ভিত্তি ব্যবসায়ী শ্রেণি, শিল্পপতি ও ভূ-স্বামী (Maniruzzaman, ১৯৮০)। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের সমর্থক গোষ্ঠীর বড় অংশটি হলো কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-জনতা। একটি গবেষণায় দেখা গেছে ১৯৯১ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি মূলত শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মকর্তা ও আমলাদের মনোনয়ন দেয়। বিপরীতে আওয়ামী লীগ শিক্ষক, আইনজীবী ও প্রবীণ ত্যাগী রাজনীতিবিদদের মনোনয়ন দেয় (খান, ২০১৪)। পঞ্চম জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনগুলোতেও বিএনপি ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের প্রাধাণ্য দেওয়ার নীতি অনুসরণ করে। এরই ফলশ্রুতিতে ওই সংসদের ৮০ শতাংশ নারী সংসদ সদস্যরা ছিলেন ব্যবসায়ী বা

শিল্পপতি। সপ্তম জাতীয় সংসদে জয়লাভ করে আওয়ামী লীগ। জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনেও এর প্রভাব পড়ে। আওয়ামী লীগ তার সমর্থনের আর্থ-সামাজিক ভিত্তির আলোকেই সংরক্ষিত নারী আসনে মনোনয়ন দান করে। ফলত ব্যবসায়ীদের বদলে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নারী সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হন।

৬.৬: সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের ছাত্ররাজনীতির সাথে সম্পৃক্ততার ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ :

নিম্নে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান ছাত্র রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ততার ভিত্তিতে সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:

সারণি- ৬.৬: সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের ছাত্র রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ততা

ছাত্ররাজনীতির সাথে সম্পৃক্ততা	সংখ্যা (জন)	শতকরা হার %
হ্যাঁ	২৩	৭৬.৬৭
না	০৭	২৩.৩৩
মোট	৩০	১০০

সারণি-৬.৬ অনুযায়ী সপ্তম জাতীয় সংসদের ২৩জন (৭৬.৬৭%) সরাসরি ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। অন্যদিকে মাত্র এক-চতুর্থাংশের (প্রায় ২৪%) সঙ্গে ছাত্ররাজনীতির সম্পৃক্ততা ছিল না। উদাহরণ হিসাবে শাহনাজ সরদারের কথা বলা যায়। তিনি ১৯৭০ এর দশকে ছাত্রলীগের শিক্ষা ও পাঠচক্র সম্পাদক ছিলেন। অনুরূপভাবে অধ্যাপিকা জিন্নাতুন নেসা তালুকদার (মহিলা আসন-৬) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের নির্বাহী সদস্য, শাহীন মনোয়ারা হক (মহিলা আসন-৭) রাজশাহী কলেজের ছাত্রলীগের যুগ্ম-সম্পাদিকা ছিলেন। পঞ্চম জাতীয় সংসদের সঙ্গে তুলনায় দেখা যায়, সপ্তম জাতীয় সংসদে ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত নারী সংসদ সদস্যের সংখ্যা পঞ্চম জাতীয় সংসদের তুলনায় দ্বিগুণ বেশি। পঞ্চম জাতীয় সংসদে যেখানে মাত্র ১১জন সংসদ সদস্য ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন সেখানে ৭ম জাতীয় সংসদের ২৩জন নারী সংসদ সদস্য ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ১৯৭০ ও ১৯৭৩ এর আইনসভার এমপি'দের সিংহভাগের রাজনীতিতে সম্পৃক্ততা ঘটে ছাত্ররাজনীতির হাত ধরে (Jahan, 1980: P.186)। সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সংসদ সদস্যদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ চিত্র পরিলক্ষিত। কেননা প্রায় ৭৭ শতাংশ নারী সংসদ সদস্যের রাজনীতিতে প্রবেশ ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন তথা ছাত্ররাজনীতর সূত্র ধরে।

৬.৭ বাৎসরিক আয়ের ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ :

নিম্নে বাৎসরিক আয়ের ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:

সারণি ৬.৭ বাৎসরিক আয়ের ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের বিভক্তি

আয়	সংখ্যা (জন)	শতকরা হার %
১০ লাখ টাকা পর্যন্ত	২৭	৯০.০০
১০-২০ লাখ পর্যন্ত	০৩	১০.০০
২০$^{+}$ লাখ	০০	০.০০
মোট	৩০	১০০

আধুনিক যুগে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে নেতার আয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ চলক। জনসংযোগ, প্রচার অভিযান, দলীয় কর্মসূচিতে ব্যয়, কর্মীদের প্রণোদনা প্রভৃতি কারণে নেতাকে অর্থ খরচ করতে হয়। এটি বিকশিত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহে (যেমন-যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, জার্মানি) যেমন সত্য তেমনি প্রান্তস্থ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের (বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নাইজেরিয়া) ক্ষেত্রেও সত্য। আর এই ব্যয় নির্বাহের জন্য নেতার বাৎসরিক আয় নেতৃত্ব কাঠামোতে প্রতিযোগীদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে দেয়। সারণি-৬.৭ হতে দেখা যায়, ২৭জন সংসদ সদস্যের (৯০%) বাৎসরিক আয় ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত। অন্যদিকে ১০-২০ লাখ টাকা আয় গ্রুপে রয়েছেন মাত্র ৩জন। ২০ লাখ টাকার উপরে কারো আয় নেই।

বাংলাদেশের মতো একটি চরম দরিদ্র রাষ্ট্রে ৯০ শতাংশ নারী সংসদ সদস্যের (সংরক্ষিত) আয় প্রায় ১০ লাখ টাকা। এটি নেতৃত্ব কাঠামো ধনিক শ্রেণির কাছে কুক্ষিগত হওয়ারই প্রমাণ। এটি স্পষ্টভাবেই

জানান দেয়, সংসদে সাধারন কৃষক-শ্রমিক বা নিম্নবিত্তের তেমন কোন জায়গা নেই। নির্বাচনী রাজনীতিতে বোধগম্য কারণেই তা প্রায় অসম্ভব। কেননা সংসদীয় আসনের নির্বাচনে যে ব্যয়ের যে প্রতিযোগিতা অনিবার্য বাস্তবতা হিসাবে ৯০ পরবর্তী রাজনীতিতে জায়গা করে নিয়েছে সেখানে নিম্নআয়ের কারো পক্ষে সংসদে নির্বাচিত হওয়া প্রায় অসম্ভব। কিন্তু সংরক্ষিত আসনে নির্বাচনী প্রতিযোগিতা না থাকায় রাজনৈতিক দলগুলো গ্রামীণ নারীদের ক্ষমতা কাঠামোতে কার্যকরভাবে আত্তীকরণ করতে পারতো। আর সে ক্ষেত্রে অধিক সংখ্যক কৃষক-শ্রমিক-চাকরিজীবী পরিবারের নারীদের জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যেত। কিন্তু, দুঃখজনক হলেও সত্য বাংলাদেশে ৫ম ও ৭ম জাতীয় সংসদে বিজয়ী রাজনৈতিক দলগুলো সামগ্রিকভাবে এ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে।

৬.৮ জমির ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ :

নিম্নে জমির ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:

সারণি ৬.৮ জমির ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের বন্টন

জমির পরিমাণ	সংখ্যা (জন)	শতকরা হার %
৫ একর পর্যন্ত	৮	২৬.৬৭
৬-১০ একর	১	০৩.৩৩
১১-২০ একর	৯	৩০.০০
২০$^{+}$ একর	১২	৪০.০০
মোট	৩০	১০০

প্রাচীনকাল থেকেই ক্ষমতা কাঠামোতে জমি একটি প্রভাবশালী উপকরণ। দাস সমাজে নেতা ছিলেন দাস-প্রভু। কেননা দাসদের মাধ্যমে জমি চাষ করে তিনিই উদ্বৃত্তের মালিক হতেন। সামন্ত- সমাজে সরাসরি জমির মালিক বা ভূ-স্বামী ক্ষমতা কাঠামোতে শীর্ষ ব্যক্তি বা নেতা ছিলেন। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে এ অবস্থার পরিবর্তন হলেও আফ্রো-এশিয়া-ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলোতে ভূ-স্বামী বা সামন্তপ্রভুর ক্ষমতা এখনো প্রায় অক্ষুণ্ন রয়েছে (খান এবং রুমা, ২০১৩)। বাংলাদেশের মতো আধা-সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রে এ কথা আরো বেশি প্রযোজ্য। সারণি-৬.৮ হতেও তা প্রমাণিত হয়। কেননা সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের মধ্যে ১১-২০ একর জমি রয়েছে ৯জনের বা ৩০ শতাংশের (সারণি-৬.৮)।

২০ একর বা তার উপরে জমি রয়েছে ১২ জনের বা ৪০ শতাংশের। অর্থাৎ ৬০ শতাংশ সদস্যের জমির পরিমাণ ১০ একরের বেশী। ৫ একর পর্যন্ত জমির মালিক রয়েছেন ৮জন (২৬.৬৭%)।

৫ম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের থেকে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের জমির পরিমাণ বেশি। ৫ জাতীয় সংসদে ২০ একরের বেশি জমি ছিল মাত্র ৫জনের (১৬.৬৭%)। অন্যদিকে, সপ্তম জাতীয় সংসদে ২০ একরের বেশি জমি রয়েছে ১২জন নারী সদস্যের। সঙ্গত কারণেই বলা যায়, আওয়ামী লীগের নারী সংসদ সদস্যদের জমির পরিমাণ বিএনপির নারী সংসদ সদস্যদের তুলনায় বেশি। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের সঙ্গে জমির সম্পৃক্ততার ইতিহাস অতি পুরানো। ১৯৭০ ও ১৯৭৩ -এর জাতীয় সংসদ সদস্যদের একটি বড় অংশের জমি অন্তত ১০ একর ছিল। রওনক জাহান '*Bangladesh Politics: Problems and Issues*' গ্রন্থে দেখিয়েছেন, ১৯৭০ সালে প্রায় ৭০% আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্যের জমির পরিমাণ ছিল ১০ একর বা তার বেশি। অন্যদিকে ১৯৭৩ সালে প্রথম জাতীয় সংসদে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ সদস্যদের মধ্যে প্রায় ৬৩ শতাংশের জমির পরিমাণ ১০ একরের বেশি ছিল (Jahan, 1980: P. 185)। প্রায় দুইদশক পরও নেতৃত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রে অন্তত সংসদ সদস্যদের মনোনয়নের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ পূর্বের ধারাবাহিকতাই রক্ষা করেছে।

৬.৯ পরিবার কাঠামোর ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ :

নিম্নে পরিবার কাঠামোর ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল

সারণি ৬.৯ পরিবার কাঠামোর ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের বন্টন

পরিবারের ধরন	সংখ্যা (জন)	শতকরা হার %
অনু পরিবার	১৭	৫৬.৬৭
যৌথ পরিবার	১৩	৪৩.৩৩
মোট	৩০	১০০

সারনি-৬.৯ হতে দেখা যায়, সপ্তম জাতীয় সংসদের ৫৬.৬৭ শতাংশ নারী সদস্য অনু পরিবারের সদস্য। অন্যদিকে ৪৩.৩৩ শাতংশ নারী সদস্য এসেছেন যৌথ পরিবার থেকে। বাংলাদেশে যৌথ

পরিবার ব্যবস্থা এখন প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে। ২০১০ সালের আনা জরিপ মতে, দেশে প্রায় সাড়ে ৫ কোটি অনু পরিবার রয়েছে। যৌথ পরিবারের সংখ্যা অত্যন্ত কম হওয়ায় জরিপে তা উল্লেখ করা হয়নি। এই বাস্তবতায় অবশ্য ৪৩ শতাংশ সদস্যের যৌথ পরিবার একটি ব্যতিক্রম বিষয়। তবে আমরা তুলনা করছি দুই দশকের ভিন্ন তথ্যের আলোকে। ১৯৯১ সালের ৫ম জাতীয় সংসদের সঙ্গে তুলনায় দেখা যায়, ৩৩.৩৩ শতাংশ নারী সদস্য এসেছেন যৌথ পরিবার থেকে। এ থেকে উপলব্ধি করা যায়, ৫ম ও ৭ম জাতীয় সংসদের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ সদস্য যৌথ পরিবার কাঠামো ধারণ করেন। পর্যবেক্ষণে মনে হয়েছে, যৌথ পরিবার কাঠামো নারী নেত্রীদের প্রভাব বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। বেশ কয়েকজন নারী সংসদ সদস্য রাজনীতিতে তাদের প্রতিষ্ঠায় যৌথ পরিবারের ভূমিকার কথা স্বীকার করেছেন।

৬.১০ ধর্মের ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের আর্থ- সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ:

নিম্নে ধর্মের ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের আর্থ- সামাজিক অবস্থান সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:

সারণি ৬.১০ ধর্মের ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের বণ্টন

ধর্ম	সংখ্যা (জন)	শতকরা হার %
হিন্দু (সনাতন)	০২	০৬.৬৭
ইসলাম	২৭	৯০.০০
খ্রিস্টান	০০	০.০০
অন্যান্য	০১	০৩.৩৩
মোট	৩০	১০০

বাংলাদেশের ভোট রাজনীতিতে হিন্দু জনগোষ্ঠী বা সংখ্যালঘুদের গুরুত্ব থাকলেও নেতৃত্ব কাঠামোতে সংখ্যালঘুদের তেমন কোনো অবস্থান নেই (Lifschultz, 1979)। এটি কেবল স্বাধীনতার ৪৪ বছর পরের বাস্তবতা নয়; এমনকি ১৯৭৩ সালেও কম-বেশী এই বাস্তবতাই ছিল রাজনীতিতে। ১৯৭৩ সালের প্রথম জাতীয় সংসদে মাত্র ১৪জন সংসদ সদস্য (২ জন নারী সদস্যসহ) সংখ্যা লঘু ছিল। ৩১৫ জন এমপির মধ্যে মাত্র ১৪জন (৫% এর কম) সংখ্যালঘুর উপস্থিতি ক্ষমতা কাঠামোতে মুসলিম বাঙালি জনগোষ্ঠীর একাধিপত্য জানান দেয় (কাওছার, ২০১২: পৃ: ৮৮২-৮৮৫)। ১৯৯১ ও ১৯৯৬

এর পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও সংখ্যালঘু বা হিন্দু এমপি ৫ শতাংশের কম ছিল। পঞ্চম জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত ৩০টি আসনের মধ্যে মাত্র ১জন ছিলেন সংখ্যালঘু বৌদ্ধ। অন্যদিকে সপ্তম জাতীয় সংসদে ২জন হিন্দু ও ১জন বৌদ্ধ সংরক্ষিত নারী আসনে নির্বাচিত হয়েছিলেন (সারণি-৬.১০)। তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায়, সপ্তম জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে সংখ্যালঘুদের সংখ্যা পঞ্চম জাতীয় সংসদের তুলনায় তিনগুণ বেশি ছিল। আওয়ামী লীগ 'ধর্মনিরপেক্ষতা' নীতি অনুসরণ করে বিধায় সংসদে সংখ্যালঘুদের অনুপাত পঞ্চম জাতীয় সংসদের তুলনায় সপ্তম সংসদে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে হয়।

১৯৯০-এর দশকেই বাংলাদেশে মুসলমান জনসংখ্যা ছিল ৯০ শতাংশ। কাজেই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে মুসলিমদেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে তা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে জনসংখ্যার প্রায় ১০ শতাংশ সংখ্যালঘু হলেও জনসংখ্যা অনুপাতে সংসদের সাধারণ আসনে (সরাসরি নির্বাচিত আসনে) সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব ছিল না।

৬.১১ পেশার ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ:

পেশার ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান নিম্নে সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:

সারণি ৬.১১ সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের পেশা

পেশা	সংখ্যা (জন)	শতকরা হার %
গৃহিণী	০০	০০
ব্যবসা	০৪	১৩.৩৩
শিক্ষকতা	১১	৩৬.৬৭
আইন	০১	০৩.৩৩
অন্যান্য	১৪	৪৬.৬৭
মোট	৩০	১০০

সারণি-৬.১১ হতে দেখা যায়, ৭ম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের মধ্যে ৪জন (১৩.৩৩%) ব্যাবসায়ী, ১১জন শিক্ষক (৩৬.৬৭%)। আইন পেশায় যুক্ত আছেন একজন (৩.৩৩%)। অন্যদিকে

১৪জন অন্যান্য পেশায় যুক্ত। সারণি-৬.১১ হতে উপলব্ধি করা যায়, নারী সংসদ সদস্যদের মধ্যে শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত থাকার প্রবণতা বেশী। তবে এটিও স্পষ্ট যে, নারী সংসদ সদস্যগণ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত থাকায় (শিক্ষতকা ছাড়া) কোনো সুনির্দিষ্ট পেশায় একাধিপত্য নেই। কোনো গৃহিণী বা 'ফুলটাইম' রাজনীতিবিদ নারী সংসদ সদস্যদের মধ্যে ছিলেন না। পঞ্চম জাতীয় সংসদের সঙ্গে তুলনায় এ চিত্র গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, পঞ্চম জাতীয় সংসদে নারী সংসদ সদস্যদের প্রধান পেশা ছিল ব্যবসা। ২৩.৩৩ শতাংশ বা ৭জন নারী সংসদ সদস্য ব্যবসায়ী ছিলেন। পক্ষান্তরে সপ্তম জাতীয় সংসদে নারী সদস্যদের ১৩.৩৩ শতাংশ বা ৪জন ব্যবসায়ী ছিলেন। সপ্তম জাতীয় সংসদে নারী সদস্যদের প্রধান পেশা ছিল শিক্ষকতা। নারী সদস্যদের ৩৬.৬৭ শতাংশ শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। উদাহরণ হিসাবে-জান্নাতুন ফেরদৌস, জিন্নাতুন নেসা তালুকদার, রেহানা আক্তার হেনা, নার্গিস আরা হক, মাহমুদা সত্তগাত, সবিতা বেগম, খালেদা খানম, পান্না কায়সার, রাজিয়া মতিন চৌধুরী প্রমুখের কথা উল্লেখ করা যায়। এরা সবাই শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

৬.১২: শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সংসদ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ:

নিম্নে শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সংসদ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান সারণির ও রেখা চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:

সারণি ৬.১২: শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সংসদ সদস্যদের বণ্টন

শিক্ষা	সংখ্যা (জন)	শতকরা হার %
মাধ্যমিক পর্যন্ত	০১	০৩.৩৩
উচ্চ মাধ্যমিক	০৪	১৩.৩৩
স্নাতক	১০	৩৩.৩৩
স্নাতকোত্তর	১৫	৫০.০০
মোট	৩০	১০০

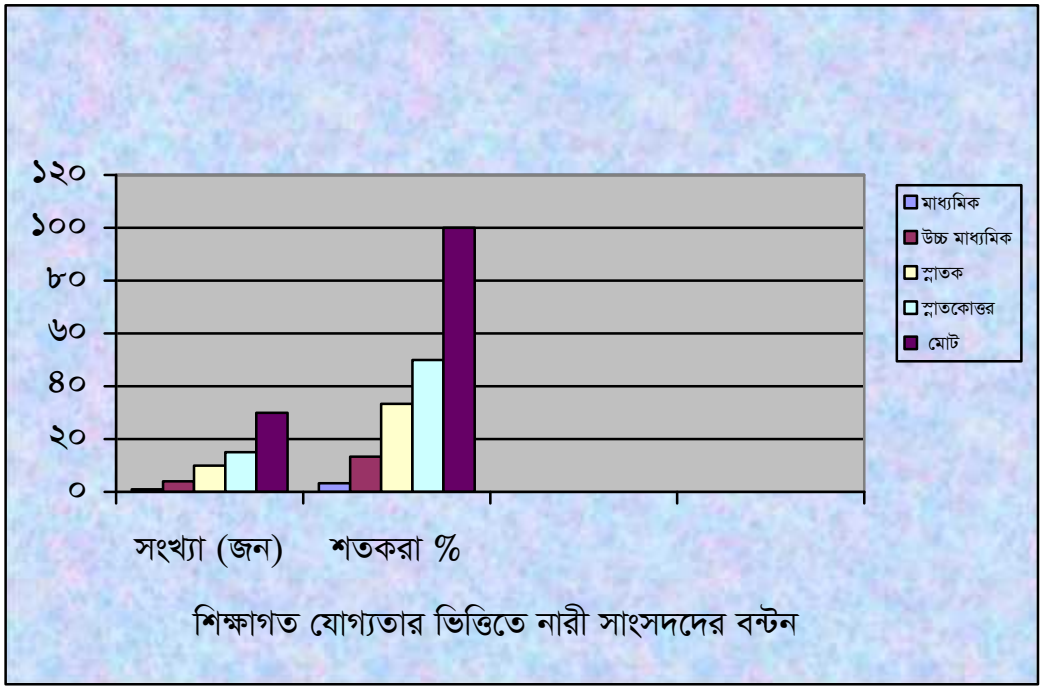

চিত্র- ২: শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সাংসদদের বন্টন

সারণি-৬.১২ অনুযায়ী, সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের মধ্যে ১০ স্নাতক ডিগ্রিধারী এবং স্নাতক বা তদুর্ধ ডিগ্রিধারী নারী সংসদ সদস্য ছিলেন ২৫জন বা ৮৩.৩৩ শতাংশ। এইচএসসি পাশ ছিলেন ৪জন (১৩.৩৩%)। ১৯৭৩ সালের জাতীয় সংসদের নারী সংসদ সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতার তুলনায় এ চিত্র বেশ উন্নত। রওনক জাহান এক গবেষণায় দেখিয়েছেন, ১৯৭৩ সালের সংসদে নারী সংসদ সদস্যদের ৮০ শতাংশ কলেজ-গ্রাজুয়েট বা এইচ এস সি পাশ ছিলেন (Jahan, 1980: P.185)। পঞ্চম জাতীয় সংসদের সঙ্গে তুলনায় দেখা যায়, সপ্তম জাতীয় সংসদে নারী সংসদ সদস্যদের শিক্ষার স্তর (Level of Education) বেশি ছিল । পঞ্চম জাতীয় সংসদের ১৭জন বা ৫৬.৬৭ শতাংশ স্নাতক ডিগ্রিদারী বা তদোর্দ্ধ ছিলেন। এর মধ্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী ছিলেন ৮ জন (২৬.৬৭%)। অন্যদিকে সপ্তম জাতীয় সংসদে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী ছিলেন ১৫জন বা ৫০ শতাংশ; বিএ পাশ করেছিলেন ১০জন বা ৩৩.৩৩ শতাংশ। পর্যবেক্ষণে মনে হয়েছে, সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সংসদ সদস্যরা উচ্চশিক্ষিত হওয়ায় তাদের মধ্যে শিক্ষকতার প্রবণতা বেশি।

৬.১৩ প্রতিষ্ঠান পরিচালনা/পৃষ্ঠপোষকতার ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ:

নিম্নে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা/পৃষ্ঠপোষকতার ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন কসা হল:

সারণি ৬.১৩ প্রতিষ্ঠান পরিচালনা/পৃষ্ঠপোষকতার ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের বণ্টন

প্রতিষ্ঠান পরিচালনা/পৃষ্ঠপোষকতায় ভূমিকা	সংখ্যা (জন)	শতকরা হার %
হ্যাঁ	৩০	১০০
না	০০	০০
মোট	৩০	১০০

সারণি-৬.১৩ অনুযায়ী সপ্তম জাতীয় সংসদের ৩০জন বা শতভাগ নারী সংসদ (সংরক্ষিত) সদস্যের প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অভিজ্ঞতা রয়েছে। পঞ্চম জাতীয় সংসদের তুলনায় এটি বেশ ভাল চিত্র। কেননা পঞ্চম জাতীয় সংসদে ১৭জন (৫৬.৬৭%) নারী সদস্যের (সংরক্ষিত আসন) প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অভিজ্ঞতা ছিল।

প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অভিজ্ঞতা ব্যক্তির সক্ষমতা, নেতৃত্বের সহজাত গুণাবলী ও প্রশাসনিক দক্ষতার প্রমাণ বা স্মারক। এই অভিজ্ঞতা রাজনৈতিক দল ও সংসদকে আইন প্রণয়ন, নীতি গ্রহণ ও জনগণের আকাঙ্ক্ষা অনুধাবনে সহায়তা করে। কাজেই সংসদ সদস্যদের প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অভিজ্ঞতা কেবল ওইসব ব্যক্তিবর্গকেই সহায়তা করে না, তা পার্লামেন্টকেও কার্যকর করে তোলে। সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যরা সাক্ষাতকারে জানিয়েছেন, তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এনজিও, মহিলা সমিতি, সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান (বুলবুল ললিতকলা) সহ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেছেন।

নিম্নে সপ্তম জাতীয় সংসদের কয়েকজন নারী সদস্যের প্রতিষ্ঠান পরিচালনার বিবরণ দেওয়া হলো-

সারণি ৬.১৪ নারী সংসদ সদস্যদের নাম ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনা

নাম	সংখ্যা (জন)	প্রতিষ্ঠানের ধরন/নাম
ভারতী নন্দী সরকার	০১	প্রাথমিক বিদ্যালয়
ফরিদা রউফ আশা	০২	মহিলা সমিতি, অন্ধ কল্যাণ সমিতি
শাহনাজ সরদার	০৩	বুলবুল ললিত একাডেমি
কামরুন নাহার পুতুল	০৪	একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
অধ্যাপিকা জান্নাতুন ফেরদৌস	০৫	স্কুল ও কলেজ
অধ্যাপিকা জিন্নাতুন নেসা তালুকদার	০৬	মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি, কলেজ
শাহীন মনোয়ারা হক	০৭	দু'টি এনজিও
আঞ্জুমান আরা জামিল	০৮	বেসরকারী স্কুল ও এনজিও
রেহানা আক্তার হীরা	০৯	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
মাহমুদা সত্তগত	১৩	লায়ন ক্লাব, মহিলা ক্রীড়া সংস্থা

সূত্র: সাক্ষাৎকার, ২০১৪

উপরোক্ত ছক হতে দেখা যায়, নারী সদস্যরা বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী সংস্থা, মহিলা সমিতি পরিচালনার অভিজ্ঞতা অর্জন করলেও রাষ্ট্রীয় কোন প্রতিষ্ঠান, শিল্প-কারখানা বা রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করেননি। পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের ক্ষেত্রে অনুরূপ চিত্র দেখা গেছে।

৬.১৪ রাজনৈতিক আন্দোলনে সাংগঠনিক ভূমিকার ভিত্তিতে নারী সংসদ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ:

রাজনৈতিক আন্দোলনে সাংগঠনিক ভূমিকার ভিত্তিতে নারী সংসদ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান নিম্নে সারণি ও রেখা চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:

সারণি ৬.১৫ রাজনৈতিক আন্দোলনে সাংগঠনিক ভূমিকার ভিত্তিতে নারী সংসদ সদস্যদের বণ্টন

সাংগঠনিক ভূমিকা	সংখ্যা (জন)	শতকরা হার %
হ্যাঁ	২৩	৭৬.৬৭%
না	০৭	২৩.৩৩%
মোট	৩০	১০০%

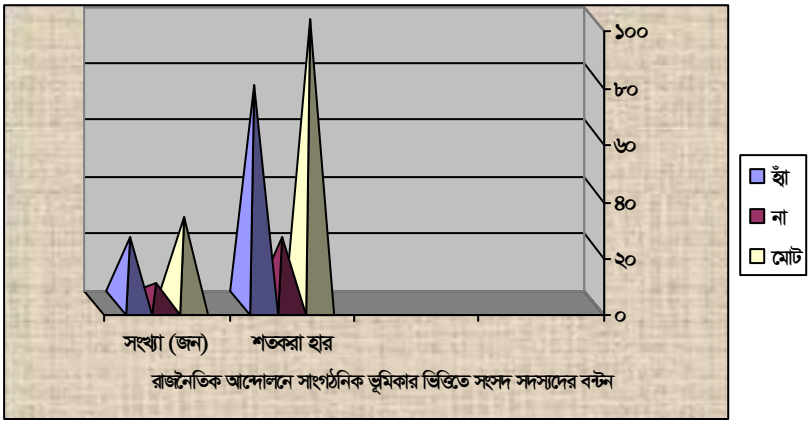

চিত্র- ৩: রাজনৈতিক আন্দোলনে সাংগঠনিক ভূমিকার ভিত্তিতে নারী সংসদ সদস্যদের বন্টন

সারণি-৬.১৫ অনুযায়ী সপ্তম জাতীয় সংসদের ২৩জন (৭৬.৬৭%) নারী সংসদ সদস্যের রাজনৈতিক আন্দোলনে সম্পৃক্ত থাকার অভিজ্ঞতা রয়েছে। বিপরীতে ৭জনের (২৩.৩৩%) রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামে রাজপথে থাকার অভিজ্ঞতা নেই। অর্থাৎ সপ্তম জাতীয় সংসদের প্রায় এক-চতুর্থাংশ সদস্য রাজনৈতিক কর্মসূচিতে কার্যকর অংশগ্রহণ ছাড়াই জাতীয় সংসদে রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন পেয়েছে।

১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের জাতীয় পরিষদের ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের উপর এক গবেষণায় দেখা গেছে, শতভাগ সদস্যেরই রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামের অভিজ্ঞতা রয়েছে। এর মধ্যে ১৬ বছর বা তার চেয়ে বেশি সময়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে ৭৮.৯% সদস্যের (Jahan, 1980: P.187)। এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রথম জাতীয় সংসদের (১৯৭৩) ৬৮.১ শতাংশ সদস্যের ১৬ বছর বা তার অধিক সময় রাজনৈতিক আন্দোলনে সম্পৃক্ত থাকার অভিজ্ঞতা রয়েছে। আর শতভাগ সদস্যেরই অন্তত ৫ বছর রাজনৈতিক কর্মসূচিতে রাজপথে আন্দোলনে থাকার ইতিহাস রয়েছে (Jahan, 1980: 187-188) । সেই তুলনায় সপ্তম সংসদের এক-চতুর্থাংশ সদস্যের (২৩.৩৩%) রাজনৈতিক আন্দোলনে ভূমিকাহীনতা একটি খারাপ নজির (সারণি-৬.১৫)। এটি সম্ভব হয়েছে বড় রাজনৈতিক দলগুলোতে পরিবারপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি ও দলীয় প্রভাবশালী নেতাদের সঙ্গে সম্পর্ক এর কল্যাণে। এ প্রসঙ্গে রওনক জাহানের নিম্নোক্ত মন্তব্যটি বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে-

> " The women MPs were selected by their male colleagues in the Parliament, rather than by election in their territorial constituencies since they were more or less handpicked by

> the male party hierarchy, the women MPs tended to be elitists. The chief criterion of selection appeared to be acceptability to the party hierarchy (Jahan, 1980: P.186)."

উপরোক্ত মন্তব্য হতে বোঝা যায় নারী সংসদ সদস্যদের একটি বড় অংশ ১৯৭৩ সালেও রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছাড়াই দলীয় প্রধানের অনুকম্পায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেই ধারাবাহিকতা ১৯৯০ এর দশকেও প্রবাহমান থাকে। বস্তুত পঞ্চম ও সপ্তম উভয় সংসদেই প্রায় ২৫ শতাংশ নারী সংসদ সদস্যরা রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ ছাড়াই দলীয় মনোনয়ন লাভ করেছেন। আর এক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টির সমান ভূমিকা রয়েছে।

৬.১৫ অর্থনৈতিক ও অবকাঠামো উন্নয়নে ৭ম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যের সম্পৃক্ততার ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ:

নিম্নে অর্থনৈতিক ও অবকাঠামো উন্নয়নে ৭ম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যের সম্পৃক্ততার ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক অবস্থান সারণির মাধ্যমে উপস্থান করা হল:

সারণি ৬.১৬ অর্থনৈতিক ও অবকাঠামো উন্নয়নে ৭ম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যের সম্পৃক্ততা

অর্থনৈতিক ও অবকাঠামো উন্নয়নে ভূমিকা	সংখ্যা (জন)	শতকরা হার %
হ্যাঁ	২০	৬৬.৬৭%
না	১০	৩৩.৩৩%
মোট	৩০	১০০%

পুঁজিবাদী একটি রাষ্ট্রে রাজনৈতিক নেতৃত্ব অনিবার্যভাবে অর্থনৈতিক ও অবকাঠামো উন্নয়নে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। এই বাস্তবতা নেতা ও রাষ্ট্র উভয়ের অর্থনৈতিক অবস্থাকে সমৃদ্ধ করে। সারণি-৬.১৬ হতে এর প্রমাণ মেলে। সারণি-৬.১৬ অনুযায়ী, সপ্তম জাতীয় সংসদের ২০জন সদস্য (৬৬.৬৭%) অর্থনৈতিক ও অবকাঠামো উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছেন। বিপরীতে মাত্র ৩৩.৩৩ শতাংশ সদস্যের এ ধরনের কর্মকান্ডে যুক্ত থাকার অভিজ্ঞতা নেই।

নিম্নের সারণি ৬.১৭তে সংসদ সদস্যদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ধরন উপস্থাপন করা হলো-

নাম	মহিলা আসন	বিবরন
ভারতী নন্দী সরকার	০১	দারিদ্র্য বিমোচনে ঋণদানে সহায়তা ও দুঃস্থদের সাহায্য দানে সহায়তা
ফরিদা রউফ আশা	০২	মহিলা সমিতি গঠনের মাধ্যমে নারীদের সহায়তা দান
শাহনাজ সরদার	০৩	সরকারি অনুদানের মাধ্যমে এলাকায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন
কামরুন নাহার পুতুল	০৪	সরকারি ও বেসরকারী সহায়তার মাধ্যমে জনগণের উন্নয়ন
অধ্যাপিকা জান্নাতুস ফেরদৌস	০৫	মহিলা সমিতির মাধ্যমে নারীদের স্বাবলম্বী করণের চেষ্টা
অধ্যাপিকা জিন্নাতুন নেসা তালুকদার	০৬	সমবায় সমিতির মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য
শাহীন মনোয়ারা হক	০৭	এনজিও প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণের সহযোগিতা দান
আঞ্জুমান আরা জামিল	০৮	চালের ব্যবসার মাধ্যমে কৃষক-শ্রমিকদেরকে সহায়তা। দুস্থদের ব্যক্তিগত সহায়তা দান
তহুরা আলী	১৫	এলাকার নারীদের চাকরি প্রাপ্তিতে সহায়তা দান

উপরোক্ত সারণি-৬.১৭ হতে (সব সদস্যের কর্মকাণ্ড উপস্থাপন করা হয়নি) স্পষ্ট, নারী সংসদ সদস্যরা বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড দ্বারা এলাকার জনগণ ও অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করছেন। সাক্ষাতকারে অনেকেই জানিয়েছেন, নারী সংসদ সদস্যদের এলাকার উন্নয়নে ভূমিকা রাখার খুব বেশি সুযোগ নেই। নির্বাচিত সংসদ সদস্য ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা (ডিসি, ইউএনও প্রমুখ) এক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা রাখেন বলে তারা দাবি করেন। সাক্ষাতকারে তারা জানান, মূলত ব্যক্তিগত উদ্যোগেই নারী সংসদ সদস্যরা এলাকার অবকাঠামো উন্নয়ন, নারীদের স্বাবলম্বীকরণ, বেকারদের চাকরি প্রাপ্তিতে সহায়তা করছেন।

৬.১৬ মামলা মোকাবেলার ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদে নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ:

নিম্নে মামলা মোকাবেলার ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদে নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:

সারণি ৬.১৮ মামলা মোকাবেলার ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদে নারী সদস্যদের বণ্টন

মামলার মুখোমুখি	সংখ্যা (জন)	শতকরা হার %
হ্যাঁ	১৩	৪৩.৩৩%
না	১৭	৫৬.৬৭%
মোট	৩০	১০০%

সারণি-৬.১৮ হতে দেখা যায়, সপ্তম জাতীয় সংসদের ১৩জন (৪৩.৩৩%) নারী সংসদ সদস্য বিভিন্ন রাজনৈতিক মামলার মুখোমুখি হয়েছেন। অন্যদিকে, ১৭জন বা ৫৬.৬৭ শতাংশ কোন মামলা মোকাবেলা করেননি। পর্যবেক্ষণে মনে হয়েছে, বেশ কিছু সদস্য রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামে যুক্ত না থাকায় তারা কোন মামলার মুখোমুখি হননি। উপরন্তু যারা যুক্ত ছিলেন তারাও তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে না থাকায় সরকারি দলের রোষাণলে পড়েননি। সাক্ষাৎকারে নারী সংসদ সদস্যরা জানিয়েছেন, তারা কেউ পাকিস্তান আমলে আইয়ুব খান বিরোধী আন্দোলনে বা স্বাধিকার আন্দোলনে অংশ নিলেও মামলার মুখোমুখি হননি। উদাহরণ হিসাবে ভারতী নন্দী সরকারের কথা বলা যায়। তিনি ১৯৬৯ এর গণ অভ্যুত্থানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করলেও মামলার মুখোমুখি হননি। সাক্ষাতকারে ভারতী নন্দী জানিয়েছেন, সামরিক শাসনের সময় (১৯৭৫, ১৯৭৯ ও ১৯৮৭ সালে) তিনি মোট তিনবার রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলার মুখোমুখি হন। অনুরূপভাবে ফরিদা রউফ আশা '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানে অংশ নিলেও মামলা মোকাবেলা করেননি। কিন্তু তার বিরুদ্ধে ১৯৯০-এ এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সময় এবং ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায় সরকারের দাবিতে পরিচালিত আন্দোলনের সময় মামলা করা হয়েছিল।

পঞ্চম জাতীয় সংসদের তুলনায় সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যরা বেশি পুলিশি হয়রানি, নির্যাতন বা রাজনৈতিক মামলা মোকাবেলা করেছেন। পঞ্চম জাতীয় সংসদের ৮জন বা ২৬.৬৭ শতাংশ নারী সংসদ সদস্য রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলা বা পুলিশি হয়রানি মোকাবেলা করেছিলেন। পক্ষান্তরে সপ্তম জাতীয় সংসদের ১৩জন (৪৩.৩৩%) নারী সংসদ সদস্য পুলিশি হয়রানি মোকাবেলা করেছেন।

পর্যবেক্ষণে মনে হয়েছে, তাঁরা পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সংসদ সদস্যদের তুলনায় রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামে বেশি অংশ নিয়েছেন। আর সে কারণে পুলিশি হয়রানি ও মামলা তারা বেশি মোকাবেলা করেছেন।

৬.১৭ রাজনীতিতে পারিবারিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সংসদসদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ:

নিম্নে রাজনীতিতে পারিবারিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সংসদ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:

সারণি ৬.১৯ রাজনীতিতে পারিবারিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সংসদ সদস্যদের বন্টন

পারিবারিক সহযোগিতা?	সংখ্যা (জন)	শতকরা হার %
হ্যাঁ	২৪	৮০%
না	০৬	২০%
মোট	৩০	১০০%

সারণি-৬.১৯ হতে দেখা যাচ্ছে, সপ্তম জাতীয় সংসদের ২৪জন নারী সংসদ সদস্য (৮০%) রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে পরিবারের সহযোগিতা পেয়েছেন। অন্যদিকে ৬জন (২০ শতাংশ) নারী সংসদ সদস্য রাজনৈতিক কর্মকান্ডে পরিবারের সহযোগিতা পাননি। পঞ্চম জাতীয় সংসদের তুলনায় এই অসহযোগিতার হার অনেক বেশি। পঞ্চম জাতীয় সংসদের মাত্র একজন নারী সংসদ সদস্য জানিয়েছিলেন, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তিনি পরিবারের কোন সাহায্য পাননি। কিন্তু সপ্তম জাতীয় সংসদের ৬জন সংসদ সদস্য জানিয়েছেন তারা পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত সাহায্য পাননি।

৬.১৮ মৌলবাদী সংগঠনের আপত্তির অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নারী সংসদ সদস্যদের আর্থ- সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ:

মৌলবাদী সংগঠনের আপত্তির অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নারী সংসদ সদস্যদের আর্থ- সামাজিক অবস্থান নিম্নে সারণির মাধ্যমে প্রকাশ করা হল:

সারণি ৬.২০ মৌলবাদী সংগঠনের আপত্তির অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নারী সংসদ সদস্যদের বণ্টন

মৌলবাদী সংগঠনের আপত্তির অভিজ্ঞতা	সংখ্যা (জন)	শতকরা হার %
হ্যাঁ	১৯	৬৩.৩৩%
না	১১	৩৬.৬৭%
মোট	৩০	১০০%

সারণি-৬.২০ অনুযায়ী সপ্তম জাতীয় সংসদের **১৯**জন নারী সংসদ সদস্য মৌলবাদী সংগঠনের বিভিন্ন ধরনের বিরোধিতার মুখোমুখি হয়েছেন। আর মাত্র **১১**জন (৩৬.৩৩%) এ ধরনের বাধার সম্মুখীন হননি। পঞ্চম জাতীয় সংসদের তুলনায় সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যরা অনেক বেশি মৌলবাদী বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। সাক্ষাৎকারে নারী সদস্যরা জানিয়েছেন, আওয়ামী লীগের সঙ্গে মৌলবাদী সংগঠন কিংবা ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলোর আদর্শগত পার্থক্য রয়েছে। আর এ কারণেই সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যরা বিএনপির পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের চেয়ে বেশি মৌলবাদী বাধার শিকার হয়েছেন।

তবে পর্যবেক্ষণে মনে হয়েছে যে, কেবল আওয়ামী লীগের সঙ্গে আদর্শিক বিরোধীতা নয়, মৌলবাদী সংগঠনগুলো নারী নেতৃত্বের প্রতি এক ধরনের সহজাত বিরোধীতা ধারণ করে। এর ফলে গ্রাম, মহল্লা, চাকরিক্ষেত্র, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সব জায়গায় নারী উপস্থিতি বা নেতৃত্বের বিরোধীতা মৌলবাদীরা করে থাকে। কেননা, পঞ্চম জাতীয় সংসদের ৭জন (২৩.৩৩%) অর্থাৎ প্রায় এক-চতুর্থাংশ নারী সদস্য মৌলবাদী বাধার সম্মুখীন হওয়ার কথা স্বীকার করেছিলেন। অবশ্য, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিএনপি এবং মৌলবাদী সংগঠনগুলোর সখ্যতার কারণে সেই বিরোধীতা সর্বগ্রাসী বা চরমমাত্রা পায়নি।

আওয়ামী লীগের সঙ্গে ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলোর মতপার্থক্য বা দূরত্বের ইতিহাস দলটির জন্মকাল (১৯৪৯) হতেই (Osmany, 1992: pp. 23-34)। পাকিস্তান প্রশ্ন, আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ ধারণ এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মৌলবাদী সংগঠন (যেমন- জামায়াত-ই-ইসলামী, মুসলিম লীগ, নিজামি ইসলামী) গুলোর চরম প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা এ দূরত্ব আরো বাড়িয়ে দেয় (খান, ২০১৪)। স্বাধীন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সাংবিধানিকভাবে ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করে, ধর্মের নামে রাজনেতিক দল গঠনে বিধিনিষেধ আরোপ করে (বাংলাদেশ সংবিধান: অনুচ্ছেদ-১২)। ১৯৭৫-এর রক্তাক্ত পটপরিবর্তনের পর সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান রাজনৈতিক দলবিধি (PPR-1976) জারী করে ধর্মীয় রাজনীতির পথ উন্মুক্ত করেন (Khan, 1984; Mascarenhas,1986)। এই পটভূমি বিবেচনায় নিলে আওয়ামী লীগের সঙ্গে ইসলামি মৌলবাদী শক্তির দূরত্বের বাস্তবিক কারণ উপলব্দি সহজ হবে । সেই সূত্রে আওয়ামী লীগ মনোনীত নারীনেতৃত্ব কেন অধিক মাত্রায় মৌলবাদী বিরোধিতার সম্মুখীন হয় তাও উপলব্ধি করা সহজ হবে।

৬.১৯ বৈবাহিক অবস্থার ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সংসদ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ:

নিম্নে বৈবাহিক অবস্থার ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সংসদ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:

সারণি ৬.২১ বৈবাহিক অবস্থার ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সংসদ সদস্যদের বন্টন

বিবাহিত	সংখ্যা (জন)	শতকরা হার %
হ্যাঁ	২৮	৯৩.৩৩%
না	০২	৬.৬৭%
মোট	৩০	১০০%

সারণি-৬.২১ হতে দেখা যাচ্ছে মাত্র দু'জন নারী সংসদ সদস্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হননি। অন্যদিকে ২৮জন (৯৩.৩৩%) সংসদ সদস্য বিয়ে করেছেন। পঞ্চম জাতীয় সংসদের অনুরূপ চিত্র দেখা গেছে। দু'টি সংসদেই নারী সংসদ সদস্যদের বিয়ে না করার প্রবণতা তেমন একটা নেই। রাজনীতিতে অতিরিক্ত সময় দান কিংবা পুরুষদের প্রতি কোন বিরূপ ধারণাকে তারা বিয়ে না করার কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেননি। সপ্তম জাতীয় সংসদের অবিবাহিত দুই সংসদ সদস্য বিয়ে না করার কারণ হিসাবে

অনেকটা হেসে দিয়ে বলেন-'হয়ে উঠেনি।' তারা পরিষ্কারভাবেই জানান, পরিকল্পনা করে তাঁরা বিয়ে করেননি এমনটি নয়। রাজনীতির জন্য বিয়ে বা পরিবার কোন বাধা নয় বলেও মন্তব্য করেন তাঁরা।

৬.২০ নারী উন্নয়নে ভূমিকার ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সংসদ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ:

নারী উন্নয়নে ভূমিকার ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সংসদ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান নিম্নে সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:

সারণি ৬.২২ নারী উন্নয়নে ভূমিকার ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সংসদ সদস্যদের বন্টন

নারী উন্নয়নে ভূমিকা?	সংখ্যা (জন)	শতকরা হার %
হ্যাঁ	৩০	১০০%
না	০০	০%
মোট	৩০	১০০%

সারণি-৬.২২ অনুযায়ী, সপ্তম জাতীয় সংসদের ৩০জন নারী সংসদ সদস্যই (সংরক্ষিত) দাবি করেছেন, তারা নারী উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছেন। স্থানীয় ও জাতীয় - উভয় পর্যায়ে নারী নেতৃত্বের বিকাশ, নারীর শিক্ষাপ্রসার, নারীদের ফতোয়ার হাত থেকে উদ্ধার, নারীদের পারিবারিক ও সন্ত্রাসী নির্যাতন থেকে রক্ষা, বিবাহ বিচ্ছেদের পর খোরপোশ আদায়সহ নারীদের চাকরিপ্রাপ্তিতে তাঁরা বিশেষ সহায়তা করেছেন বলে দাবি করেন। আমাদের গবেষণায় দেখা গেছে, সপ্তম জাতীয় সংসদের **১১**জন সংসদ সদস্য জেলা মহিলা সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন দীর্ঘকাল। সঙ্গত কারণেই স্থানীয় নারীর সচেতনতা তৈরী, কর্মক্ষেত্রের বিস্তৃতি, শিক্ষাপ্রসারসহ নারী অধিকার আদায়ে তারা ভূমিকা রেখেছেন তা বোধগম্য। নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের এই ভূমিকা পঞ্চম জাতীয় সংসদের চেয়ে সামান্য বেশি।

গবেষণার পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে , নারী সংসদ সদস্যরা নারী উন্নয়নে তাঁদের ভূমিকার বিষয়টি অতিরঞ্জিত করে দাবি করেছেন। কেননা খুব অল্পসংখ্যক নারী সংসদ সদস্য এলাকার নারী উন্নয়নে তাদের ভূমিকা সুনির্দিষ্ট করেছেন। এ সম্পর্কিত প্রশ্ন বা উদাহরণ তারা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। একজন নারী সংসদ সদস্য আক্ষেপ করে বলেছেন, 'ইচ্ছা থাকলেও নারীদের উন্নয়নে তাদের ভূমিকা রাখার ক্ষেত্র সীমিত।' তিনি বলেন, নারীদের উন্নয়নের জন্য তারা কোন বরাদ্দ পান না। কর্মক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারেও তাদের সুপারিশের আইনগত বা বাধ্যতাগত কোন ভিত্তি নেই। সংসদ সদস্য

ভারতীনন্দী এ পরিপ্রেক্ষিতে, নারীদের উন্নয়নে নারী সংসদ সদস্যদের বিশেষ ভূমিকা সংসদে আইন করে সুনির্দিষ্ট করার দাবি জানান। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, এলাকার বালিকা বিদ্যালয়েও তাঁর কোন ভূমিকা রাখার সুযোগ নেই। কেননা তিনি এর পরিচালনা কমিটির সদস্য নন। তবে কয়েকজন নারী সংসদ সদস্য দাবি করেন (যেমন-অধ্যাপিকা জান্নাতুস ফেরদৌস, অধ্যাপিকা জিন্নাতুন নেসা তালুকদার, শাহীন মনোয়ারা হক, আঞ্জুমান আরা জামিল, রেহানা আক্তার প্রমুখ)। দাবি করেন যে তাঁরা নিজস্ব উদ্যোগে নারী শিক্ষার বিকাশের স্বার্থে এলাকার বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন।

৬.২১ জাতীয়/স্থানীয় রাজনীতির সাথে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের পারিবারিক সংযুক্ততার ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ:

নিম্নে জাতীয়/স্থানীয় রাজনীতির সাথে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের পারিবারিক সংযুক্ততার ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক অবস্থান সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:

সারণি ৬.২৩ জাতীয়/স্থানীয় রাজনীতির সাথে সপ্তম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের পারিবারিক সংযুক্ততা

জাতীয়/স্থানীয় রাজনীতিতে সংযুক্ততা	সংখ্যা (জন)	শতকরা হার %
হ্যাঁ	১৮	৬০%
না	১২	৪০%
মোট	৩০	১০০%

জাতীয় রাজনীতির একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য পারিবারিক উত্তরাধিকারভিত্তিক নেতৃত্ব । বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলোর নেতৃত্বের একটি বড় অংশ এসেছে পারিবারিক উত্তরাধিকার সূত্রে। বড় রাজনৈতিক দল দু'টিরও শীর্ষ নেতৃত্বে পরিবারের প্রভাব (যেমন বঙ্গবন্ধু পরিবার ও শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান পরিবার) সুস্পষ্ট। জাতীয় সংসদের (পঞ্চম ও সপ্তম) বেশ কিছু সদস্য প্রভাবশালী রাজনীতিবিদের আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ। এই একই ধারা নারী সংসদ সদস্যদের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। সারণি-৬.২৩ অনুযায়ী সপ্তম জাতীয় সংসদের ১৮জন (৬০%) সংসদ সদস্য রাজনীতিতে তাঁদের পারিবারিক সংযুক্ততার কথা বলেছেন। নিজেদের যোগ্যতার পাশাপাশি জাতীয়

রাজনীতিতে প্রভাবশালী পরিবারের সদস্যরা কয়েকজন নারী- সদস্যের মনোনয়ন প্রাপ্তিতে সহায়তা করেছেন বলে স্বীকার করেছেন ওই সংসদ সদস্যরা।

পঞ্চম জাতীয় সংসদের তুলনায় সপ্তম জাতীয় সংসদে পারিবারিক নেতৃত্বের হার কম। পঞ্চম জাতীয় সংসদের ২৬জন (৮৬.৬৭%) সদস্য জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে পারিবারিক সংযুক্ততার কথা স্বীকার করেছিলেন। অন্যদিকে, সপ্তম জাতীয় সংসদের ১৮জন (৬০%) সংসদ সদস্য পারিবারিক নেতৃত্বের কথা বলেছেন। অর্থাৎ সপ্তম জাতীয় সংসদে পারিবারিক নেতৃত্ব পঞ্চম জাতীয় সংসদের তুলনায় ২৬.৬৭ শতাংশ কম ছিল। এই বাস্তবতাকে অন্যভাবেও বলা যায়, আওয়ামী লীগের তুলনায় বিএনপি জাতীয় সংসদে অধিকমাত্রায় পরিবারভিত্তিক নেতৃত্বকে গুরুত্ব দিয়েছে।

৬.২২ উপসংহারঃ

বাংলাদেশের সংরক্ষিত আসনের নারী সংসদ সদস্যরা সত্যিকার অর্থে কখনই স্বাধীন কোন নেতৃত্ব কাঠামো সৃষ্টি করতে পারেনি। জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত না হওয়ায় তাদের জনপ্রতিনিধি হিসাবে ক্ষমতা ও ভাবমূর্তি অনেক কমে যায়। আর সেই সূত্রধরে দল বা সংসদে তাদের ভূমিকাও হ্রাস পায়। অন্যদিকে, সরাসরি নির্বাচন না হওয়ায় স্থানীয় পর্যায়ে নারী নেতৃত্বে গড়ে উঠতে পারেনি। পঞ্চম জাতীয় সংসদে বিএনপির ২৮জন ও জামায়াতে ইসলামীর ২জন নারী সংসদ- সদস্য ছিলেন। পক্ষান্তরে সপ্তম জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগের ২৭জন ও জাতীয় পার্টির ৩জন নারী সংসদ সদস্য মনোনয়ন পেয়েছিলেন। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা, দলীয় মনোনয়ন লাভ, জনসংযোগ, দায়বদ্ধতা, প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন এবং সর্বোপরি অনুসারীদের উন্নয়নমুখী কর্মকান্ডে ধাবিত করার চ্যালেঞ্জ না থাকায় নারীনেত্রীরা নারীর ক্ষমতায়নে খুব বেশী ভূমিকা রাখতে পারেনি। তারা কেবল দলীয় প্রভাবশালী নেতাদেরই 'তোষামোদ' করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। প্রথম জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের কর্মকান্ড ও দলে তাঁদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে একজন রাজনীতি পর্যবেক্ষক মন্তব্য করেছেন-

> æWomen members were on the whole younger; 53 percent were less than 35 years of age. Their fathers were better educated (60 percent were college graduate) and more urban (the majorities were in urban professions had more schooling (80 percent college graduates) and were more urban (living in big cities, usually the capital) than their male counterparts. unlike the male MPs, the women were usually a generation removed from the social society and culture …….. The women MPs were selected by their male colleagues in the Parliament, rather than by election in their territorial constituency. Since they were more oc less handpicked by the male party hierarchy, the women MPs tended to be elitists. The chief criterion of selection appeared to be acceptability to the party hierarchy (Jahan, 1980: Pp.185-186)."

১৯৭০ এর দশকের মতো এখনো নারী সংসদ সদস্যদের মনোনয়ন বড় রাজনৈতিক দলগুলোর প্রভাবশালী নেতাদের কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতার উপর নির্ভর করে। আর এ প্রেক্ষাপটে তা এক ধরনের নির্ভরশীল নেতৃত্ব জন্ম দেয়। যা স্থানীয় পর্যায়ে নারীনেতৃত্ব সৃষ্টিতে কিংবা নারীর উন্নয়নে খুব বেশী ভূমিকা রাখতে পারে না। চলমান গবেষনায় দেখা গেছে, নারী সংসদ সদস্যদের সবাই শহর এবং ধনীক পরিবার থেকে উঠে এসেছে। ফলত গ্রামীণ নারীনেতৃত্বের বিকাশ কিংবা তৃণমূলে এই নেতৃত্ব নারীর ক্ষমতায়নে ব্যর্থ হয়েছে। পর্যবেক্ষণে মনে হয়েছে, ছিন্নমূল, দরিদ্র, অসহায়, কর্মহীন নারীদের

সঙ্গে নারী সংসদ সদস্যদের খুব বেশি যোগাযোগও নেই। অধিকাংশ সদস্যগণ সাক্ষাতকারে স্বীকার করেছেন যে, তারা বছরের বেশী সময়ই ঢাকায় অবস্থান করেন। তবে মাঝেমধ্যে ত্রাণ সামগ্রী এবং বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গ্রামে যান।

Reference:

Barman, D. Ch., *Emerging Leadership Patterns in Rural Bangladesh: A Study*, Dhaka: CSS, 1988.

Barnard, C.I. *Organization and Management: Selected Papers,* Cambridge: Harvard University Press, 1948.

Bhuiya, A. "Rural Leadership in Transition: A Sociological Study of Power Structure in a Rural Community of Bangladesh", *Social Science Review* X, 1990.

Jahan, R. *Bangladesh Politics: Problems and Issues*, Dhaka: UPL, 1980.

Islam, A K M Aminul, *Bangladesh Village: Conflict and Cohesion*, Cambridge: Sehenknan Pablicity Company, 1987.

Khan, T. H, Middle Class Boom: the Image of New Bangladesh," *The Daily Sun*, 13 January 2013.

Khan, Z.R., *Martial Law to Martial Law: Leadership Crisis in Bangladesh,* Dhaka: UPL, 1984.

Lifschultz, L. *Bangladesh: The Unfinished Revolution,* London: Zed Press, 1979.

Maniruzzaman, T. *Bangladesh Revolution and its Aftermath*, Dhaka: Bangladesh Books International Limited, 1980.

Mascarenhas, A. *Bangladesh: A Legacy of Blood*, London: Hodder and Stoughton, 1986.

Osmany, S. H. *Bangladesh Nationalism*, Dhaka: University Press Limited, 1992.

Sheffer, G. (ed.), *Innovative Leaders in International Politics,* Albany: State University of New York Press, 1993.

কাওছার, রিয়াজুল কবীর এবিএম, বাংলাদেশ নির্বাচন, ঢাকা: *বাংলাদেশ নির্বাচন গবেণনা কেন্দ্র*, ২০১২।

করিম, এ এইচ এম জেহাদুল "বাংলাদেশের গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো ও নেতৃত্বের ধরন", *সমাজ নিরীক্ষণ* ৩৯ (১৯৯১),

খান, তারিক হোসেন, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস*, ঢাকা: বুকস ফেয়ার, ২০১৪ ।

খান, তারিক হোসেন, "বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস ও গণমাধ্যম: একটি পর্যালোচনা", *সমাজ নিরীক্ষণ*, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, সংখ্যা ১১১, ২০০৯।

খান, তারিক হোসেন এবং রুমা, আরিফা রহমান, "গ্রামীণ উন্নয়নে নেতৃত্বের ভূমিকা: একটি গ্রাম পর্যবেক্ষণ, *উন্নয়ন বিতর্ক*, ডিসেম্বর, ২০১৩।

খান, মনিরুল ইসলাম, "বাংলাদেশের কৃষি কাঠামোর পরিবর্তন ও ধর্মতন্ত্র প্রসঙ্গ: একটি মার্কসবাদী পর্যালোচনা", *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সংখ্যা-১৪, ১৯৮৬

সপ্তম অধ্যায়

সুপারিশমালা ও উপসংহার

৭.১ ভূমিকাঃ

বাংলাদেশে নারী নেতৃত্ব মূলত আশির দশক থেকেই বিকাশ লাভ করে । এর অন্যতম কারণ হলো উল্লেখিত সময়ে বাংলাদেশের বৃহত্তর দুটি রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি-র নেতৃত্বে আসেন দু'জন নারী। পরবর্তী সময় এ দু'জন নারীই একাধিক বার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। এ গবেষণার সুপারিশসমূহ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারী সংসদ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

৭.২ সুপারিশমালা

বর্তমান গবেষণায় সম্পাদিত মাঠ পর্যায়ে জরিপ, পর্যবেক্ষণ, সাহিত্য পর্যালোচনা, তত্ত্বীয় কাঠামোর বিশ্লেষণ সর্বোপরি জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের সঙ্গে আলাপচারিতা শেষে বেশকিছু সুপারিশ প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। জাতীয় সংসদে নারী সদস্যদের কার্যকর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে নারী নেতৃত্বের বিকাশ তথা নারীর ক্ষমতায়নে সুপারিশগুলো ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। নিম্নে এসব সুপারিশমালা এবং সেসবের প্রত্যাশিত ফলাফল তুলে ধরা হলো। সুপারিশগুলোকে গবেষণার স্বার্থে এবং মাত্রাগত ভিন্নতার কারণে দুটো ভাগে উপস্থাপন করা হল। বর্তমান গবেষণায় বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারী নেতৃত্বের কার্যকারিতা, অধিক উপস্থিতি, নারী সংসদ সদস্যগণের প্রভাব বিস্তারের জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশ করা হয়েছে:

ক) কাঠামো-নীতিগত সুপারিশমালা (Structural-Policy Oriented Recommendation):

- জাতীয় সংসদে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য সংরক্ষিত নারী আসন বৃদ্ধি করে ১০০টি করতে হবে। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর অর্ধেক নারী হওয়ায় এক-তৃতীয়াংশ নারী আসন নারীদের জন্য বরাদ্দ মোটেই অতিরিক্ত নয়। বরং তা লিঙ্গবৈষম্য (Gender discrimination) হ্রাসে ভূমিকা রাখবে।

- সংরক্ষিত নারী সংসদ সদস্যগণের নির্বাচন অবশ্যই জনগণের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে করতে হবে। এর ফলে একদিকে নারী সংসদ সদস্যদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। অন্যদিকে নারী সংসদ সদস্যদের সাথে স্থানীয় ভোটারদের যোগাযোগ ও সম্পৃক্ততার মাত্রা বাড়বে।
- সরাসরি ভোটে নারী সদস্যদের নির্বাচনপ্রক্রিয়া সম্পাদন সম্ভব না হলে বর্তমান পদ্ধতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোর জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে বরাদ্দকৃত নারী সংসদ সদস্যদের সংখ্যার বিধান অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। তা একটি রাজনৈতিক দলের জনভিত্তি সমর্থন করে না। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে- পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদে সরকারি দল ৩৫ শতাংশের কম ভোট পেলেও শতভাগ সংরক্ষিত নারী আসন দখল করে। সংবিধানের চতুদর্শ সংশোধনীর মাধ্যমে এ বিধানে পরিবর্তন আনা হলেও তা ত্রুটিপূর্ণ থেকে গেছে। কেননা অষ্টম ও নবম জাতীয় সংসদে বিরোধীদলগুলো ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ ভোট পেলেও জাতীয় সংসদের নারী আসনের ১০ শতাংশেরও কম আসন লাভ করে। কাজেই জনগণের ভোটের সত্যিকার প্রতিফলনের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে মোট প্রাপ্তভোটের ভিত্তিতে নারী সংসদ সদস্যদের আসন বরাদ্দ দিতে হবে। এর ফলে একদিকে সংসদে বিরোধীদলের আসন বৃদ্ধি পাবে এবং সরকারিদলের 'স্বৈরতান্ত্রিক' ক্ষমতা হ্রাস পাবে।
- জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে যে কোনো নির্বাচনে (ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/উপজেলা পরিষদ) যে কোনো পদে (কাউন্সিলর/ চেয়ারম্যান/ভাইস চেয়ারম্যান) জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকা জরুরি। কেননা এর ফলে স্থানীয় পর্যায়ে নারী নেত্রীদের ন্যূনতম গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি অগ্রাধিকার পাবে। ফলে সংরক্ষিত আসনে মনোনীত হওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলো পরিবার প্রীতি বা ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয়টি কম গুরুত্ব দিয়ে যোগ্য নেতৃত্বকে জাতীয় পর্যায়ে সুযোগ করে দেবে।
- জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের কর্মপরিধি, দায়িত্ব, অর্থনৈতিক ক্ষমতা, প্রশাসনে কর্তৃত্বের বিষয়টি সুস্পষ্ট করতে হবে। সরাসরি ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের (সংসদ সদস্যদের) ক্ষমতা হ্রাস করে এক্ষেত্রে ভারসাম্য আনা বাঞ্ছনীয় ।

- নির্বাচন কমিশনকে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে নারী নেত্রীদের মনোনয়নের ক্ষেত্রে কিছু শর্তারোপ করতে হবে যোগ্য নারী নেতৃত্ব নিশ্চিত করার স্বার্থে। এক্ষেত্রে নারী সংসদ সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে নারী নেত্রীদের অবশ্যই রাজনৈতিক দলের জাতীয় বা স্থানীয় পর্যায়ে কোনো কমিটির সদস্য হতে হবে। সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের কমপক্ষে পাঁচ বছরের সদস্য পদ থাকতে হবে। এরফলে রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতাবান নেতা-নেত্রীদের 'পছন্দ-অপছন্দ ' কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। মনোনীত নারী সদস্যদের সঙ্গে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের বোঝাপড়া গড়ে উঠবে। একই সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলো অধিকসংখ্যক নারী সদস্যকে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করবে যা তৃণমূলে নারীর ক্ষমতায়নে সহায়তা করবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।
- সংরক্ষিত নারী আসনে ১০ থেকে ১৫ শতাংশ আসন সংখ্যালঘু ও বিভিন্ন এথনিক গ্রুপ (নৃ-গোষ্ঠী) থেকে নির্বাচন করার বিধান রাখা জরুরি। পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম সংসদে সংখ্যালঘু নারীরা জনগোষ্ঠীর আনুপাতিক হারের চেয়ে অনেক কম আসন পেয়েছে। সংখ্যালঘু ও জনগোষ্ঠীর 'বঞ্চনাবোধ' 'বিচ্ছিন্নতার মানসিকতা' দূর করতে এই বিধান ভূমিকা রাখবে। উপরন্তু পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর মধ্যে নারীর ক্ষমতায়নেও তা ভূমিকা রাখবে বলে মনে করা হয়।

খ) রাজনৈতিক-ব্যক্তিত্বগত সুপারিশমালা (Political-Personality Oriented Recommendations):

- রাজনৈতিক দলগুলোকে স্বজনপ্রীতি ও দলীয় প্রধানের ব্যক্তিগত পছন্দ - অপছন্দ পরিহার করে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে মেধাবী নারী নেতৃত্বকে সংসদীয় আসনে মনোনয়ন দিতে হবে।
- সংসদে নারীদের সংরক্ষিত আসন সংখ্যা, তা নির্ধারণের প্রক্রিয়া, নারী সংসদ সদস্যগণের ক্ষমতা-কর্তৃত্ব নির্ধারণসহ নারী নেতৃত্ব বিকাশে রাজনৈতিক দলগুলোকে একত্রে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। স্বাধীনতা-উত্তর প্রতিটি সরকারই নিজের ইচ্ছামাফিক বিরোধীদলের সঙ্গে কোনো আলোচনা ছাড়াই সংসদীয় সংরক্ষিত আসন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফলে সংসদীয় সংরক্ষিত নারী আসন নারীর ক্ষমতায়নে খুব বেশি ভুমিকা রাখতে পারেনি। এ

বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলো সুশীল সমাজ, বেসরকারী সংস্থা(NGO), উন্নয়ন সহযোগী, তৃণমূল-নেতা কর্মীদের মনোভাবকে গুরুত্ব দিতে হবে। আর এ জন্য একটি জাতীয় সংলাপ আয়োজন করা যেতে পারে।

- নারী সংসদ সদস্যদের সংসদে গতিশীল ও গঠনমূলক ভুমিকা রাখতে সচেষ্ট হওয়া উচিত। তাদের কেবল দলীয় তোষণনীতি পরিহার করে আইন প্রণয়নে ভূমিকা রাখতে হবে। তবেই নারী সংসদ সদস্যদের বিষয়ে অবমাননাকর বিভিন্ন অভিধা (যেমন: সংসদের শোভা বর্ধনকারী, ৫০ সেট গহণা প্রভৃতি) বিলুপ্ত হবে। জনমনে নারী নেতৃত্ব সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব প্রতিষ্ঠা পাবে।
- নারী সংসদ সদস্যদের স্থানীয় পর্যায়ের নেতাকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। তাদের ঢাকা কেন্দ্রিক বলয় পরিহার করে তৃণমূলের উন্নয়নে কাজ করতে হবে।

স্থানীয় পর্যায়ে সীমিত সুযোগ সুবিধার মধ্যেও নারী সংসদ সদস্যদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ভূমিকা রাখতে হবে। বিশেষত স্থানীয় পর্যায়ে নারী শিক্ষার বিকাশ, কর্মক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি, নারী উদ্যোগক্তাদের ব্যাংকঋণের ব্যবস্থা করাসহ নারীর বিরুদ্ধে সংঘঠিত সমস্ত বৈষম্য ও অপরাধের বিরুদ্ধে কার্যকর ভুমিকা রাখতে হবে।

- পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী হিসাবে নারীর উন্নয়নে বিভিন্ন অগ্রাধিকারমূলক আইন প্রণয়নে নারী সংসদ সদস্যদের আরো সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে।
- প্রশাসনিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে, ত্রাণ বিতরণে, সরকারী সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনী (Social safety net programme) কর্মসূচিতে নারী সংসদ সদস্যদের ভূমিকা রাখতে হবে। এ জন্য প্রয়োজনীয় আইন সংশোধন করতে হবে।
- বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনয়নকৃত নারী সংসদ সদস্যদের কিংবা বিভিন্ন দল থেকে নির্বাচিত নারী সংসদ সদস্যদের মধ্যে আন্ত: সম্পর্ক যা আন্তঃযোগাযোগের মাধ্যমে (Inter-communication) দলীয় এবং উপদলীয় কোন্দল পরিহার করে নারীর সার্বিক উন্নয়নে তাদের অভিন্ন অবস্থান নিতে হবে। এজন্য নারী সংসদ সদস্যদের একটি ফোরাম তৈরি করা যেতে পারে ।

- আইনজীবী, পরিবেশবাদী, শিক্ষাবিদ, শিল্পোদ্যোক্তা এবং যারা রাজনীতির সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে সম্পৃক্ত তাদের নারী সংসদ সদস্য পদের রাজনৈতিক দলগুলো কর্তৃক মনোনয়ন দিতে হবে।

সংসদ সচিবালয় নারী সংসদ সদস্যরা সংসদে আইন প্রণয়নে কী ভূমিকা রাখছেন , নারীর ক্ষমতায়নে কী প্রস্তাব আনছেন তা বছর শেষে প্রতিবেদনাকারে প্রকাশ করতে পারে। এর ফলে একদিকে দেশবাসী নারী সংসদ সদস্যগণের কর্মকান্ড মূল্যায়ন করতে পারবে। অন্যদিকে নারী সংসদ সদস্যগণ অধিকতর কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্রিয় হবে, যা নারীর সার্বিক ক্ষমতায়নে প্রভাব ফেলবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

৭.৩ উপসংহারঃ

প্রান্ত:স্থ একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে ভঙ্গুর আর্থ-সামাজিক অবস্থার অনিবার্য অভিঘাতে নারীর অধঃস্তনতা বা ক্ষমতা কাঠামোর বাইরে অবস্থান এক অবশ্যম্ভাবী বাস্তবতা। বাংলাদেশে প্রশাসন থেকে উদ্যোক্তা, কৃষি থেকে সেবা খাত সব জায়গাই নারীর উপস্থিতি কম। এরই ধারাবাহিকতায় রাজনীতিতে নারীর তেমন কার্যকর অবস্থান নেই। স্থানীয় রাজনীতিতে নারী নেতৃত্বের দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করতে গিয়ে হামিদা হোসেন (Hossain, 1999:P.182) মন্তব্য করেন-

æIt is true that not more than 1 percent of the elected chairpersons were women, but a total of 44,134 women contested for 12,828 seats in 4276 unions. They were assisted by an unprecedented number of women voters (over 75 percent) and active campaigners in the country side."

উপরের উক্তি হতে স্পষ্ট ৫০ ভাগ নারীর দখলে রয়েছে মাত্র এক শতাংশ চেয়ারম্যানশিপ। তবে আশার কথা হলো সরাসরি নির্বাচন ব্যবস্থায় নারীরা অতীতের তুলনায় অধিকভাবে অংশগ্রহণ করছে। কিন্তু জাতীয় পর্যায়ে এর উল্টো চিত্র রয়েছে, বিশেষত জাতীয় সংসদে। কেননা জাতীয় সংসদে দীর্ঘ চারদশক নারী সংসদ সদস্যরা পরোক্ষ নির্বাচন প্রথায় নির্বাচিত হওয়ায় তা জাতীয় কিংবা স্থানীয় পর্যায়ে নারীকে ব্যাপকভাবে রাজনীতিতে টেনে আনতে পারেনি। উপরন্তু এভাবে নির্বাচিত নারী সংসদ সদস্যরা স্বাধীনভাবে অনেক ক্ষেত্রেই কাজ করতে অক্ষম। দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নারীদের

সংশ্লিষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায় জাতীয় সংসদে নারীদের উপস্থিতির মাধ্যমে। রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত প্রার্থীগণই নির্বাচিত হয়ে সংসদে আসীন হন। নির্বাচনে মনোনয়ন লাভের ক্ষেত্রে দলীয় কাঠামোর অবস্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মহিলা অঙ্গসংগঠনের উপস্থিতি দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক দলে থাকলেও দলীয় মূলসংগঠনে নারীদের অবস্থান আশাব্যঞ্জক নয়। যদিও দেশের দুই প্রধান রাজনৈতিকদল আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি নারী নেতৃত্বাধীন। জাতীয় সংসদের সরাসরি আসনের নির্বাচনে এ পিছিয়ে পরার বিষয়টি খুব বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে। ১৯৭৩ সালের ১ম সংসদীয় নির্বাচনে নারী প্রার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র ০.৩%। ১৯৭৯ সালের নির্বাচনে মোট ২১২৫ জনের মধ্যে নারী প্রার্থী ছিলেন ১৭ জন। এভাবে মূলধারার রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ০.৩% থেকে ০.৯% এ উঠে আসে। রাজনৈতিক দলগুলো নারী প্রার্থীদের সরাসরি নির্বাচনে মনোনয়ন দিতে শুরু করে ১৯৭৯ সাল থেকে। এভাবে ১৯৭৯, ১৯৮৬, ১৯৮৮ এবং ১৯৯১ সালের নির্বাচনে যথাক্রমে ১৩ (০.৯%) ১৫ (১.৩%) ৭ (০.৭%) এবং ৪০ (১.৫%) জন নারীকে প্রত্যক্ষ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য দলীয় মনোনয়ন প্রদান করা হয়। ১৯৯৬ সালের ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১৩টি রাজনৈতিক দল ৩২জন নারীকে সরাসরি আসনে প্রার্থী করেন। উক্ত নির্বাচনে নারী প্রার্থীগণ মোট ৪৪টি সধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ২০০১ সালের অষ্টম সংসদীয় নির্বাচনে ২৭জন নারী প্রার্থী সংসদের ৩৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। উল্লেখ্য যে, জাতীয় নির্বাচনে প্রত্যক্ষ আসনে নারী সদস্যদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮৬ সালে এ সংখ্যা ছিল ২জন, ১৯৮৮ সালে ৪ জন, ১৯৯১ সালে ৫জন, ১৯৯৬ সালে ৭জন এবং ২০০১ সালে ৬জন (গবেষক কর্তৃক নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থেকে সংগৃহিত)।

যদি নারীদের জন্য সংরক্ষিত জাতীয় সংসদের আসনগুলো বিবেচনায় আনা হয় তা হলে এ প্রতিষ্ঠানে নারীদের প্রতিনিধিত্বের হার বৃদ্ধি পায়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এ সংরক্ষিত আসনগুলো ক্ষমতাসীন দল অথবা সরকারি দলই পেয়ে থাকে। এর অন্যতম কারণ হলো এ ধরনের বিধানের জন্য নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণের পরোক্ষ ভোটে সংরক্ষিত আসনের সদস্যরা নির্বাচিত হন। বাংলাদেশের প্রথম তিনটি সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের সকল সদস্যই ছিলেন ক্ষমতাসীন দলের। চতুর্থ জাতীয় সংসদে কোন সংরক্ষিত নারী আসন ছিল না। ৫ম জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বিএনপি সরকার গঠনে জামায়াত ইসলামীর সমর্থন নেয় এবং এর বিনিময়ে জামায়াত ইসলামী-কে ২টি সংরক্ষিত নারী আসন প্রদান করে। ৭ম জাতীয় সংসদে বিজয়ী দল আওয়ামী লীগ ঐক্যমত্যের সরকার গঠন করে ৩

টি সংরক্ষিত আসন জাতীয় পার্টিকে প্রদান করে। গবেষণায় পরিলক্ষিত হয় যে, সংরক্ষিত আসনের নির্বাচনপ্রক্রিয়া পরোক্ষভাবে নির্বাচিত নারী সংসদ সদস্যগণকে সংশ্লিষ্ট দলের পুরুষ নেতৃত্বের অধীনস্থ (ব্যাংক হিসেবে কাজ করে) করে এবং তারা জাতীয় সংসদে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকারি দলের পক্ষে ভোট দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংরক্ষিত আসনের নারী সংসদ সদস্যগণের এ নির্ভরশীলতা ও সার্বিক গুরুত্বহীনতার কারণে তাঁদেরকে অলংকার হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। অনেকক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বশীল হওয়ার পথে নারী সংসদ সদস্যগণ নানা সমস্যার সম্মুখীন হন। এ সব সংসদ সদস্যগণের নির্বাচনী এলাকা সাধারণ আসনের তুলনায় দশুগণ বড়। এ প্রেক্ষাপটে নারী সংসদ সদস্যগণের পক্ষে বিশাল নির্বাচনী এলাকার সাথে সংযোগ রক্ষা করা সবসময় সম্ভবপর হয় না। এর ফলে তাঁদের অবস্থানগত দুর্বলতা আরও বেশি করে প্রকাশ পায় এবং তাদের কার্যকারিতাও ম্লান করে দেয়। সংরক্ষিত আসনের নারী সংসদ সদস্যগণ নারীসমাজের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব করতে সফল হননি। ফলশ্রুতিতে এ সকল সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দাবী জোরদার হতে থাকে। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে এ ব্যাপারে নির্বাচনী ইস্তেহারে উল্লেখ করলেও বাস্তবায়নের জন্য কোন ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ৮ম জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসন প্রায় ৪ বছর শূন্য থাকে। এ সংসদে সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী পাস করে সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ৪৫ করা হলেও পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থাই থেকে যায় এবং এ সকল আসনে আনুপাতিক হারে দলগুলো প্রতিনিধিত্ব করবে এমন বিধান চালু করা হয়। ৮ম জাতীয় সংসদের লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে সমগ্র সংরক্ষিত আসনের নারী সংসদ সদস্যগণের শতকরা ১১ ভাগ পেশাভিত্তিক রাজনীতিবিদ অবশিষ্ট সদস্যগণের বেশির ভাগই ছিলেন গৃহবধু। যারা সামাজিক মর্যাদা, স্বামী বা বাবার পৃষ্ঠপোষকতায় সংসদ সদস্য হবার সুযোগ পান।

দেশের প্রথম চারটি জাতীয় সংসদে নারী সংসদ সদস্যরা তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেননি এবং তাদের অংশগ্রহণও ছিল বেশ গৌণ। ৫ম জাতীয় সংসদে নারী সদস্যগণের অংশগ্রহণ লক্ষণীয় হলেও তা সংসদীয় কার্যক্রমে তেমন কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তাঁদের লক্ষ্যণীয় উপস্থিতি সংসদের কার্যক্রমে কোন গুণগত পরিবর্তন আনতে পারেনি। তবে তারা সংসদের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের চেষ্টা চালায়। যেমন-রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা, বাজেট বিতর্ক, অর্থ বিল, পেনাল কোড বিল, সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে। তবে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয়

কার্যক্রম যেমন: প্রশ্নোত্তরপর্ব, মুলতবি প্রস্তাব, অনির্ধারিত আলোচনা, দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব ইত্যাদি পর্বে নারী সংসদ সদস্যদের অংশগ্রহণ ছিল বেশ কম। ৭ম জাতীয় সংসদে ৩৭জন নারী সংসদ সদস্যগণের মধ্যে ১৪ জন (৩৭.৮%) রাজনৈতিক ভূমিকা পালনসহ পূর্বতন সংসদের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ছিলেন। ৫ম জাতীয় সংসদের ৩৫জন নারী সংসদ সদস্যগণের মধ্যে এ সংখ্যা ছিল ১২জন বা ৩৪.২%। যদিও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ও বিএনপি সভানেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সংসদ সদস্য হিসেবে বেশ অভিজ্ঞ তথাপি জাতীয় নেতা হিসেবে এ নেতৃদ্বয়ের কার্যক্রম পরোক্ষভাবে নির্বাচিত নারী সংসদ সদস্যদের কর্মকান্ডকে প্রতিফলিত করে না। তবে সপ্তম জাতীয় সংসদে নারী সংসদ সদস্যরা তাঁদের কার্যক্রম অর্থাৎ সংসদে তাদের অংশগ্রহণও কার্যক্রমের মাত্রা বৃদ্ধি করে। নারীসদস্যগণ ৭১ এবং ৭১(ক) বিধিতে বিভিন্ন নোটিশ প্রদান করেন। যদিও প্রশ্নোত্তরপর্ব পুরুষ সংসদ সদস্যগণের করায়ত্ব থাকে। এছাড়াও নারীরা ৭১ বিধিতে জনগুরুত্ব বিষয়ে ও নারী সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করার প্রয়াস পান। এরমধ্যে নারী ও শিশু নির্যাতন, নারীর অবৈতনিক শিক্ষা, অপুষ্টি, পৃথক পারিবারিক আদালত, যৌতুক, স্থানীয় পর্যায়ে বাধ্যতামূলক বিবাহ নিবন্ধন ইত্যাদি বিষয় উল্লেখযোগ্য ছিল। জাতীয় সংসদের কার্যক্রমে প্রশংসনীয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য যে পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নারী সংসদ সদস্যগণের মধ্যে এর অভাব বেশ পরিলক্ষিত হয়। নারী প্রতিনিধি হবার কারণে স্বাভাবিকভাবে নারী বিষয়ক ইস্যু সংসদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে থাকে। নারী সংসদ সদস্যগণের এরকম সীমাবদ্ধতা অর্থাৎ অন্যান্য সংসদীয় ধারা বা বিধি ব্যাপকভাবে প্রয়োগ না করার জন্য মুলত: পাবলিক পরিমন্ডলে সরাসরি সংশ্লিষ্ট না হওয়া, সংসদীয় অভিজ্ঞতা না থাকা এবং পুরুষ প্রতিপক্ষের প্রাধান্য ও মনোভাব দায়ী। নারী সংসদ সদস্যদের ক্ষমতাহীনতার আরো বেশকিছু কারণ রয়েছে। যার মধ্যে- সংসদে অধ:স্তনতা, প্রতিনিধিত্বহীনতার অভাব, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্বাচিত নারী সংসদ সদস্যদের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, নারী সংসদ সদস্যদের মধ্যে দলীয় বিভাজন, অভিজ্ঞ নারী সদস্যদের মধ্যে সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যদের সহযোগিতা ও শিক্ষাদানে আগ্রহের অভাব, সর্বপরি বর্তমান নির্বাচনীব্যবস্থা ও মনোনয়নপদ্ধতি অন্যতম। নারী সংসদ সদস্যদের সংসদের কার্যকারীতা বৃদ্ধি ও তাদের অন্যান্য সকল সীমাবদ্ধতা ও সমস্যা দূরীকরণের জন্য নারী প্রতিনিধিত্বের নির্বাচনের পদ্ধতি পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত নারীর অগ্রযাত্রা বাধার সম্মুখীন হতে থাকবে যা নারী নেতৃত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ এবং অকার্যকর করে তুলবে। কাজেই বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে পঞ্চদশ সংশোধনী আরোপিত ৫০টি আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা চালু হওয়া জরুরি। নারীর উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন, যোগ্যতা ও শিক্ষার সুষ্ঠু

ব্যবহারের মাধ্যমে দেশ ও সমাজের উন্নয়নের জন্য নারী আসনে সরাসরি নির্বাচনের কোন বিকল্প নেই। কেননা নারীর অধস্তনতা একটি কাঠামোগত বিষয়, যা তরান্বিত করে তুলছে 'পাবলিক-প্রাইভেট' ক্ষেত্রের বিভাজন, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার এবং রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ণ। এ প্রসঙ্গে একজন পর্যবেক্ষক মন্তব্য করেছেন:

æIn Bangladesh, women have remained outside the play of power politics. Their visibility in popular struggles for democracy in election campaigns and in community work has not translated into greater influence in the public domain. Only a small number have been able to enter positions of public decision-making. Their dependence upon traditionally powerful structures has limited their roles as cheer leaders. This was a reflection of the political system as well as of women's exclusion" (Hossain, 1999:P.183).

Reference:

Hossain, H. 'Women in Politics', in Ahmad, Mohiuddin, (ed.) Bangladesh Towards 21st Century, Dhaka:Community Development Library, 1999.

Dhaka University Institutional Repository

গবেষক কর্তৃক নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থেকে সংগৃহিত।

গ্রন্থপঞ্জি

প্রকাশনা (বাংলা)

আক্তার, ফরিদা সম্পাদিত, *সংরক্ষিত আসন: সরাসরি নির্বাচন*, ঢাকা: নারীগ্রন্থ প্রবর্তণা, ১৯৯৯।

আল-মামুন, মো: আব্দুল্লাহ, *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা: সমস্যা ও প্রসার (১৮৭১-১৯১৪)*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, জুন ২০০৮।

ইসলাম, মাহমুদা, *বাংলাদেশের নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন*, সেলিনা ও মাসুদুজ্জামান (সম্পাদিত), রাজনীতি ও আন্দোলন, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা: ২০০৩।

কুদ্দুস, আব্দুল ও শাকিল জহিরুল হক, *বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর ক্ষমতায়ন: সমস্যা ও সম্ভাবনা*, ঢাকা: বাতায়ন প্রকাশনা, ২০০৩।

খান সালমা, *বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা*, ঢাকা: সূচীপত্র, , আগস্ট ২০০৬।

খান, তারিক হোসেন, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস*, ঢাকা: বুকস ফেয়ার, ২০১৪ ।

চৌধুরী, নাজমা ও অন্যান্য সম্পাদিত, *নারী ও রাজনীতি*, ঢাকা উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৪।

চৌধুরী, ফারাহ দীবা, বিশ্বনারী সম্মেলন ও বাংলাদেশের নারী,আল মাসুদ হাসানুজ্জামান (সম্পাদিত),*বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০২।

পারভেজ, আলতাফ, *বাংলাদেশের নারী: একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ*, ঢাকা, জন অধিকার, ২০০০।

পারভীন, আলেয়া, *নারী ও রাজনীতি*, ঢাকা: মনন পাবলিকেশন্স, নভেম্বর, ২০০৮।

ফিরোজ, জালাল,*পার্লামেন্ট কীভাবে কাজ করে: বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা*, ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, জুলাই ২০০৩।

বেগম, মালেকা, *সংরক্ষিত মহিলা আসন: সরাসরি নির্বাচন*, ঢাকা, অন্য প্রকাশ, ২০০০।

বেগম, মালেকা, *বাংলার নারী আন্দোলন*, ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৯।

বেগম, মালেকা ও হক, সৈয়দ আজিজুল, *আমি নারী: তিনশ বছরের বাঙালী'র ইতিহাস*, ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০১।

হাসানুজ্জামান, আল মাসুদ, *বাংলাদেশের নারী: বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ* ঢাকা, ইউপিএল,

২০০২।
হালিম, আব্দুল, *সংবিধান, সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি: বাংলাদেশ প্রসঙ্গ*, ঢাকা: ১৯৯৫।

হোসেন, সেলিনা ও মাসুদুজ্জামান সম্পাদিত, *নারীর ক্ষমতায়ন: রাজনীতি ও আন্দোলন*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৩।
হাবিব, ইরফান, *মোগল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা*, এস. পাল দত্ত ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, কলকাতা: কে.সি বাগচি অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৮৫।

রশিদ, হারুন-অর, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন: বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা*, ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ফেব্রুয়ারী ২০১২।

Publications (English-Published)

Aminuzzaman, S. M, *Introduction to Social Research,* Dhaka: Bangladesh Publishers, 1997.

Ahmed, M. *Bangladesh: Era of Sheikh Mujibur Rahman*, Dhaka: UPL, 1984.

Almond, G. & Verba, S, *The Civic Culture: Political Attitude and Democracy in Five Nations,* Princeton: Princeton University Press, 1972.

Areffn, H. K. *Changing Agrarian Structure in Bangladesh SHIMULIA: A Study of a Periurban Village*, Dhaka: CSS, 1986.

Barman, D. Ch., *Emerging Leadership Patterns in Rural Bangladesh: A case Study*, Dhaka: CSS, 1988.

Barnard, C.I. *Organization and Management: Selected Papers,* Cambridge: Harvard University Press, 1948.

Firoj, J. *Women in Bangladesh Parliament*, Dhaka: A.H. Development Publishing House, 2007

Gupta, S. *Research Methodology and Statistical Technique,* New Delhi: Deep and Deep Publications, 1993.

Hasanuzzaman, Al. M, *Role of Opposition in Bangladesh Politics*, 1998.

Hossain, H. 'Women in Politics', in Ahmad, Mohiuddin, (ed.) Bangladesh Towards 21st Century, Dhaka: Community Development Library, 1999.

Huq, J. et, al, (eds.), *Women in Politics and Bureaucracy,* Dhaka: Women for Women, 1995.

Islam, A K M Aminul, *Bangladesh Village: Conflict and Cohesion*, Cambridge: Sehenknan Pablicity Company, 1987

Jahan, R. *Bangladesh Politics: Problems and Issues*, Dhaka: UPL, 1980.

Kumari, R. and Dubey, A. *Women Parliamentarians: A Study in the Indian context*, New Delhi: HAR-Ananda Publications, 1994.

Khan, A. A. *Discovery of Bangladesh: Exploration into Dynamics of a Hidden Nation*, Dhaka: UPL, 1996.

Khan, A. A. *Friendly Fires, Humpty Dumtp Disorder and Other Essays*, Dhaka: UPL, 2010.

Khan, Z.R., *Martial Law to Martial Law: Leadership Crisis in Bangladesh,* Dhaka: UPL, 1984.

Lifschultz, L. *Bangladesh: The Unfinished Revolution,* London: Zed Press, 1979.

Maniruzzaman, T. *Bangladesh Revolution and its Aftermath*, Dhaka: Bangladesh Books International Limited, 1980.

Mascarenhas, A. *Bangladesh: A Legacy of Blood*, London: Hodder and Stoughton, 1986.

Michels, Robert, *Political Parties. A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracies*, New York: Collier Books, 1962.

Osmany, S. H. *Bangladesh Nationalism*, Dhaka: University Press Limited, 1992

Pareto, V. *The Mind and Society: A Treatise on General Sociology*, New York, Dover, 1965.

Rashid, S. Bangladesh Poverty: The Need for a 'Big Push' In Syed Saad Andaleeb, *The Bangladesh Economy: Diagnoses and Prescription*, Dhaka: UPL, 2008.

Riaz, A. *Inconvenient Truths about Bangladesh Politics*, Dhaka: Prothoma Prokashan, 2012

Sobhan, R**.** *Planning and Public Action for Asian Women,* Dhaka: UPL, 1992.

Sheffer, G. (ed.), *Innovative Leaders in International Politics,* Albany: State University of New York Press, 1993.

Slesinger, D. and Stephenson, M. *Encyclopedia of Social Science*, 1930.

অপ্রকাশিত গবেষণা পত্র

ইকবাল,আছমা বিন্‌তে, *বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসন ও নারীর ক্ষমতায়ন: একটি মূল্যায়ন*, পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, এপ্রিল ২০১১।

পারভীন আইরীন, বাংলাদেশ সংসদীয় ব্যবস্থা: এর বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ, এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১ (অপ্রকাশিত)।

বেগম জেসমিন আরা, আইন সভায় (জাতীয় সংসদ) নারী প্রতিনিধিদের ভূমিকা ১৯৯১-২০০১ পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, এপ্রিল ২০০৮।

সুলতানা নাসরিন, উন্নয়ন, রাজনীতি ও নারী, অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব-বাংলাদেশ প্রেক্ষিত, এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, ২০০১, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১ (অপ্রকাশিত)।

জার্নাল, সাময়িকী ও দৈনিক পত্রিকা

ইভা, শাহবানু "রাজনৈতিক সহিংসতা ও বাংলাদেশের অর্থনীতি: একটি পর্যালোচনা" *উন্নয়ন বিতর্ক*, সেপ্টেম্বর, ২০১৪, ঢাকা

করিম, এ এইচ এম জেহাদুল "বাংলাদেশের গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো ও নেতৃত্বের ধরন", *সমাজ নিরীক্ষণ* ৩৯ (১৯৯১),

কাওছার, রিয়াজুল কবীর এবিএম, বাংলাদেশ নির্বাচন, ঢাকা: *বাংলাদেশ নির্বাচন গবেণনা কেন্দ্র*, ২০১২।

খুদা-ই-বরকত এবং আশরাফ উন নেসা, 'গ্রাম সরকার নেতৃত্বের বৈশিষ্ট', *সমাজ নিরীক্ষন*, সংখ্যা, ৫, ১৯৮২।

খান, তারিক হোসেন, "বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস ও গণমাধ্যম: একটি পর্যালোচনা", *সমাজ নিরীক্ষণ*, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, সংখ্যা ১১১, ২০০৯।

খান, তারিক হোসেন এবং রুমা, আরিফা রহমান, "গ্রামীণ উন্নয়নে নেতৃত্বের ভূমিকা: একটি গ্রাম পর্যবেক্ষণ, *উন্নয়ন বিতর্ক*, ডিসেম্বর, ২০১৩।

খান, মনিরুল ইসলাম, "বাংলাদেশের কৃষি কাঠামোর পরিবর্তন ও ধর্মতন্ত্র প্রসঙ্গ: একটি মার্কসবাদী পর্যালোচনা", *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সংখ্যা-১৪, ১৯৮৬

পারভীন, রিতা, 'বাংলাদেশের গ্রামীণ রাজনৈতিক এলিট', ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, জুন, ১৯৮৬।

ফিরোজ, জালাল, "সংঘর্ষ, রাজনৈতিক সংঘর্ষ এবং বাংলাদেশ: একটি তাত্ত্বিক সমীক্ষা," *সমাজ নিরীক্ষণ*, সমাজ-নিরীক্ষণ কেন্দ্র, সংখ্যা ১২১, ২০১২।

রহমান, আতিউর, "গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর রূপান্তর ও মাতবরদের অবস্থান", *সমাজ নিরীক্ষণ* ৩২ (১৯৮৯)।

রায়, সুধাংশু শেখর, *বাংলাদেশের মফস্বল (স্থানীয়) সংবাদপত্রের সমস্যা ও বিকাশ: একটি সমীক্ষা*, সামাজিক বিজ্ঞান পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ, পার্ট-ডি, খন্ড ৫, সংখ্যা ৫, ২০১১।

সুউকেন্স, বার্ট ও ইসলাম, আইনুল, "বাংলাদেশে হরতাল ও স্থানীয় রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঠামো," ঢাকা: *প্রতিচিন্তা*, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৪

ইত্তেফাক, ৬ মার্চ ২০১০।

প্রথম আলো, ৮ মার্চ ২০১০।

যুগান্তর, ৮ মার্চ ২০১০

Bhuiya, A. "Rural Leadership in Transition: A Sociological Study of Power structure in a Rural Community of Bangladesh", *Social Science Review* X1 (1990): 71.

Bhuiya, A. "Rural Leadership in Transition: A Sociological Study of Power Structure in a Rural Community of Bangladesh", *Social Science Review* X, 1990.

Mozumdar, L, et al "Changing Leadership and Rural Power Structure, *Journal of Bangladesh Agriculture University*. 6 (2008): 435.

Wohab, M. A and Akhter, S, "Local Level Politics in Bangladesh: Organization and Process", *BRAC University Journal* 1(2004): 23-32.

Khan, T. H, Middle Class Boom: the Image of New Bangladesh," *The Daily Sun*, 13 January 2013

সংরক্ষিত দলিলাদি এবং প্রকাশনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, এপ্রিল ২০০৮।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি, ২০০১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সংশোধিত।

বুলেটিন১৩/ পঞ্চম জাতীয় সংসদের ১ম অধিবেশন/রবিবার,২৮ এপ্রিল, ১৯৯১।

বুলেটিন৩১/ পঞ্চম জাতীয় সংসদের ১০ম অধিবেশন/বৃহস্পতিবার, ১৫ জুলাই, ১৯৯৩।

বুলেটিন৩১/ পঞ্চম জাতীয় সংসদেও ৭ম অধিবেশন/বুধবার,৩০ নভেম্বর, ১৯৯৪।

বুলেটিন১৮/ পঞ্চম জাতীয় সংসদের ১০ম অধিবেশন/বুধবার,৩০ নভেম্বর, ১৯৯৪।

বুলেটিন২২/ সপ্তম জাতীয় সংসদেও ৩য় অধিবেশন/রবিবার,২ মার্চ, ১৯৯৭।

বুলেটিন১৯/ সপ্তম জাতীয় সংসদেও,সোমবার,৭ জুলাই, ১৯৯৭।

সপ্তম জাতীয় সংসদেও সংসদ বুলেটিন ৬,১৩ নভেম্বর,বৃহস্পতিবার, ১৯৯৭।

সপ্তম জাতীয় সংসদের সংসদ বুলেটিন ৩,অধিবেশন ৯, ১৪ জুন, রবিবার, ১৯৯৮।

সপ্তম জাতীয় সংসদের সংসদ বুলেটিন ৪,অধিবেশন ৭, ২ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার, ২০০০।

সপ্তম জাতীয় সংসদের সংসদ বুলেটিন ১,অধিবেশন ২২, ২৯ মার্চ, বৃহস্পতিবার,১৯৯৮।

পঞ্চম সংসদের নবম অধিবেশন।

পঞ্চম সংসদের ১৩তম অধিবেশন।

বিতর্ক খন্ড-৩, সংখ্যা -৮, ১৯৯১।

সপ্তম জাতীয় সংসদের ২য় অধিবেশনের কার্যনির্বাহের সারাংশ।

ওয়েব সাইট

www.ipu.2005.women in politics:/1945-2005. Information kit.

http://azgaralimd.blogspot.com/2012/12/women-representation-in-indian.html

Web Address: http://www.un.org/

Web Address: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw